কর্ণবীর।

(TRANSLATION OF MACBETH.)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

কলিকাতা ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন হইতে
শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট্ ইডিন্ প্রেস্,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

মুখবন্ধ।
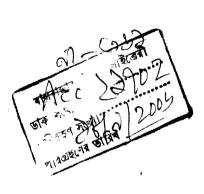
ম্যাক্‌বেথ নাটকের অনুবাদ রচিত হইল। বাঙ্গালায় ইংরাজী নাম ভাল শুনায় না বলিয়া, ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা নাম উল্লেখ করা গিয়াছে। ইয়ুরোপের রীতিনীতির সহিত ভারতবর্ষের রীতিনীতির অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এতন্নিবন্ধন বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত প্রাগুক্ত রীতিনীতি পরিত্যক্ত, ও শেষোক্ত রীতিনীতি কোন স্থানে উহ্য ও ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুবাদ কালে "ডাকিনী স্থানে ভৈরবী লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

এতদ্ভিন্ন আমার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা বশতঃ ও মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম প্রযুক্ত এবং ইহার শেষাংশের পাণ্ডুলিপি কোন দুষ্টের দ্বারা দুইবার অপহৃত হওয়াতে ও তৃতীয়বারে নানা ক্লেশে পড়িয়া তাড়াতাড়ি লেখাতে, কোন কোন স্থানে বর্ণযোজনা ও চিহ্নাদির দোষ ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ ভ্রমগুলি আপাততঃ "ভ্রম সংশোধন" পৃষ্ঠায় লিখিত হইল। আর যদি কোন স্থানে ভ্রম দৃষ্ট হয়, আশা করি পুনর্সংস্করণে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিব। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া একজনও প্রীতিলাভ করিলে আমার সকল ক্লেশ সফল বোধ করিব।

পরিশেষে আমি কায়মনে করুণাময়ের নিকট আমার বন্ধুবর ৺নন্দলাল সরকারের প্রেতাত্মার আনুকুল্যে মঙ্গল প্রার্থনা করি; উক্ত বন্ধুবরের যত্নে ও উদ্যমে ইহার প্রথম কিয়দংশ জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিডন্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১২৯২—১লা ভাদ্র।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২১	অরণ্য-রোদন	অরণ্যে রোদন
১৩	৩	ছিল	হ'ল
২৫	৮	হব	হবে
২১	২১	প্রিয়ারে	জায়ারে
৪৬	১৪	রমেশ	প্রাণেশ!
৫২	১৭	শান্তিদূর	শ্রান্তিদূর
৬১	[illegible]	সহজে বাহিক	সহজেই বাহ্য
	১০	তবে	ভাই!
৬৩	১৭	সংহতি	সংহার
৬৫	৩		
৬৭	১৯		
৭৪	১১	যাইছি	যেতেছি
৭৬	২০	শান্তি	শান্ত
৭৭	৭	আজিকা	আজিকে
৭৮	৫	বিকৃতিভরে	নিয়মবলে,
৮০	২২	যাইয়াছে	আসিয়াছে
৭৮	১৪	ধ্বনি	সবে
৮৬	১২	আয়োজনে;	আয়োজন
৮৬	২১	অভ্যর্থনা	ধন্যবাদ

৯০ ৯ [অশুদ্ধ। সামাজিক সুনিয়ম শুভ শিষ্টাচার

[শুদ্ধ। মানবের স্পৃহনীয় ঔষধ উত্তম

ঐ	১৯	করিবেক	করিয়াছে
৯২	২	সকলের	আপনার

৯৪ ২১র পর [অমাত্য সকলের প্রস্থান হইবে।

৯৫	৭	দেখি	ভিন্ন

(উক্ত পংক্তির বক্তা মলিনা হইবে।)

১০৪	১৫	পাথার	পাথর
১০৫	২২	(বসিবে)	ক্ষিদেয় জরা ভয়ঙ্করা,
১০৬	৬	ক্ষিদেয় জরা ভয়ঙ্করা,	(উঠিয়া যাইবে)

১০৭ ১ [অশুদ্ধ। (কালভৈরবী ও অপর তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ।)

[শুদ্ধ। (অপর তিনজনের নিকট কাল-ভৈরবীর প্রবেশ।)

১১১	১	একটা	এক হেথা
১০৮	১৬	বিদ্রাবিত	বিদ্রবিত
১২৮	১	বল	বলি

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠার পরিবর্ত্তে ৮৫ হইতে ৯৬ পৃষ্ঠা হইবে।

কর্ণবীর।

নাট্য লিখিত নরনারীগণ

আনন্দসিংহ, জয়পুর রাজ।	Duncan, King of Scotland.	
দেবীসিংহ কেশরিসিংহ } পুত্রদ্বয়।	Malcolm Donalbain	} His sons.
কর্ণবীর বিজয়চন্দ্র } সেনাপতিদ্বয়।	Macbeth Banquo	} Generals of the King's army.
সুধীসিংহ শক্তিধর মল্লরায় বীরবল নয়নপাল মৃত্যুঞ্জয় } জয়পুরের সামন্তবর্গ।	Macduff Lennox Rosse Menteith Angus Caithness	} Noblmen of Scotland.

বিলাসচন্দ্র, বিজয়চন্দ্রের পুত্র।	Fleance, Son to Banquo.
বিক্রমজী, শিবজীর সেনাপতি।	Siward, Earl of Northumberland, General of the English forces.
শোভনজী, বিক্রমজীর পুত্র।	Young Siward, his son.
সত্যপাল, কর্ণবীরের পারিষদ।	Seyton, an officer attending on Macbeth.
বালক, সুধীসিংহের পুত্র।	Boy, Son to Macduff.

বৈদ্য, সেনাধ্যক্ষ, দ্বারবান, জনৈক বৃদ্ধ মনুষ্য, সভ্যগণ,
সেনাগণ, ঘাতকগণ, সহচরগণ ও দূতগণ।

মলিনা, কর্ণবীরের স্ত্রী।	Lady Macbeth.
পদ্মিনী, সুধীসিংহের স্ত্রী।	Lady Macduff.
প্রধানা সখী, মলিনার সহচরী।	Gentlewoman attending on Lady Macbeth.
কালভৈরবী।	Hecate.
ভৈরবী (ডাকিনী) ত্রয়।	Three Witches.
[illegible] মূর্ত্তি।	Apparitions.

[illegible]।—জয়পুর ও শিশাগড়। Scene: Scotland and England.

কর্ণবীর।

(ম্যাক্‌বেথের বাঙ্গালা-অনুবাদ।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—প্রান্তর।

বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎপাত!—তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ।

১ম ভৈর। আবার কখন্ দেখা হবে তিনজনে?

কড়্ কড়া কড়্?—ঝিমিক্ ঝিমিক্?—

প'ড়্‌বে যখন ঝম্‌ঝ'মে?

২য় ভৈর। গুড়ুম্ গুড়ুম্ ঝনাৎ ঝনাৎ—থাম্‌বে যখন রণ।

৩য় ভৈর। তার পরেতেই সূর্য্যি ঘরে ক'র্‌বে পলায়ন।

১ম ভৈর। কোন্ জায়গায় দেখা হবে বোন্?

২য় ভৈর। শুন্‌বিতো শোন্;—

সেই চারাওয়লা মাঠের মাঝখানে।

৩য় ভৈর। বেশ ব'লিছিস্;—কর্ণবীরও আস্‌বে সেইখানে।

১ম ভৈর। আমি—আস্‌বো সেজে বাঘের মাসী!

সকলে। ওই ডাক্‌লো ব্যাঙ্ এদিশী।

দেখ্‌তে ভালো জিনিষ কালো,

খারাপ যেন চোখ্‌খে আলো!

ঠাণ্ডা হাওয়া—ঘোর কুয়াশায়

চল্‌লো উড়ে যাই এ(ই) বেলায়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির।

(নেপথ্যে বাদ্য।)

আনন্দসিংহ, দেবীসিংহ, কেশরিসিংহ, শক্তিশ্বর,
অনুচরগণ ও একজন রক্তাক্ত সৈনিকের প্রবেশ।

আন। রক্তময় রণাগত কে ওই সৈনিক?
আহত-হৃদয়!—তবে সমর-সন্দেশ
পারিবে কি নিবেদিতে—প্রকৃত বিশেষ?

দেবী। পিতঃ!
এ সামান্য সেনাপতি সমর-প্রাঙ্গণে,
—দুর্দ্দম ভীষণ বীর ভীমসেন সম—
তরবারে তরবার ঘুরাইয়া অনিবার,
আমার বন্দিত্ব আজি ক'রেছে মোচন!
হে সাহসী সেনাপতি, নিবেদ নৃপতিপ্রতি
যা আছে বক্তব্য তব সমর-বচন।

সৈনি। মহারাজ!
এখনো সমরস্রোত বহিছে বিপুল!
এখনো বিক্রমবলে করিতেছে রণ
জিনিবারে পরস্পরে, অহো উভকুল!
নামিয়া অগাধজলে যেন দুইজন,
চেষ্টিতেছে কেবা পারে ত্বরা সাঁতারিতে,
অথবা, হায়রে কেবা প্রচণ্ড-কৌশলে

অবিলম্বে নিজদন্তে পারে হারাইতে।
মহারাজ!
নির্দ্দয় বিপক্ষ-দলে, লঘুঅন্ত্রী দলে দলে
যোগ দিল,—বিপক্ষতা-বিষম-অনলে
জ্বলাইতে;—ভাগ্যলক্ষ্মী হাসিল তখন
যবন-নৃপতিপ্রতি ফিরায়ে বদন!
কিন্তু ওহে নৃপনিধি, নাহি হয় জয়বিধি
নিঠুর-নির্ব্বুদ্ধি-জন-ভগন-কপালে!
মহাবীর কর্ণবীর—বীর যাঁর নাম—
অবজ্ঞা করিয়া ভাগ্য নিজ বীর্য্যবলে,
আরম্ভ করিলা ক্রোধে বিষম-সংগ্রাম!
ঘূরায়ে উলঙ্গ অসি, কাঁপাইয়া দশ দিশি,
(খরশান সে কৃপাণ কাটি ম্লেচ্ছ-শিরে,
প্লাবিত করিল ভূমে রুধিরে রুধিরে!)
যুঝিতে লাগিলা যেন অর্জ্জুন সমান!
যতক্ষণ না পাইলা ম্লেচ্ছ-সেনানীরে
আপন-কৃপাণতলে;—তার পাপ প্রাণ
না যাইল যতক্ষণ সে পুরে অচিরে;
মহারাজ!
ততক্ষণ প্রাণপণ করি মহামতি
ঘূরালেন তরবার,—করযুগ তাঁর
কাঁপে নাই ক্ষণতরে সে ঘোর সমরে;
যতক্ষণ খণ্ড-মুণ্ড রণ-মণ্ডলেতে
না হইল নিপাতিত।—বিষম-নিয়তি!

আন। ধন্য, ধন্য, কর্ণবীর সাধু মহামতি!

সৈনি। মহারাজ!

যে দিকে তপনদেব উজল-কিরণে
—নেত্রপ্রীতিকর আহা—বসুন্ধরাধামে
করেন আলোকময়ী রজনী-গমনে;
হায়রে, সে দিকে দৈব-বিপাক-বিষমে
উঠিল প্রলয়-ঝড়-বিপদ-নিচয়!
বাজিল অশনি রবে কড় কড় কড়ে!
হায়রে, সে দিকে সুখ-তপন আসিতে,
বিমর্ষ-বিদ্যুৎ-দীপ্তি প্রকাশ পাইল!
মহারাজ!

এই হিন্দুদের জয়, এই ম্লেচ্ছ-পরাজয়
এই এই এই হোলো—কোথা উড়ে গেলো!
আবার যবনরাজ, বাজাইয়া রণবাজ
লইয়া নূতনসেনা আক্রমিতে এলো!
জয়-পরাজয়-ভাগ্য ভবিষ্যে মিশিল!

আন। হে সৈনিক, বল বল, এই আক্রমণে
হইল কি ভীত মম সেনাপতিগণে?

সৈনি। মহারাজ!

কুরঙ্গে হেরিয়া সিংহ হয় কোথা ভীত?
চটকা বিহগে হেরি শ্যেন চমকিত!
আমাদের সেনাপতি দ্বিগুন-বিক্রমে,
বিষম-ঘূর্ণনে অসি করিয়া চকিত,
—কামান হইল যেন দ্বিগুণ গর্জ্জিত—

শত্রুদলে মহাবলে কাঁপাইলা রণে!
আগত-বিপক্ষ-পক্ষ যে অবধি হায়
শুইল আহত-দেহ; রণখ্যাতি নিঃসন্দেহ
লভিতে শুইল, কিম্বা, সমর-শয্যায়।
মহারাজ!
নাহি জানি আর, রণ-সমাচার
হইয়া আহত আমি এসেছি এখানে!
জয় পরাজয়, বিষম-বিষয়
বিধাতার লেখা,—ভবিষ্যৎ জানে!

আন। হে সৈনিক রণাহত, বাক্য তব বীরব্রত!
সম্মান-ভূষণে তোমা নিশ্চয় ভূষিব!
যাও, সুস্থ কর তব আঘাত অশিব!

[সৈনিকের প্রস্থান।

কে ওই আসিছে দ্রুতপদ চালনায়?

দেবী। মন্ত্রিবর মল্লরায় আসিছে হেথায়!

শক্তি। আশ্চর্য্য আকৃতি-দৃশ্য! করি বিবেচনা;—
হিন্দু যবনের এই ঘোরতর-রণে
নিবেদিবে কোন শুভ-বারতা নৃপায়!

(মল্লরায়ের প্রবেশ।)

মল্ল। বিরূপাক্ষ রক্ষিবেন নৃপে অনুক্ষণ।

আন। মল্লরায়! কোথা হ'তে আসিছ এখন?

মল্ল। মহারাজ! আসিতেছি রণস্থল হ'তে!
যথায় যবন-কেতু গগনমণ্ডলে

উড়িতেছে আজি হায় অবসন্নপ্রায় !
মোদের সামন্ত সৈন্য সকল যথায়
রণক্লান্তি বারিতেছে হর্ষে বিধিমতে !
যবন-নৃপতি ল'য়ে নবসেনাদল
আক্রমিয়াছিলা পুনঃ শ্রান্ত হিন্দুগণে !
হায়রে এ রণে—কম্পে দেহ অনর্গল
বলিতে সে ভীমকথা ; না আসে বদনে—
মহামাত্র রাজবীর বিশ্বাসঘাতক,
সহায়তা ক'রেছিলা যবন নিকরে ;
তথাপিও সে সাহায্য ছিল নিরর্থক !
তথাপিও কর্ণবীর—সজ্জিত সমরে,
যবনে প্রতিবাধিলা—বীরত্ব অশেষ !
তরবারে তরবার শিরে সৈন্য-অবতার
অস্ত্রে অস্ত্রে ভীমাকার রণ নির্ব্বিশেষ !
মহারাজ !
সে রণে মোদের জয় হইয়াছে শেষ !

আন । মহাসুখ উপজিল শুনিয়া বিশেষ ।

মল্ল । মহারাজ ! পর্য্যুদস্ত-যবন-নৃপতি
প্রস্তাবিলা সন্ধি-সূত্রে সম্বন্ধ বাঁধিতে !
কিন্তু,
মোর মতে, হে নৃপতে, সেই পাপমতি
যতদিন সৈনিকের সম্মান রাখিতে
নাহি দিবে রত্নরাজী—প্রায়শ্চিত্তপ্রায়—
স্বাক্ষরিতে সন্ধিপত্রে মোদের কি দায় ?

আন। যাও তবে মল্লরায় রাজ-সন্নিধানে!
কি জানি, পাছে বা পুনঃ রাজদ্রোহী হয়।
বল তারে;—উঠি ত্বরা অন্তিম-বিমানে
যাইবে সে পুরে—দুঃখ হইবে বিলয়!
আর সেই কর্ণবীরে সম্ভাষি সম্মানে
ব'ল;—'মহামাত্র তুমি নৃপতি-আহ্বানে!'

মল্ল। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

আন। যেই পদ, রাজবীর—বিদ্রোহীর শির—
হারায়েছে, পাবে তাহা বীর কর্ণবীর!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ক্ষুদ্রচারাযুক্ত মাঠ।

(বজ্রপাত!—ভৈরবীত্রয়ের প্রবেশ।)

১ম ভৈর। কোথায় ছিলি বোন্?

২য় ভৈর। শোন্‌লো শোন্;—
চট্‌চটাচট্ এই চাপড়ে মাচ্ছিনু শোয়ার!

৩য় ভৈর। তুই তবে বোন্ কি ক'চ্ছিলি কার?—

১ম ভৈর। মাজীর মাগে কোঁচড় ক'রে গুবাক নিয়ে ভাই,
গাল্‌টা ভোরে মচ্‌মচিয়ে চিবোচ্ছিলো; তাই

ব'ন্নু তারে ;—দে আমারে গোটাকতক খাই,
মাগী ব'ল্লে কিনা ;—'যা মাগী যা,
গুবাক আমার নাই।'
মাগীর ভাতার গেছে বিদেশবাগে বাগে চ'ড়ে বোন
কিন্তু, আমি দেখ্‌বো তারে ; আমারও এই পণ ;—
—লাঙ্গুল কাটা ইঁদুর যেমন—তিন সত্য মোর ;
চালনী কোরে যাব সেথায়,—ভাঙ্গবো তেজের দোর

২য় ভৈর। আমার ঘোর বাতাসে যাবি ভেসে!
১ম ভৈর। বল্লি ভাল হেসে হেসে!
৩য় ভৈর। বইবে হাওয়া একটী আমার!
১ম ভৈর। ক'রবো নিজে,—বাকি যা আর।

যে দিক্‌ পানে বয়লো হাওয়া ;
যেথায় আছে মাজীর যাওয়া ;
দেখিস্‌ যাব সে সব দিকে!
শুক্‌নো খড়ের মতন তাকে
ক'রবো রোগা,—ছাড়্‌বো তবে!
দিনে রাতে ঘুম না হবে।
(এই) বোজা চোখের পাতায় পাতায়
ঝুল্‌বো আমি,—দেখিস্‌ সেথায়!
শাঁপগুপস্ত মানুষ যেমন,
মাজীর দশা হবে তেমন!
সাত রাত্তির গেলে পর,
(তার) শরীর হবে শুক্‌নো খড়!
কাঁদ্‌বে তখন—বাঁধবে মজা!

তখন হবে উচিত সাজা!
(কিন্তু) জাহাজখানা নষ্ট ক'র্ব্বো না।
(তবুও) ঝড়ের বলে, (তায়) জিনিস থাক্‌বে না!
আমার কাছে একটী আছে বড় মজার ধন।

২য় ভৈর। দেখানা বোন্।

১ম ভৈর। একটা মাঝী যাবার সময় জাহাজ ভেঙ্গে যায়,
হাবুডুবু—জলের মাঝে, মাঝী প্রাণ হারায়।
এই দ্যাখ্ তার বুড়ো আঙ্গুল, পেলুম আমি তায়।

(নেপথ্যে বাদ্য)

৩য় ভৈর। বাজ্‌লো ভেরী—বাজ্‌লো ভেরী!
আস্‌ছে কর্ণ অস্ত্রধারী!

সক। ভেল্কি জানি—ক'রবো জারি!
জায়গা জলে ছুট্‌তে পারি।
তোর তিনবার, মোর তিনবার,
ওর তিনবার আর!
আয়লো নাচি তিন জনেতে।—
তিন ত্রিক্কে নয়!
ভেল্কি ভাঙ্গি, ভেল্কি ভাঙ্গি।—
এখন এসব নয়।

(কর্ণবীর ও বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।)

কর্ণ। ঘোর কুহেলিকা—কিন্তু বিমান-বিদেশে
জলদের রেখামাত্র নাহি দরশন।

বিজ। আসিলাম এবে মোরা এ কোন্ প্রদেশে ?
ওকি! ওকি! বন্যবেশ! ভয়-নিকেতন
ভৈরবী, পিশাচী, কিম্বা দানবী, ডাকিনী ?
কে তোমরা ?—মর্ত্ত্যধামে করহ বসতি ?
উত্তর কি মানবের জিজ্ঞাসিত-বাণী ?
কে তোমরা ?—দীর্ঘাঙ্গুলী চর্ম্মোষ্ঠের প্রতি
নিবেশিয়া, এ বিজনে দাঁড়ায়ে কজন!
রমণী! রমণী! ওকি ?—শ্মশ্রু বিলম্বিত।
কে তোমরা ?—কহ ত্বরা আমারে নিশ্চিত।

কর্ণ। কে তোমরা ?—পার যদি বলহ ত্বরিত।

১ম ভৈর। কর্ণবীর! মন্ত্রিপদে তুমি নিয়োজিত।

২য়। হে অমাত্য! মহামাত্র-পদে প্রতিষ্ঠিত।

৩য়। মহামাত্র! সিংহাসন হবে অধিকৃত।

বিজ। কর্ণবীর! কেন তুমি হও চমকিত ?
কেন বা ভীতের ন্যায় চাহিছ সঘন
ভীষণ-আকৃতি প্রতি ?—যাহারা বর্ত্তিত
করিল ভবিষ্য এই তিনটী বচন ?
কিন্তু হে রমণীগণ! সত্য কি বচন ?
কিম্বা ছলনার কথা—না বুঝি অন্তরে।
কর্ণবীর, ধীর কর তব ব্যগ্র মন—
হৃদয়ে ভরসা ধর ;—কিছু দিন পরে,
উচ্চপদ—শুধু নহে অবস্থা উন্নীত—
রাজ-সিংহাসনে তুমি হবে অধিষ্ঠিত।
কিন্তু ওহে ভীমাকারা, পার কি বলিতে

ভবিষ্য-অদৃষ্টোপরে কি মম লিখিত ?
কালবীজে কোন্ শস্য জনমিবে ইথে ?
পার যদি, বল মোরে, সন্তোষ ত্বরিত।
ঘৃণারে করিনা ভয়, অনুগ্রহ নাহি চায়,
দানবরূপিণী বামা, এ চঞ্চল-চিত!

১ম ভৈর। যদিও বিজয়, তুমি, কর্ণবীরাধীন ;
তথাপিও মহত্তর, সৈনিক প্রবীণ!

২য় ভৈর। যদ্যপিও নহ সুখী কর্ণবীরপ্রায় ;
সুখী সমধিক কিন্তু,—সন্দেহ কি তায় ?

৩য় ভৈর। যদিও নৃপতি নিজে না হবে বিজয় ;
তব বংশ রাজবংশ হইবে নিশ্চয়!

কর্ণ। ভীমরূপী বামাগণ, যেওনা—যেওনা!
অস্পষ্ট ভবিষ্যবাণী, ব্যাকুল করিল প্রাণী,
বিস্তারি, নিবার মম হৃদয়-যাতনা!
জানি আমি, শক্তিরায়, মৃত্যুমুখে ঢাকি কায়,
আমারে অমাত্যপদ দিয়াছে নিশ্চিত।
কিন্তু হে রমণীগণ, মহামাত্র মহজ্জন
শ্রীরাজসংসারে আছে এখনো জীবিত!
কিরূপে সে পদে তবে হব নিয়োজিত ?
আধিপত্য,—রাজাসন, হবে কি আমার ধন ?
অবিশ্বাস! উচ্চ-আশ! অরণ্য-রোদন!
মহামাত্র-পদ,—তাও সন্দেহ-বন্ধন।
দানবরূপিণী ধনী, কেমনে ভবিষ্য-বাণী-
কেমনে জানিলে ?—বল—বিশেষ বচন!

এ বিজনে বন্যবেশে, কেন বা ভবিষ্য-ভাষে
তুষিলে ?—উত্তর, বল, আদেশি যেমন !

[ভৈরবীগণের অন্তর্দ্ধান।

বিজ। জলবিম্ব লয় যথা মুহূর্ত্ত মাঝার ;
ধরাবিম্ব বুঝি তারা, ক্ষণেকে হইল হারা !
ধরায় মিশায়ে গেল ;—নাহি হেরি আর !

কর্ণ। ভীমাকারা ছিল তারা ? নানা, ভ্রম,—কায়াহারা !
বাতাসে নিশ্বাসপ্রায় মিশিল নিশ্চয় !
কায়াময়ী—কায়াময়ী ছিল কি বিজয় ?

বিজ। কায়াময়ী ?—ভীমাকারা—বিষম সংশয় !
অথবা অটবি-ফল,—পরিপূর্ণ হলাহল—
করিনু অশন মোরা—না জানি নিশ্চয় !
তা না হ'লে আঁখি কেন এত ভ্রমময় ?

কর্ণ। বিজয় ! নন্দন তব হবে নরপতি।

বিজ। সেনাপতি ! নিজে তুমি হবে অধিপতি !

কর্ণ। শুধু নহে উচ্চগতি ! মহামাত্র ! অধিপতি !
এই কি ভবিষ্য-বাণী শুনিলে বিজয় ?

বিজ। এই স্বর—এই বাণী শুনেছি নিশ্চয় !
কে ওই আসিছে দ্রুত—উৎসুক হৃদয় ?

(মল্লরায় ও নয়নপালের প্রবেশ।)

মল্ল। মহামতি সেনাপতি !
'তব বলে হিন্দুদল আজি বলবান।
তব বলে ম্লেচ্ছগণ আজি লঘীয়ান্ !'

এই শুভ-সমাচার, নৃপতি শ্রবণ-দ্বার
ভেদিয়া পশিল যবে, আনন্দে তখন,
—কি বলিব—তাঁর হৃদি ছিল যে কেমন!
অসম সাহসে রুষি, শত্রুব্যূহ মধ্যে পশি,
যে কার্য্য, হে আর্য্য, তুমি ক'রেছ সাধন;
তার দীর্ঘ বিবরণ, শুনিয়া তাঁহার মন
কেমন যে উত্তেজিত!—কি বলিব তার?
তব খ্যাতি বর্ণিবারে, ইচ্ছা জাগায়েছে তাঁরে,
আবার বিস্ময় তাঁর বিষম প্রবল;
—কাজেই নির্ব্বাক্ তাঁরে ক'রেছে কেবল।
তব ও উলঙ্গ অসি, নাশি ম্লেচ্ছ রাশি রাশি,
আজি যে বিষম কার্য্য ক'রেছে সাধন;
তাহে হৃদিতন্ত্রী তাঁর,—"শুধু তব তরবার,
যবনের মহারণে সুদৃঢ় নিশ্চয়।—"
গাহিয়াছে এই গান—সুতান-নিলয়।
প্রত্যাগত দূতগণ, তব খ্যাতি নিবেদন
করিছে নৃপতি-পায় মধুর বচন;—
তব অসি রাজ্য-রক্ষা ক'রেছে সাধন।

নয়। সেনাপতি মহাশয়!
আদেশিলা মহারাজ মোদের দুজনে
তব প্রতি ধন্যবাদ করিতে প্রদান;
লইয়া যাইতে তোমা তাঁহার সদনে।
হেরিতে ব্যাকুল তাঁর হৃদি মনঃ প্রাণ।

নল্ল। হে আর্য্য! সম্মান—তব আদরের ধন—

মহামাত্র-পদলাভ,—নৃমণি-সম্ভাষে।
যে পদে শোভিতে তোমা, মধুর-বচন
প্রয়োগিতে, আসিলাম অধিপ-আদেশে।

দ্বিজ। (স্বগত) একি একি! একি শুনি! তবে কি ডাকিনী-বা
প্রকৃত?—তবে কি তারা সত্য কথা কয়?

কর্ণ। মহামাত্র বর্ত্তমান।—কেমনে সে পদ
হইবে আমার, মল্ল?—বিষম সংশয়।
অন্য-নর-পরিহিত-সুশ্রী-পরিচ্ছদ
কি বলি হইবে মম?—বল মল্লরায়।

নয়। এখনও মহামাত্র জীবিত ধরায়।
কিন্তু বিচারের ভার, কাঁপায়েছে প্রাণ তার;
অচিরে প্রেরিত হবে শমন-সদন।
জানিনা,—বিপক্ষদলে, সাহায্যিয়া গুপ্তবলে
স্বদেশ-বিনাশে তার ছিলহ যতন।
বিশ্বাসঘাতক পাপী দেশ-বিড়ম্বন।
প্রমাণে জীবন তার, ত্যজি মর্ত্ত্য-লোকদ্বার,
অন্যলোকে অবিলম্বে করিবে গমন।

কর্ণ। (স্বগত) মন্ত্রি, মহামাত্র-পদ, হ'ল মম পরিচ্ছদ—
সিংহাসন ভবিষ্যৎ-গহ্বরে নিহিত!

(মল্ল ও নয়নপালের প্রতি)

ধন্য মল্ল, ধন্য তুমি হে নয়নপাল,
ঘোরতর-রণ-পরে, শুভবার্ত্তা শুনাবারে
আবার কতই ক্লেশ ভুঞ্জিলে জঞ্জাল।

কর্ণবীর।

(বিজয়ের প্রতি)

হে বিজয়!
তোমার সন্তানগণ, পাবে রাজ-সিংহাসন;
এ আশে হৃদয় তব নহে নিমগন?
সেই এ বিজন দেশে, যাহারা ভবিষ্য-ভাষে
তুমি, মহামাত্রপদ দিয়াছে আমায়;
সেই তারা—সেই স্বরে, তোমার সন্তান-তরে
দিয়াছে তোমার করে সাম্রাজ্য-ভূষায়।

বিজ। সেনাপতি!
বিশ্বাসবন্ধনে বাঁধ হৃদয় তোমার!
আশা—আশা উদ্দীপিত থাকুক নিয়ত!
ভবিষ্যতে এই আশা—সুখ-পারাবার—
হয়ত করিবে তব শিরঃ সুশোভিত
রাজোষ্ণীষে;—কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য বিষয়।
ভীষণা রাক্ষসীদলে, অর্দ্ধাংশ যথার্থ ব'লে,
সামান্য লাভের পথে করি বিমোহিত,
হয়ত, করিবে শেষে, হায়, সর্ব্বক্ষয়!

কর্ণ। (স্বগত) রাজ্যের উন্নতপদে উন্নমিত আজ!
কতদিনে সর্ব্বোন্নত পদ হবে হস্তগত?
কতদিনে—কতদিনে হব মহারাজ?
অলৌকিক ভাবিবাণী, কাঁপাল আমার প্রাণী,
ইষ্ট, কি অনিষ্ট-মূল নহে এ নিশ্চয়!
অনিষ্ট-জননী যদি, তবে কেন হায়,
তবে কেন এ জনায়, রাজ্যলাভ-ব্যগ্রতায়

করিল উন্মত্ত—বলি ভাবী, সত্যপ্রায় ?
আবার—আবার যদি বিপরীত তার ;
তবে কেন, তবে কেন সেই ভীমাকার
হেরিয়া নয়ন-তলে, মম শিরঃ-কেশ-দলে
কণ্টকিত হ'য়েছিল—স্বভাব-বিরোধে ?
ভয় কাঁপাইল কেন মম বীর-হৃদে ?
প্রকৃত বিপদ, জানি, নরে প্রিয়তর !
ভাবিবাক্য বিষময়—অতি ভয়ঙ্কর।
নরহত্যা —না, না,—তাহা কল্পনার রথ !
চিন্তা, যুক্তি—গুর্ব্বী তারা, আমারে করিল সারা ;
পাপে কলঙ্কিত হবে মম ধর্ম্মপথ ?
তা নহে ;—সেই সে মন্ত্র জপিব নিয়ত !

বিজ। কি আশ্চর্য্য ! মহামাত্র মহাচিন্তারত !

কর্ণ। (স্বগত) জানি না, কি আছে লেখা কপালে আমার !
কিন্তু মম ভাগ্যবলে, যদি রাজ্যপদ ফলে,
ফ'লিবে দুদিন পরে,—কি ভাবনা তার ?
কেন কুচিন্তার স্রোতে ভাসি অনিবার ?

বিজ। সম্মানে সৈনিক, আজি অতি সুশোভিত !
এই শোভা মনোলোভা আয়ুর গতিতে
দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে হইবে বর্দ্ধিত।

কর্ণ। (স্বগত) ঘটুক—যা আছে মম অদৃষ্টে ঘটিতে।
দুঃসময়ে—জীবনের ভয়ঙ্কর দিন—
এক, দুই, তিন, চারি,—মুহূর্ত্তেক শত
কালের অনন্তস্রোতে ক্রমে হয় লীন !

বিজ। সেনাপতি!

বহুকাল, এ বিজনে, ধ্বংস হ'ল চিন্তারণে ;

কি বিলম্ব?—অবলম্বি শিবিরের পথ!

কর্ণ। বিজয়! বিজয়! মোরে দাও তব জ্ঞান।

নিশ্চল-মস্তিষ্ক মম এবে ভ্রমময়!

বিষম-ভাবনা! ভ্রান্ত-বিষয়-সন্ধান!

কেন হেথা?—চল সবে, বিলম্ব না সয়।

হে মল্ল, নয়নপাল, ভুঞ্জি ক্লেশ বহুকাল

এখনো দাঁড়ায়ে হেথা শুধু মম তরে।

রাখিব স্মরণে আমি ইহা চিরতরে!

চল এবে, চল সবে, বাজাইয়া জয়রবে,

নৃমণি-সমীপে;—ব্যাজে কিবা প্রয়োজন?

হে বিজয়, এ বিজনে, ভাবিবাক্য-আলাপনে

অবকাশে যথার্থতা জানিব দুজন।

এস—হর্ষে উভে করি কথোপকথন।

বিজ। মহাসুখ উপজিল অন্তরে আমার।

কর্ণ। এস, এস বন্ধুগণ—বিলম্ব না আর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

বাদ্য। আনন্দসিংহ, দেবীসিংহ, কেশরিসিংহ,
শক্তিধর ও অনুচরগণের প্রবেশ।

আন। এখনো কি মহামাত্র অধম জীবন
ত্যজে নাই উদ্বন্ধনে? এখনো জল্লাদগণে
আসে নাই মহাকার্য্য করি সমাপন?

দেবী। পিতঃ!
এখনো জল্লাদগণ নহে প্রত্যাগত!
কিন্তু জনেকের সনে, জানিলাম আলাপনে,
প্রাণ তার শমনের করতল-গত!
শুনিলাম সেইজন, মরণের পূর্ব্বক্ষণ
ক'রেছে স্বীকার তার অত্যাচার যত!
আবার শমন-হাতে, পরিত্রাণ পাইবাতে
নৃপতি-করুণা-ভিক্ষা ক'রেছিল কত!
সে আশায় জলাঞ্জলি, দিয়া, ভেদী বক্ষস্থলী,
ক'রেছিল পাপ-তাপ-স্রোত প্রবাহিত!
তার সে চরমকা[illegible] ছেদিয়া শরীর-জালে
উড়ান জীবন-পাখী ছিল প্রিয়ব্রত!
কিরূপে শমনালয়, পরাণে পাঠাতে হয়,
এ বিষয়ে শিক্ষালাভ ছিলহ নিশ্চিত!

তা না হ'লে প্রিয়তম, তুচ্ছ-বস্তু-গুচ্ছসম
জীবনে ত্যজিয়া শির করিল উন্নত!
আন। মনুজ-হৃদয় হায় কত সন্ধিময়;
বদনে হেরিয়া তাহা না হয় নিশ্চয়!
প্রগাঢ় বিশ্বাসে মম বাঁধিয়া হৃদয়,
শ্রেষ্ঠতম পদ যারে, সমর্পিনু সমাদরে,
এই কি তাহার কার্য্য—কুপ্রবৃত্তিময়?

(কর্ণবীর, বিজয়চন্দ্র, মল্লরায় ও
নয়নপালের প্রবেশ।)

প্রিয়তম সেনাপতি!
যে কার্য্য তোমার করে হ'য়েছে সাধন;
ঘোর অকৃতজ্ঞ আমি,—তা না হ'লে হায়,
তার খ্যাতি বর্ণিবারে অক্ষম এমন;
পুরস্কার—ভগ্নপদ-মনুজের প্রায়—
তব পাশে যাইবারে পরমাদ গণে!
অল্প উপকার যদি হইত সাধিত;
হে কর্ণ, প্রশংসা আর পুরস্কার-দানে
হইত আমার চিত্ত অতি আনন্দিত!
তোমার এ কার্য্য, বৎস, দেবকার্য্যাতীত!
এইমাত্র বলিবারে পারে মম মন;—
সুপ্রশংসা, পুরস্কার, হায়রে অতীব ছার;
তব কার্য্যসনে তুল্য নহে কদাচন!

কর্ণ। মহারাজ!
যেই রাজকার্য্য আমি ক'রেছি সাধন;
সেই মম পুরস্কার—অধিক কি আর?
সাধিতে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম—মম নিবেদন—
ভৃত্যের কি আছে, প্রভো, অন্য ব্যবহার?
রাজন্! তোমার আর সন্তান সবার
মঙ্গল করিতে যদি পারে এই দাস;
ধন্য বলি গণ্য হব সাম্রাজ্য-মাঝার!
তব ভালবাসা আর সম্মানের পাশ,
যদিও হৃদয়ে মোর বাঁধিতে অক্ষম;
তথাপি সাধিব—যাহা ক্ষমতায় মম।

আন। এস বৎস! আলিঙ্গন করি তোমা ধনে!
কৃষি যথা সযতনে উর্ব্বর-ভূমিতে
বপন করিয়া শস্য বৃদ্ধির কারণে,
কত কষ্টে চেষ্টা করে আশা সফলিতে;
হে কর্ণ! আমিও তব সম্মান বর্দ্ধিতে,
করিব প্রয়াস সদা মনে নিরন্তর!
বিজয়! তুমিও রাজকার্য্য সমাধিতে
কথনো বিমুখ কিম্বা নহ অন্যতর;
আলিঙ্গি জুড়াই মম আনন্দ-অন্তর!

বিজ। যদি তব দয়াগুণে পাই উচ্চাসন,
সে সম্মান, সে বর্দ্ধন, রাজন্, তোমার ধন,
কৃষি যথা শস্যে ধনী করিয়া বপন।

আন। এতই আনন্দে মম চিত্ত নিমগন;

দেখ, মম নেত্রধারায়, অশ্রুবিন্দু তরে ঝরে ;

অন্তরে উছলে যায় হর্ষ-প্রবাহন !

অমাত্য, আত্মীয়গণ, একটী বাসনা মম

উথলিল আজি এই আনন্দের সনে ;—

বার্দ্ধক্য বিষম অতি, তাই জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতি

সমর্পিব রাজ্যভার ; চিন্তিলাম মনে !

রাজ্যে করি প্রতিষ্ঠান, যে মান করিব দান,

সভ্যগণ, সে সম্মান শুধু নহে তাঁর !

—শূন্যে তারা যথা কর করয়ে বিস্তার,

মম পুত্র অবিরত, —হবে তার চিরব্রত—

সন্তোষিবে সভ্যগণে করি সম্ভাষণ !

(ক্ষণপরে)

প্রিয়পাত্র কর্ণবীর, অন্তরে করিনু স্থির ;—

বাসিব আবাসে তব সহ সভ্যগণ !

মহারাজ !

আজি তব এইদাস—কি বলিব আর—

কত আনন্দের স্রোতে ভাসিছ এক্ষণে

শুনিয়া কৃপালু-কথা—সুখ-পারাবার !

যাই তবে তীব্রগতি—অশ্ব-আরোহণে

হর্ম্ম্যে মম, শুনাইব এই সুখময়ী-

বারতা প্রিয়ারে মম আনন্দে ভাসিয়া ;

আনন্দে হবেন তিনি মহানন্দময়ী !

মহারাজ !

চাহিতেছি অনুমতি চরণে চাহিয়া !

আন। যাও কর্ণ—প্রিয়তম হৃদয়ের ধন!

কর্ণ। (স্বগত) দেবীসিংহ! তুমি! তুমি! নানা, ভ্রম মম!
সেই পদ সুখময়—আনন্দ-উদ্যান—
লভিতে, হয়ত, আমি হইব অক্ষম!
—না হয়, নিশ্চয় তাহে হবে অবস্থান!
তারারাজি! তোমাদের উজ্জ্বল-কিরণ
লুকাও পর্ব্বত-গর্ভে কিম্বা অস্তাচলে।
আলোদ্যুতি, ঘোর-কৃষ্ণ-অভিপ্রায়ে মম
যেন না পশিতে পারে কোনও কৌশলে,
কর-ক্রিয়া নেত্র যেন না দেখিতে পায়—
যে কার্য্য দেখিতে নেত্র চমকিত হয়,
ডুবুক চমক্ সেই সমুদ্র-তলায়!
মনে যা সেধেছি আমি, সাধিব নিশ্চয়!

[প্রস্থান।

আন। যথার্থ বিজয়, কর্ণ অসম সাহসী!
ইহাঁর সুখ্যাতি-গান, যতদিন প্রাণ—
যদিন থাকিবে ব্যোমে দিবাকর শশী—
গাব আমি—গাবে সবে দেখো অবিশ্রাম!
সভাগণ, চল এবে, আনন্দে মাতিয়া সবে;
মহামাত্র-হর্ম্ম্যমাঝে করিব বিশ্রাম!

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

কর্ণবীরের দুর্গস্থিত গৃহ।

মলিনা উপবিষ্টা—পত্রপাঠ।

মলিনা। যবনের যুদ্ধে জয়লাভ কোরে ফিরে আস্‌বার সময় তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছিলো, তাতে আমি তাদের মুখ থেকে কতক ভবিষ্যৎ কথা জান্‌তে পেরেছি। মানুষের চেয়ে তাদের বেশী জ্ঞান আছে। কতক কতব শুনে আমার আরও জান্‌বার ইচ্ছা হ'ল, প্রশ্ন কোত্তে গেলেম কিন্তু দেখ্‌লেম কি? যে তারা আর সেখানে নাই—যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে! আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেম—খানিক ক্ষণ পরে দেখি যে, দুজন রাজদূত আস্‌ছে; তারা আমায় বোল্লে,—রাজা আপনাকে মহামাত্র পদ দিয়েছেন। এর পূর্ব্বে মায়াবিনীরা আমাকে বোলেছিলো যে, 'তুমি প্রথমে মহামাত্র, পরে রাজা হবে। সুখের কথা প্রিয়জনকে আগে শুনাতে হয়, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর; তাই এই কয়টী কথা লিপিবদ্ধ কোরে তোমার নিকট পাঠালেম। তুমি, হয়ত, এ আনন্দ ভোগ কোত্তে ভুল্‌বে না! তোমার অন্তরে অন্তরে এই কয়টি কথা গেঁথে যাবে।—এখন বিদায়।

মলি। মন্ত্রি, মহামাত্র-পদ,—সুখী ভাগ্যবলে—
পাইলা হে প্রিয়তম,—হৃদয়-বিভব!

একদিন—যেই দিনে রাজছত্রতলে
রাজোষ্ণীষে সুশোভিত উত্তমাঙ্গ তব
করিবে কত যে সুখী হৃদয়ে আমার!—
একদিন আসিবেক—কিন্তু ভয় বাসি ;
ননীর পুতলী সম হৃদয় তোমার
—যে পথে র'য়েছে প্রভো সদুপায় রাশি,—
হবেনা সক্ষম তাহা অবলম্বিবারে!
আর্য্যপুত্র! হ'তে পার তুমি প্রজাপতি!
কিন্তু উচ্চ-আশা তব হৃদি-কারাগারে
যদ্যপি না বাঁধা থাকে!—ও তব নিয়তি
হাসিবে তোমারে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিতে!
ধর—ধর উচ্চ-আশা হৃদয়-আবাসে!
অমঙ্গল সেই আশে পারে কি করিতে?
পাইবারে উচ্চ-পদ বাঁধি পুণ্য-পাশে
নিয়ত মানস তব ; অধর্ম্ম প্রয়াস
কথনো তোমার হৃদে নাহি পায় স্থান!
কিন্তু, কিন্তু ওই শুন—করিওনা ত্রাস—
ওই শুন নৃ'-কিরীট করিছে আহ্বান ;—
"পাইতে মানস যদি রাজ-সিংহাসন ;
নিশ্চয় সে ব্রতে ব্রতী হও হে ত্বরিত!"
এস প্রভো, তব পাশে মম নিবেদন ;—
অবলম্ব সেই ব্রত জীবন সহিত ;
ভয় কিসে মর্ত্ত্যধামে কার্য্য সম্পাদিতে?
এস মম সন্নিধানে—শ্রবণ যুগলে

মম মন্ত্র উচ্চারিব সুযোগ্য করিতে!
রমণীর তেজোবীর্য্যময়-বাক্যবলে,
নিশ্চয় তোমার ভ্রম হবে সংশোধিত!
'ভাগ্য-দৈব-বলে তুমি হবে বলবান,
ভাগ্য রাজ-সিংহাসন করিবে প্রদান,'
—এ বাসনা মম বাক্যে হবে দূরীকৃত!

(দূতের প্রবেশ।)

রে সন্দেশবহ, বল্ কিবা সমাচার?
দূত। আজিকে রজনীকালে, রাজা নিজ সভ্যদলে
বাসিবেন এ আবাসে, অভিপ্রায় তাঁর।
মলি। কি বলিস্ দূত তুই পাগলের প্রায়?
কোথা তবে সেনাপতি?—আয়োজন তরে
আসিতেন পূর্ব্বক্ষণে নিশ্চয় হেথায়!
দূত। জননি!
যথার্থ আমার বাণী,—সেনানী সুমতি
পাঠাইলা অন্যদূতে সমাচার তরে;
নিশ্বাস-নিরুদ্ধ-দূত—দ্রুত অশ্বগতি—
মৃতপ্রায় নিবেদিল আসি রাজদ্বারে!
তেঁই সে সংবাদ আমি শুনি তার পাশে,
আসিলাম নিবেদিতে তোমার সকাশে!
মলি। বিশ্রাম লভিতে তারে করহ আদেশ!

[দূতের প্রস্থান।

এ সুখ-সংবাদে হৃষ্ট হল হৃদিদেশ!
ছিদ্রময় ভিত্তিতলে—অয়স-বর্ত্তুল
যথায় বীরের হস্তে হয় নিক্ষেপিত—
আনন্দের ভাগ্যপথ—বিপদের মূল—
বায়সের রবে হল বিদিত—শঙ্কিত!
এস বীর্য্যরাশি!—মর্ত্ত্য-চিন্তারে আমার,
করি বলবতী কর রমণীত্ব নাশ!
চরণ-নখাগ্র হ'তে শিরঃ-কেশধার
কাঁপুক নিষ্ঠুরতায়—নরক-নিবাস!
করুক রুধিরে ঘন সেই বীর্য্যরাশ!
সেই বীর্য্যে বদ্ধ হ'ক অনুতাপ-পথ!
স্বভাবের অনুশোচী দৃশ্য শত শত
যেন না মোহিতে পারে অভিপ্রায়ে মম;
অথবা অভিসন্ধিতে শান্তির উদয়,
কিম্বা ভঙ্গ নাহি হয় মনের নিয়ম!
এস—খুলিলাম মম রমণী-হৃদয়;
—সুধা হ'ক হলাহল—হত্যাকাণ্ডকারী
এস প্রতিনিধি এই হৃদয়ে আমার!
অদৃশ্য-শরীর তব ভূমণ্ডলচারী
অলক্ষ্যে স্বভাবানিষ্ট করে অনিবার!
এস—এস ঘোর নিশা—এসহ ত্বরিত!
নরকের অন্ধকার শরীরে তোমার
করুক—করুক ত্বরা আজি আচ্ছাদিত!
যেন না, ছুরিকা নিজে করিয়া সংহার,

ক্ষতস্থান নাহি পায় করিতে দর্শন ;
কিম্বা স্বর্গবাসিগণ ভেদি অন্ধকার,
না পায় দেখিতে যেন ব্যাপার বিষম !
না পারে বলিতে, যেন,—"করিল সংহার !"

(কর্ণবীরের প্রবেশ ।)

মন্ত্রী, মহামাত্র, মম হৃদয়ের ধন,
—ভবিষ্যে নৃ'পদ যাঁর হবে অধিকৃত—
এস সেই প্রিয়তম প্রাণসুশোভন !
তব লিপিপাঠে আমি কত আনন্দিত,
বলিয়া কি সাধ মম পারি মিটাইতে ?
সে আনন্দে—সে মুহূর্ত্তে মানস-নয়নে—
এখনো—এখনো আমি পাই যে দেখিতে ;—
ভাবিপথ পরিষ্কার তোমার কারণে !

কর্ণ। প্রেয়সি ! নৃমণি আজ নিশীথিনীতরে
বাসিবেন সভ্যসহ এ হর্ম্ম উপরে !

মলি। কখন্ কখন্ তিনি, লয়ে সভ্য অনীকিনী
করিবেন নিজ ধামে পুনশ্চ প্রস্থান ?

কর্ণ। প্রত্যূষে প্রস্থান-কার্য্য হবে সমাধান !

মলি। না—না—
কাল দিনমণি আর পূরব-অচলে
উদিবেনা—দেখাবেনা সে মূর্ত্তি তাঁহার !
সে প্রত্যূষ আসিবেনা পৃথিবীমণ্ডলে !

প্রিয়তম, কি ভাবিছ ?—বদনে তোমার
কি যেন র'য়েছে লেখা—ওই দেখা যায় !
অদ্ভুত ঘটনা যেন বিশদ-অক্ষরে
ওই লেখা রহিয়াছে উজ্জ্বল-ভাষায় !
এসময়ে একক্ষণ মিথ্যাকার্য্য তরে
করিওনা ক্ষয়—জানো এই সে সময় !
এ মুহূর্ত্তে সে মুহূর্ত্তে কি আছে ভিন্নতা ?
কর, আঁখি জিহ্বা তব—আনন্দ-নিলয়—
করুক আশ্রয় আজি রতনে একতা !
মানব-নয়নে হও কুসুম কোমল ;
অন্তরেতে কাকোদর—সুধা হলাহল !
আনন্দ নিশীথ তরে মোদের আবাসে
আনন্দে করিবে বাস তব আয়োজনে !
সে সঙ্গে একটী কার্য্য অতুল প্রয়াসে—
তোমারে করিতে হবে বিশেষ বিধানে !
সে বিধান অন্য নয়—নিয়ম আমার !
সে বিধানে সমাপিলে কার্য্য অভিমত,
ভবিষ্যতে সিংহাসন হবে অধিকার ;
চিরদিন—চিররাতি কিম্বা অবিরত
একছত্রা আধিপত্য থাকিবে তোমার—
সম্পদ—কর্ত্তৃত্ব—রাজ্য—যাহা কিছু আর !

কর্ণ। বলিব সময়ান্তরে যাহা বলিবার।

মলি। সকলি সুবিধাময় হের অনিবার।
আকৃতি-বিকৃতি আর মনশ্চিন্তাভার

শঙ্কার লক্ষণ সদা—জগতে প্রচার।
আমি বিধানিব সব—যাহা সাধিবার।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কর্ণবীরের দুর্গের সম্মুখভাগ।

আনন্দসিংহ, দেবীসিংহ, কেশরিসিংহ, বিজয়চন্দ্র
ও অন্যান্য সভ্যগণের প্রবেশ।

আন। এই যে শোভিছে দুর্গ আঁখি-বিনোদন,
আজিতরে আমাদের সুখদ-আশ্রয়;
সুরভি-কুসুম-বাস হরি সমীরণ,
মৃদুমন্দ-সঞ্চালনে, সৌরভ-নিচয়
ছড়াইছে—বহিতেছে কত রঙ্গভরে;
সে রঙ্গে জ্ঞানের অঙ্গে সৌরভ সঞ্চরে।

বিজ। নিদাঘের প্রিয়তম বিহগ-প্রধান
প্রাসাদ-পটলবাসী নন্দনের নীড়
যথায় সে পাখি-করে হয় সুনির্ম্মাণ,
মলয়ে সুসঞ্চালিত-স্বর্গীয়-সমীর
অবিরাম সেই স্থান করে আমোদিত।
সুঠাম-গঠিত-স্তম্ভ, সুদৃঢ়-আশ্রয়,
শিল্পকুশলতাময় কোণ সুশোভিত,

ধনিজনমনোলোভা কোমলতাময়
পশম অথবা কোন উচ্চ-আড়ম্বর
এ পাখী স্বনীড়ে নাহি করে ব্যবহার।
তথাপি কেমন তার নীড় মনোহর!
সুখের দোলায় যেন দোলে অনিবার!
নন্দন-বিহঙ্গ যথা স্থাপে তার বাস,
জানি আমি সবিশেষ—সেই সুখ-স্থানে
স্বর্গীয়-সৌরভস্নাত মলয়-বাতাস
সদা সঞ্চালিত হয় মৃদু সঞ্চালনে।

(মলিনার প্রবেশ।)

আন। হের—হের আতিথেয়া সম্মানশালিনী
জানি আমি ভালবাসা সুবন্ধনগত
—যাহারে আমরা করি মনো-আদরিণী—
কখনও ক্লেশে তাহা হয় পরিণত!
সেই ক্লেশ ক্লেশ নয়!—ভালবাসাময়
অন্তরে তাহারে ভাবি সুখের আলয়!
এতক্ষণে এই শিক্ষা শিখ মনে মনে
তুমি হে সৌভাগ্যবতি! শিখ, কি কারণে
ভুঞ্জিয়া ঈদৃশ ক্লেশ সম্ভাষণ তরে,
করিলে মোদের কত আজি পুরস্কৃত!
কত ধন্যবাদ দিলে অন্তরে অন্তরে!

মলি। যেই রাজকার্য্য মোরা ক'রেছি সাধন,
যদি তার চতুর্গুণ হ'ত সমাহিত;
মহারাজ তথাপিও মম নিবেদন—

যেই উচ্চ সুসম্মান—তব বিতরিত—
মোদের হৃদয়ে গাঁথা সুছাঁদ-গ্রন্থনে ;
তথাপিও সেই কার্য্য, সম্মানের পাশে
সামান্য—সামান্য বলি ভাবিতাম মনে !
আজি পুনঃ কি আনন্দ, মোদের আবাসে
নিজে মহারাজ সহ যত সভ্যগণ,
আসি উদারতা কিবা করিলা প্রকাশ !
পূর্ব্বতন-সুসম্মান, নব্য-উচ্চাসন
বিতরি প্রভো, যে, দয়া ক'রেছ বিকাশ,
তানময়ী-হৃদিবীণা তাহে অবিরাম
প্রাণভরে গাবে তব সুখ্যাতির গান।

আন। প্রিয়পাত্র মহামাত্র কোথায় এখন ?
শিবিরে আনন্দভরে আমার আদেশে
সদাগতি-গতি-অশ্বে করি আরোহণ,
আয়োজন-তরে তিনি আপন-আবাসে
আসিলেন সর্ব্বপূর্ব্বে—অখর্ব্ব-হৃদয় !
সুতীক্ষ্ণ-সূচিকা-সম ভালবাসা তাঁর
আকর্ষি আনিবে তাঁরে, জানিগো নিশ্চয়,
আমাদের পূর্ব্বক্ষণে ;—সন্দেহ অসার।
সুন্দরী সৌভাগ্যবতী অয়ি আতিথেয়ে,
অতিথি নিশীথতরে মোরা এ আলয়ে !

মলি। তব কর্ম্মচারিগণ, যত পরিজন,
পুত্রকন্যা, তাহাদের সম্পত্তি-সাগর
[illegible]

হেরে মগ,—বুঝে এই রমণী-অন্তর ;—
যা কিছু তাদের বলি গণ্য করা যায়,
সকলই আপনার—সন্দেহ কি তায় ?

আন। বড়ই সন্তুষ্ট আমি তব শিষ্টাচারে।
ভালবাসি কর্ণবীরে অন্তরে অন্তরে ;
সেই ভালবাসা—শুন, অয়িলো ললনে,
দিন যাবে—নিশি যাবে অস্ত-নিকেতনে—
ডুবিবেনা যত দিন থাকিবেক প্রাণ !
চল এবে হর্ম্ম্যে সবে হসিত-বয়ান।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বংশীর সুমধুর ধ্বনি।—উজ্জ্বল আলোকমালা।

একজন ভৃত্য ও খাদ্যপূর্ণপাত্রহস্তে কতিপয়
ব্রাহ্মণের প্রবেশ এবং সকলের রঙ্গমঞ্চ
অতিক্রমণ—শেষে কর্ণবীরের প্রবেশ।

কর্ণ। যখন সুখের পথে কণ্টক তুলিতে
হইতেছি অগ্রসর ; যদ্যপি আমায়
সেই কার্য্য—মহাকার্য্য, হয় সম্পাদিতে,
অযতনে কালক্ষেপে অন্তর-আশায়
কেন বা নির্জীব করি ?—নীরবে সত্বর

করিতে হইবে তবে ইহা সম্পাদন।
হত্যা যদি দণ্ডে তার খণ্ডিবারে পারে,
অবহেলে হস্তগত হবে সিংহাসন।
জীবনের পরিবৃত কাল-রঙ্গভূমে
অলঙ্কার সেই এই উদ্যম রতন ;
জীবনের পরিবৃত কাল-রঙ্গভূমে
ভস্মভার সেই এই উদ্যম রতন !
এ জীবনে সুখশান্তি-বর্দ্ধন-ইচ্ছায়,
এ জীবনে নিষ্কণ্টক করিবার তরে,
—শিক্ষাকক্ষস্থিত শিষ্ট বালকের প্রায়—
চেষ্টা করি অনুক্ষণ অন্তরে অন্তরে।
কিন্তু,
যে কার্য্য করিতে পদ অগ্রসর হয়,
এখন' বিচার তার আবশ্যক করে,
উচিত কি অনুচিত জানিতে নিশ্চয়।
জানি মোরা সাঁতারিতে রুধির-সাগরে,
শিখিয়াছি তরবারে ক্রীড়া করিবারে ;
সেই শিক্ষা একজনে জীবনে বধিতে
অনায়াসে সমুদ্যত নিদ্রাক্রীড়াগারে।
পক্ষপাতশূন্য-ন্যায় বিচার-ইঙ্গিতে
এই মহাশিক্ষা দেয় আমায় এখন ;—
পরের আহার্য্যাসনে যেই হলাহল
অনায়াসে অবহেলে করি বিতরণ—
নিজের বদনে তাহা—সে দত্ত গরল

প্রদান করিতে হয় অম্লান-অন্তরে !
বিশ্বাসের দুই অতি কঠিন-শৃঙ্খলে
বাঁধা তিনি আজিকার নিশীথিনীতরে ;
ভাবি আমি—ভাবি আমি তাই পলে পলে,
নৃপতির অতি প্রিয় পরম-আত্মীয়
প্রজা আমি—অপারগ কার্য্য সম্পাদিতে !
বিশেষতঃ আতিথেয়—কিরূপে স্বকীয়
কার্য্য করি নিষ্পাদন ?—শিহরি চিন্তিতে।
এ জগতে কেবা হেন অতিথির প্রতি
হইয়া বিরোধী তার প্রাণ নাশ করে ?
এ জগতে কেবা হেন উপেক্ষি নিয়তি
স্বকণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করে তীক্ষ্ণ তরবারে ?
আনন্দ স্বরাজ্যে—আহা আনন্দের ধাম—
—নিষ্পাপ নির্দ্দোষ মরি প্রজাকুলপ্রিয়—
নম্রভাবে আধিপত্য করে অবিরাম !
তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য-ভাণ্ডার স্বর্গীয়
হত্যাকাণ্ড-জাত মম পাপ-প্রতিকূলে
সিংহনাদে সমুদয় করিবে ঘোষণা ;
উন্মূলিত হবে মম সুতরু সমূলে !
দ্যুলোকবাসিনী প্রাণ-তোষিণী-করুণা
অদৃশ্য-সন্দেশবহ-পবনের রথে
আরোহিয়া, প্রত্যেকের মানস-নয়নে
হয়ত, প্রকাশি দিবে সব বিধিমতে !
মানবের খেদ আর সশোক-রোদনে

সজল হইয়া যাবে সমীর-শরীর!
নিষ্পাদিতে কার্য্য মম নাহি অভিপ্রায়,
—নাহি উত্তেজনা! শুধু আশা উচ্চ-শির
পবিত্র নির্ম্মল স্থানে লম্ফ দিতে হায়,
কদর্য্য পাপের পথে—কণ্টক-নিবাস—
পড়িতেছে—একি দেখি অযথা-প্রয়াস!

(মলিনার প্রবেশ।)

কি সংবাদ?—কহ প্রিয়ে মলিনে ত্বরিত!

মলি। ভোজনে নৃমণি আজি পরিতৃপ্ত অতি!
কিন্তু মনে পাই ভয়, ত্যজিয়া ভোজনালয়
কেনবা হেথায় তুমি আছ অবস্থিত?

কর্ণ। আদেশিলা নৃপতি কি কিছু মম প্রতি?

মলি। কি আশ্চর্য্য! দূতগণ এখন' হেথায়
আসিয়া বলেনি তোমা নৃমণি-বচন?

কর্ণ। মলিনে! মলিনে! শুন নিবেদি তোমায়;—
এই ভয়ঙ্কর-কার্য্যে,—বুঝে মম মন;—
কাজ নাই অগ্রসরি তিলেক আবার।
সম্প্রতি সম্মান-দানে নৃপতি আমায়
দিয়াছেন উচ্চাদর সাম্রাজ্য-মাঝার;
প্রিয়তমে, রাজ্যস্থিত প্রজা সমুদায়
আমার সুখ্যাতি-গান করে ঘরে ঘরে;
সাধিলে বাসনা, প্রিয়ে, নিশ্চয়—নিশ্চয়
আমার সুযশঃপ্রভা নিভিবে সত্বরে।

কাজ নাই দুঃসাহসে—হউক বিলয়।

মলি। একি কথা? মত্ত-আশা বিঘোরে তোমায়
মাতাইয়াছিল বুঝি আমার সকাশে?
পূর্ব্বে কি এ অভিপ্রায় মানস-নিদ্রায়
ছিল সুনিদ্রিত তব?—এবে হৃদিদেশে
জাগরিত—উন্মিলীত করিয়া নয়ন,
বুঝি দেখাইছে তোমা;—সেই সে যুকতি
নির্জীব বিষম? আজি হ'তে মম মন
বুঝিয়াছে—প্রেম তব কিবা মম প্রতি!
মানসে উদিত যাহা—কার্য্যে, পরাক্রমে
সাধিবারে সে বাসনা ভীত তব চিত?
জীবনের সহচর সার রত্ন-ধনে
লভিবারে মনঃ-পটে সুচিত্র-চিত্রিত;
কিন্তু কাপুরুষ-প্রায় পাইতেছ ভয়;—
'কাজ নাই দুঃসাহসে—হউক বিলয়!'

কর্ণ। প্রেয়সি! মিনতি করি, ত্যজ ও আশয়।
মনুষ্যের কার্য্য আমি পারি সম্পাদিতে;
অতিরিক্ত যেই জন করে সম্পাদন,
সে জনে মানুষ আমি পারিনা কহিতে।

মলি। তবে কেন অন্তরের নিহিত-বাসনা
প্রকাশ করিয়াছিলে আমার সকাশ?
কে তোমায় ব'লেছিল করিতে ঘোষণা?
এ কার্য্য সাধিতে তব হৃদয়ের পাশ
যবে দৃঢ় অভিপ্রায় ছিল সমুদিত,

ছিল পুরুষত্ব তবে। মনুষ্যে যা পারে,
ততোধিক কার্য্য যদি করহ সাধিত,
ততোধিক মনুষ্যত্ব তব হৃদিধারে
নিশ্চয় সঞ্চিত হবে ক্রম-স্তরে স্তরে।
কালাভাব স্থানাভাব বিধাতৃ-কৃপায়
মিটিয়াছে আজ—এবে ভাবহ অন্তরে ;—
কার অযোগ্যতা সেই দৃঢ় অভিপ্রায়ে
ভাঙ্গিবারে সমুদ্যত প্রতিজ্ঞা-ভঞ্জনে ?
শুন শেষ কথা মম—কি বলিব আর ?
যে তনয়ে ভালবাসি নিজ স্তনদানে,
যে তনয়ে ভালবাসি হাসি দেখি তার,
যদি প্রয়োজন হয়—পারি অনায়াসে—
অজ্ঞান শিশুর সেই সুমুখ হইতে—
স্তন ছাড়াইয়া আমি পারি অনায়াসে
স্বহস্তে আছাড়ি তারে বিনাশ করিতে।
যদি ভালবাসা থাকে—বিলম্বে কি কাজ ?
যাও—কার্য্য সম্পাদহ নিশীথিনী মাঝ।

কর্ণ। কিন্তু প্রিয়ে, যদি আশা না হয় সফলা।

মলি। মনো আশা,—মনো আশা হবে না সফলা!
সাহসে সুদৃঢ় কর হৃদয় তোমার,
নিষ্ফলা হবে না আশা,—জানিও নিশ্চয়!
নিশার কোমল-ক্রোড়ে করিয়া আধার
পথাতিক্রমণে শ্রম করিতে বিলয়,
আনন্দ হইবে আজি সুগাঢ়-নিদ্রিত ;

খাদ্যসনে বিষবৎ দ্রব্য বিমিশ্রণে
তাঁহার রক্ষকদ্বয়—জ্ঞান হারা চিত্ত—
কার্য্য ত্যজি মৃত প্রায় থাকিবে শয়নে!
তবে কেন তুমি আমি সেই সুসময়ে,
পারিব না সমাধিতে মনো-অভিপ্রায়?
কতক্ষণ সুপ্তোত্থিত সেই রক্ষিদ্বয়ে,
হত্যা-দোষ আরোপিতে?—বলহ আমায়।

কর্ণ। প্রিয়তমে!—তোমার সাহসে মম সুদৃঢ় এ মন!
রমণীর এ সাহস—বর্ণনা-অতীত—
পুরুষ-হৃদয়ে আমি হেরিনি কখন।
যে দুজন রক্ষী তথা থাকিবে নিদ্রিত,
তাদের ছুরিকা বলে কার্য্য সম্পাদিয়া,
সে দুই শরীরে যদি করি রক্তময়,
—প্রিয়তমে, শান্ত কর ইহা উত্তরিয়া—
জানিতে পারিবে সবে হত্যা তত্ত্বচয়?

মলিনা। রক্তাক্ত সৈনিকে হেরি কাহার হৃদয়
বলিবেক, অন্যে ইহা ক'রেছে সাধন?
বিশেষতঃ আমরাও উভে সে সময়
রোদনে বিহ্বল হব অন্যের মতন।

কর্ণ। প্রেয়সি! তোমার মন্ত্র করিনু গ্রহণ!
মনের ক্ষমতা এই ভীষণ ব্যাপারে
হ'ক অগ্রসর ত্বরা সব একাধারে।
সে দৃশ্যে সময় হ'ক আজি সুচিত্রিত;
বদনে ঢাকিব—যাহা অন্তরে নিহিত!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কর্ণবীরের প্রসাদ-অঙ্গন।

(বিজয়চন্দ্র ও আলোক হস্তে বিলাসচন্দ্রের প্রবেশ।)

বিজয়। অর্দ্ধ নিশীথিনী সুত, হ'য়েছে অতীত?

বিলাস। শুনি নাই ঘটিকার গভীর ঘোষণ;
কিন্তু পিতঃ, শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য-শোভিত
আকাশ, আঁধারে দেখি, ডুবেছে এখন।

বিজয়। দ্বাদশ ঘটিকা যবে; বিধির বিধানে
বিমান ত্যজিয়া বিধু লভয়ে বিরাম।

বিলাস। গতকল্য রাত্রি কিন্তু অস্তাচল ধামে।

বিজয়। বিলাস! ধরহ মম শাণিত কৃপাণ।
আকাশের তারারাজী—নিস্তেজ এখন—
বিধাতৃ-আদেশে কর বিতরি ভুবনে
একে একে গৃহমুখে করিছে গমন;
নিবিছে দেউটী যেন প্রমোদ-ভবনে!
মম কটিবন্ধ এই ধর ক্ষণতরে।
রে বিলাস! গুরুচিন্তা অন্তরে আমার
উদিয়া বজ্রানলে মোরে দগ্ধ করে;
নিশীথে নিদ্রিত সবে সংসার মাঝার;
কেবল আমার নিদ্রা কণ্টক সমান।

মম হৃদয়ের শক্তি ! ঘৃণার্হ চিন্তারে
দলিত করিয়া রাথ এ মম বিধান ।
আর যেন—আর যেন কভু সুনিদ্রারে
নাহি ভঙ্গ করে,—কিম্বা আসি স্বপ্নাবেশে
না যেন জ্বলায় আর মম হৃদিদেশে !

(কর্ণবীর ও মশাল হস্তে একজন ভৃত্যের প্রবেশ ।)

দাও অসি ! এ নিশীথে কে তুমি দাঁড়ায়ে ?

কর্ণ । জনেক বান্ধব তব আসিছে ধাইয়ে ।

বিজয় । মহামাত্র !
বিশ্রাম না লভি কেন বৃথা জাগরিত ?
মহারাজ সুনিদ্রিত সুখদ-শয়নে ;
কি আর বলিব আমি—কত আনন্দিত—
নরেশ ভোজনে তব আনন্দ-ভবনে !
রাশি রাশি পুরস্কার বাহকের করে
পাঠাইলা মহামোদে তব দুর্গধামে !
আর এই হীরাহার তব ভার্য্যা তরে
প্রদানিলা মম করে অতীব যতনে ।
এ হেন আমোদে কাল করিয়া যাপন
সন্তোষে—শয়নে নৃপ করিলা শয়ন ।

কর্ণ নরেশের আগমন-মহদভিপ্রায়,—
হঠাৎ শ্রবণে যবে পশিল আমার,
করিলাম আয়োজন কত ব্যস্ততায় ।

নাজানি, তাহাতে হায় অভাব অপার
নৃপপাশে অসন্তোষ করিল প্রদান!
পূর্ব্বে যদি জানিতাম শুভ-সমাচার,
চেষ্টিতাম স্থাপিবারে উত্তম-বিধান।

বিজয়। অত্যুত্তম আয়োজন—আশঙ্কা অসার।
বিগত রজনীকালে—বিঘোরে নিদ্রিত—
স্বপ্নাবেশে ভীমাত্রয়ে ক’রেছি দর্শন।
দেখিলাম তব ভাগ্য সত্য প্রসাদিত।

কর্ণ। চিন্তা নাহি করি আমি তাদের বিষয় ;
তত্রাপি আমরা উভে অবকাশ কালে
সে সম্বন্ধে সুসন্ধান করিব গ্রহণ ;
মম সঙ্গে সঙ্গী যদি হও অবহেলে।

বিজয়। তব সুখ অবসরে অবসর মম।

কর্ণ। মম সঙ্গে সঙ্গী যদি হও হে বিজয়,
যদ্যপি সফল হয়—সে ফল তোমায়
রীতিমত সুসম্মানে ভূষিবে নিশ্চয়।

বিজয়। সম্মান বর্দ্ধিতে মম দৃঢ় অভিপ্রায় ;
কিন্তু রাজভক্তি মম হৃদয়ের ধন।
ভক্তি রাখি রাজ-কার্য্য করি নিষ্পাদন
বর্দ্ধিবারে মান আমি চেষ্টিব নিয়ত।

কর্ণ। নিদ্রাবশে আঁখিযুগ বড়ই সংযত!

বিজয়। নিদ্রাঘোরে আমারও শিরঃ অবনত!
শয়নে লভিগে শ্রান্তি—এস প্রিয় সুত।

[বিজয় ও বিলাসচন্দ্রের প্রস্থান।

কর্ণ। রে কিঙ্কর! কহ গিয়া কর্ত্রীরে তোমার,
আমার আহার্য্য যেন হইলে প্রস্তুত,
ডাকিয়া লয়েন তিনি নিকটে তাঁহার।
আদেশি, শয়নে যাও হইতে শয়িত।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কর্ণ। একি একি! একি দেখি!! ছুরিকা ভীষণ!
সত্য কি ছুরিকা? ওকি? হস্তিদন্তজাত
দণ্ড মম অভিমুখে লম্বিত-বদন!
লই ওরে—মুষ্টি ওর প্রকৃত নিবাত!
একি এ!
ধরিবারে কর মম অক্ষম উহারে?
এখনো—এখনো কিন্তু যুগল নয়ন
ওই হেরিতেছে—ওই দেখি স্পষ্টাকারে!
রে ছুরিকে মায়াময়ী—এই প্রশ্ন মম;—
শুধু কি দর্শনে তুই হ'স সমুদিত?
স্পর্শনে পলাস্ কোথা—নাপাই নিশ্চয়।
অথবা আমার হৃদি আজি উত্তেজিত;
মিথ্যা সৃষ্টি—শূন্য মনে ও তোর উদয়!
ওই—এখনও তোরে হেরি এ নয়নে
মম ছুরিকার এই ভীষণ আকারে।
যে পথে যেতেছি আমি আজি দৃঢ় মনে,
সেই পথ দৃঢ়তম এবে তোর তরে;
রে ছুরিকে, সে দৃঢ়তা হৃদয় নিধান।

সত্য প্রসাদিত মম দৃষ্টেন্দ্রিয় জ্ঞান;
অথবা, না জানি হায় এ ভীম সময়ে
অন্য জ্ঞানচয়ে শক্তি আছে বিদ্যমান।
উন্মাদ-দর্শন-জ্ঞান হয়ত অসার!
এখনো ছুরিকে, তোরে হেরি খরশান
—শুধু খরশান নহে—একিরে আবার!
রক্তময়! দণ্ড, অস্ত্র সব রক্তময়!
কোথা হ'তে হ'ল এত রুধির সঞ্চার?
কোথায় বা হেন বস্তু—না দেখি উদয়,
যাহাতে বহিবে অস্ত্রে রুধিরের ধার?
না! না!
উত্তেজিত মনে মম রুধিরের ক্রিয়া—
কত ক্রীড়া করিতেছে—সংখ্যা নাহি তার।
তাইত নাচিছে মম দুর্ব্বার এ হিয়া!
এবে মৃতপ্রায় দেখি অর্দ্ধেক সংসার;
দুষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবেশে হইয়া উদিত
মানবে করিছে ক্লিষ্ট! কাল ভৈরবীর
মন্ত্রাদি ডাকিনী মুখে এবে উচ্চারিত।
হত্যাকারী তরবারি ধরি ধীরে ধীরে,
শার্দ্দূল-নিনাদ সম প্রহরি-তর্জ্জনে
সভয়ে কম্পিত পদে বিঘূর্ণিত-শিরে
সাবধানে যাইতেছে স্বকার্য্য-সাধনে।
দৃঢ়বক্ষা রে পৃথিবি! ক'রনা শ্রবণ

যে দিকে বাসনা করে করুক ভ্রমণ।
বসুমতি! তব প্রতি প্রস্তর এবার
আমার উন্মাদ-পদ-উন্মাদ-গতিতে
কম্পিত—শব্দিত হবে; তেঁই সে নিবারি
দিওনা চরণ-শব্দ শ্রবণে পশিতে।
অন্য কথা রে বসুধে! মম তরবারি
আজি যে বিষম কার্য্য করিবে সাধন;
নিস্তব্ধ থাকিও—যেন, রহে সে গোপন।
উষ্ণ-হৃদয়ের উষ্ণ-বাক্য-নির্গমনে
নিস্তেজ হইতে পারে হৃদি ক্রমে ক্রমে।

(ঘণ্টা বাদ্য।)

ঘটিকার ভীমারাব হইল ঘোষণ।
যাই এইবার,—কার্য্যে লভিগে বিজয়।
এ শব্দ আনন্দ তুমি ক'রনা শ্রবণ;
স্বর্গে বা নরকে যাবে এযাদ্যে নিশ্চয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—oo✻oo—

গৃহ।

(মলিনার প্রবেশ।)

মলিনা। যে পানীয় তাহাদের হরি বাহ্যজ্ঞান,

যে পানীয় নিস্তেজতা করিয়া প্রদান,
মৃতপ্রায় রাখিয়াছে ধরণী-মাঝার ;
সেই সে পানীয়পানে বিপুল সাহসে
এবে এ রমণী-হৃদি কত উত্তেজিত!
বাহিরায় অগ্নিতেজ মম দেহ-দেশে!
ওকি ও!
পেচক-কর্কশ-স্বরে দিক্ উন্মাদিত,
তবে বুঝি এই বার কার্য্য সমাপিতে
উদ্যুক্ত, উন্মুক্ত-হস্ত প্রাণেশ আমার!
উদ্ঘাটিত দ্বার ওই পাইযে দেখিতে!
প্রহরীর নাসাস্বরে কাঁপে চারিধার!
তাদের পানীয় সনে অতি সংগোপনে
মিশায়েছি যেই দ্রব্য ; মৃত কি জীবিত
তারা আছে এ সময়ে—মরণ জীবনে
বাধিবে বিষম গোল করিতে নিশ্চিত!

কর্ণবীর। (নেপথ্যে)—কে ওখানে?

মলিনা। বুঝি জাগরিত তাঁরা সর্ব্বনাশ হায়!
সর্ব্বনাশ!—এই কার্য্য নহে সমাহিত!
সুচেষ্টায়, হায়! হায়! মম অভিপ্রায়
অগাধ-জলধি-তলে হ'ল নিমর্জ্জিত ;
—শেষে সর্ব্ব ধ্বংস বুঝি হয় সংঘটিত!
তাদের ছুরিকা আমি অতি সাবধানে
রাখিয়া আসিনু সেথা ;—পতি মত্তচিত
হয়ত লন নি তাহা কি ভ্রমে কি মনে!

আমার জনক সম আনন্দ এখানে
শুইয়া শয়নে,—তাই, কি যেন কি হয়—
নহে আমি সাধিতাম শাণিত কৃপাণে !
—দেখিত পুরুষ মম রমণী-হৃদয় ।

(কর্ণবীরের প্রবেশ ।)

কি সংবাদ ?—বল ত্বরা স্বামিন্ আমার ।
কর্ণ । সে বিষম কার্য্য আমি ক'রেছি সাধন ।
শোননি কি শব্দ এক প্রেয়সি আমার ?
মলিনা । পেচক কর্কশ স্বন্—শ্রবে হুতাশন
ক'রেছি শ্রবণ আর কীটের কুস্বর ।
তুমি কি কহিয়াছিলে কিছু সে সময় ?
কর্ণ । কখন হইল তাহা শ্রবণগোচর ?
মলি । তব আসিবার পূর্ব্বে মম শ্রুতিদ্বয়
সে স্বর শুনিয়াছিল রমেশ আমার ।
কর্ণ । কার্য্যান্তে যখন আমি করিনু প্রয়াণ ?
মলি । তখনি সে স্বর মম শ্রবণে প্রচার ।
কর্ণ । প্রিয়ে, প্রিয়ে, স্থির হও কর অবধান ;
কে আছে শুইয়া বল দ্বিতীয় আবাসে ?
মলি । কনিষ্ঠ কেশরি সিংহ সে আবাসে বাসে ।
কর্ণ । (নিজ হস্ত দর্শনে)
প্রিয়তমে, এই দৃশ্য অতি ক্লেশময় ।
মলি । ক্লেশময় !—কি বলিছ অজ্ঞানের প্রায় !
কর্ণ । প্রেয়সি ! নৃপতিপ্রাণ করিতে সংক্ষয়,
করিনু প্রস্থান যবে সেথা দ্রুত পায়,

একজন উচ্চ হাস্য করিল তখন
নিদ্রাঘোরে; অন্য জন চীৎকার করিয়া
কহিল 'হনন'। যেন তাহারা দুজন
বসিল শয়নতলে সভয়ে জাগিয়া।
আমি দাঁড়াইনু তথা শুনিবার তরে—
বিষম ব্যাপার কিবা ঘটে সেই স্থানে।
শুনিনু, স্তবিয়া ঈশে পুনঃ শয্যাধারে
সম্ভাষিল নিদ্রাধনে জড়িত-নয়নে।

মলি। একত্রে তাহারা উভে আছে সে শয়নে?

কর্ণ। প্রিয়তমে, প্রিয়তমে মলিনে আমার
একজন মৃদুস্বনে কহিল তখন,—
'অমঙ্গল ঈশাশীষে হউক সংহার'
সঙ্গী উচ্চারিল;—'তাই হ'ক সংঘটন।'
হত্যাকারী আমি—নম ছুরিকার ক্রিয়া
গোপনে দেখিয়া যেন এহেন কহিল।
হায়রে সে কালে মম সন্তপ্ত এ হিয়া
প্রেমভরে পরমেশে ডাকিতে নারিল।

মলি। এ চিন্তায় ক্ষান্ত দাও কান্ত, বীরবর!

কর্ণ। কিন্তু প্রিয়ে, সে বিপদে—সে ভীম সময়ে
ঈশ্বরের নামে কেন এ জিহ্বা পামর
কম্পান্বিত—জড়ীভূত হইল সভয়ে?

মলি। কার্য্যান্তে সে সব চিন্তা অন্তর মাঝার
স্বামিন্ কখনো তুমি ক'রনা ধারণ।
উন্মত্ত হইব দোঁহে চিন্তিলে আবার!

কর্ণ । প্রিয়তমে, সে সময়ে উন্মত্ত শ্রবণ
শুনিল কাহার শব্দ—কে যেন কহিল ;—
জীবনের সার রত্ন যেই নিদ্রাধন,
শ্রমান্তে যে নিদ্রা মরি শান্তির আগার,
যেই নিদ্রা ক্ষত হৃদে ঔষধ উত্তম,
প্রকৃতির গতিপথে যেই নিদ্রা সার,
জীবনের শান্তিময়ী সুথ সে নিদ্রারে
আলিঙ্গিয়া সর্ব্বজন গাঢ় অচেতন ;
আর ঘুমাওনা আর এ নিশা মাঝারে
কর্ণবীর সুনিদ্রিতে ক'রেছে হনন ।

মলি । কি বলিছ ?—কিছু নাহি বুঝে মম মন ।

কর্ণ । তথনো তথনো প্রিয়ে কহিল কাঁদিয়া ;—
'আর ঘুমাওনা আর এ নিশা মাঝার'
প্রশান্ত প্রসাদ যেন উঠিল কাঁপিয়া ।
"সুগাঢ় নিদ্রিতে কর্ণ করিল সংহার ।'
সেই হেতু সেনাপতি, ঘুমাবেনা আর ।
ঘুমাবেনা কর্ণবীর সে হেতু এবার ।

মলি । যে ব'লেছে হেন বাক্য, কেবা সেই জন ?
ছি ছি নাথ, বীর তুমি, নিজ বীর্য্যবলে
কেন ধ্বংস কর বৃথা, চিন্তি ক্ষণে ক্ষণে
সে বিষয়ে, মত্তভাবে অন্তরের তলে ?
এস—ধৌত কর তব রক্তময় করে,
সামান্য সলিলে রক্ত হবে পরিষ্কার !
একি !

ছুরিকা এনেছ কেন ফিরায়ে এ ঘরে
না রাখি হনন স্থানে—একি অবিচার ?
যাও তথা পুনরায়—রাখি ছুরিকায়,
নৃপতির রক্ষিদ্বয়ে—এখনো নিদ্রিত—
রুধিরে রঞ্জিত করি এসহ হেথায়।

কর্ণ। প্রেয়সি ! সে স্থানে আর না যাব নিশ্চিত।
যেই কার্য্য আমি কাল ক'রেছি সাধন
চিন্তিতে শরীর মোর উঠে শিহরিয়া।
আবার দেখিতে সেই ঘটনা ভীষণ
যাবেনা চরণ মম—সরিবে না হিয়া।

মনি। দুর্ব্বল-হৃদয় !—ছি ছি, দাও ছুরিকায়,
আমি রেখে আসি দেখ নিশীথে সেথায় !
নিদ্রিত কি মৃত জন প্রতিমার প্রায়
ভাবে সবে—শুধু শিশু হেরি ভয় পায়।
তুমিও তাদের মত জনেক হেথায় !
হত নৃপতির উষ্ণ উদ্গীর্ণ রুধির
প্রছিয়া রক্ষীর মুখ করিব রঞ্জিত !
অবশ্যই দোষে তারা হবে নতশির।

[প্রস্থান।

(দ্বারে আঘাত।)

কর্ণ। কে করে আঘাত দ্বারে না জানি নিশ্চিত।
কেনই বা প্রতিশব্দ শ্রবণে পশিয়া
করে চমকিত মোরে ? একি [illegible]

এ কি! এ কি রক্তময়!—এ দৃশ্যে চাহিয়া
নয়নে যাতনা-নীর বহিবে নিশ্চয়।
সপ্ত সাগরের বারি এই রক্তরাশ
পারিবে কি ধুইবারে—এ ভুজযুগলে
আবার কি বাহিরিবে নির্ম্মল-আভাস?
না!
কখন না,—সাগরের স্বচ্ছনীলজলে
ভীষণ করের এই রুধির নিচয়
রক্তময়—রক্তময় করিবে নিশ্চয়।

(মলিনার পুনঃ প্রবেশ।)

মলি। সুগাঢ় রুধির দেখ মম বাহুদ্বয়ে;
কিন্তু ভাবি—ইহা মম লজ্জার বিষয়
বিতরিতে ভালবাসা দুর্ব্বল-হৃদয়ে!

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।)

দক্ষিণ-প্রবেশ-পথে ও শব্দ নিশ্চয়।
চলহ প্রস্থান করি নিজ শয্যাগারে।
সামান্য সলিলে উভ-করের রুধির
ধৌত হবে অনায়াসে!—তব দৃঢ়তারে
বর্জ্জিত করিয়া বৃথা কম্পিত-শরীর।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।)

ওই ঘন ঘন শব্দ হইছে আবার,
রাত্রি-পরিচ্ছদ তব কর পরিধান,
সামান্য ঘটনা হেরি হৃদয় মাঝার

চিন্তিব না—কিন্তু হব অতি সাবধান।
দুরন্ত চিন্তারে—এস করি দৃঢ় পণ
তাড়াইব—মাতাব না কভু যুগ মন।

কর্ণ। সে চিন্তা অন্তরে মম উদয় হইতে,
ভাল, অজ্ঞানতা যদি আচ্ছাদে এ মন।—

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।)

আবার আঘাত দ্বারে—আরাব ভীষণ।
হে রাজন্!
জাগ এ আরাবে;—হায় জাগিতে পারিতে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদাঙ্গণ।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত—দ্বারবানের প্রবেশ।)

দ্বারবান।—ওই ছাই কে দরজায় ঘা মারে! কেউ যদি ফটকের দরওয়ান হ'ল, তা হ'লে তার কাজই হ'চ্ছে কেবল দরজা খোলা। (দ্বারে আঘাত) হ্যাঁ—ঘা মার, ঘা মার, যত পার ঘা মার—কে হ্যা তুমি?—বলি গোবরসিং না চাষা মশায়? কম দিয়ে বেশী পাবার বড় ইচ্ছে! সময়ে এস; এখানে তোমার সাধের আশায় ফল ফ'লবে—গায়ের ঘাম মোছ্‌বার গাম্‌ছা জুট্‌বে! (দ্বারে আঘাত) ঘা মার, ঘা মার! কে

হ্যা তুমি? বলি সয়তান নাকি? না দোবাচী? বাপু, তুমি কম লোক নও! একদিকে দিচ্ছ গাল—একদিকে হ'চ্ছে স্তব! ঈশ্বরের প্রতি কত ভণ্ডামি ক'রেছ, তবু স্বর্গে যাওয়া ঘ'ট্‌ছে না! (দ্বারে আঘাত) ঘা মার, ঘা মার, খুব ঘা মার! বলি, কে হ্যা তুমি?—দর্জি নাকি?—মোজা যোগাড় ক'র্ত্তে হবে বুঝি? এস হে দর্জি, এখানে তোমার অন্ন জুটতে পারে! (দ্বারে আঘাত) ভাল জ্বালা,—সদাই ঘা! সদাই ঘা! একদণ্ড নিস্তার নাই। কারা তোমরা?—বাপরে বাপ! দরওয়ানগিরি নরক ভোগের চেয়েও অধম, আমি আর এই পাপ কাজ ক'র্‌বো না। যে উপায়ে চিরকাল সুখে থাক্‌তে পারা যায়, আমি সেই রকমে কাল কাটাতে বরাবর ভেবে আস্‌ছি,—(দ্বারে আঘাত) এই নাও বাপু, দরজা খুলে দিচ্ছি।

(দ্বারোদ্ঘাটন)

(সুধীসিংহ ও শক্তিধরের প্রবেশ।)

সুধী। প্রতিহারি! কেন এত বিলম্ব তোমার?
নিশির শেষাংশে বুঝি নিজ শয্যা'পরে
করিবারে শান্তিদূর পাইলা নিস্তার।

দ্বার। শয়নে লভিনু শান্তি তৃতীয় প্রহরে।

(কর্ণবীরের প্রবেশ।)

সুধী। হে দ্বারিন্! প্রভু তব এবে জাগরিত?
দ্বারের আঘাতে, দেখ, বান্ধব আমার,
নিদ্রাভঙ্গে মহামাত্র হেথা উপস্থিত।

শক্তি। হে উদার মহামাত্র! প্রাতর্নমস্কার।

কর্ণ। প্রতি-নমস্কার মম দোঁহাকার প্রতি।

সুধী। হে মহান্! রাজেন্দ্র কি জাগ্রত এখন?

কর্ণ। না,

এখনও জাগরিত নহেন নৃপতি।

সুধী। বিগত-ত্রিযামা-মাঝে অধিপ-রতন

আদেশিলা যথাকালে জাগাতে তাঁহায়।

প্রকৃত সময় কিন্তু হ'য়েছে অতীত।

কর্ণ। এস সুধি! মম সাথে, নৃপতি যথায়।

সুধী। মহামাত্র!

এই মহাক্লেশে তব হৃদয় ব্যথিত।

কর্ণ। স্নেহময় নৃমণির কার্য্য করিবারে,

ক্লেশে হৃদিদেশ হয় আনন্দ-মণ্ডিত।

এই সেই গৃহদ্বার।

সুধী। ডাকিগে তাঁহারে;

কি করি?—আদেশ হেন। সময় অতীত।

[প্রস্থান।

শক্তি। প্রত্যূষেই নরেশ কি এস্থান হইতে

করিবেন নিজ দুর্গে স্বদলে প্রস্থান?

কর্ণ। এ হেন বাসনা তাঁর নিবেশিত চিতে।

শক্তি। কাল ভীমা-ত্রিযামায় দুর্দ্দৈব-সন্ধান!

আলোক-বর্ত্তিকা মম ভীম প্রভঞ্জনে

নির্ব্বাপিত—স্থানচ্যুত, প্রলয়ে যেমন।

বিলাপের, মরণের মহাআর্ত্তস্বনে

শূন্য যেন দৈব-দ্বেষ করিল ঘোষণ।
রাজদ্রোহ—আর যেন সাম্রাজ্য মাঝার
বিষম ঘটনাচয়—ভবিষ্যৎবাণী
—অশনি-নিনাদ সম নিনাদ তাহার—
শুনাইল কাল মোরে ঘোরা নিশীথিনী!
কাল সম বিহঙ্গম পেচকের স্বরে
উন্মাদিত দশদিশ;—বিষ সুনিদ্রায়।
অনেকে কহিছে;—ধরা মহা তেজোভরে
আন্দোলিত হ'য়েছিল বিগত নিশায়।

কর্ণ। কাল রাত্রি ছিল বটে—কাল-রাত্রি প্রায়!

শক্তি। এ জগতে জনমিয়া যত দিন হ'তে
আমার স্মরণ-শক্তি আছে বিদ্যমান;
এ হেন ভীষণা নিশা মম নেত্রপথে
কখনও—কখনও করেনি প্রয়ান।

(সুধীসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

সুধী। ওহো!
সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হায়!
জিহ্বা নারে উচ্চারিতে—অন্তরে চিন্তিতে,
অন্তর যন্ত্রিত হয় বিষম ব্যথায়।

কর্ণ। }
শক্তি। } কি!
কি ঘটনা সংঘটিত?—বলহ ত্বরিতে।

সুধী। ভয়ঙ্করী-হত্যা হায়,—কি বলিব আর—

অনর্থ ক'রেছে আজ হরি পুণ্যাত্মারে!
জীবন-প্রদীপ—জ্যোতিঃ সুবিমল যার—
ভাতিত এতেক দিন সাম্রাজ্য মাঝারে,
সেই দীপে আজিকায় হায় কোন্ জন
নিবায়েছে—হরিয়াছে সে পুণ্য-জীবন।

কর্ণ। কি বলিছ?—হরিয়াছে কাহার জীবন?

শক্তি। সুধীসিংহ! নৃপতিরে ক'রেছে হনন?

সুধী। এস সে শয়ন পাশে! নয়ন যুগলে
এস—দগ্ধ কর উভে কুদৃশ্য-অনলে!
নাহি পারে উচ্চারিতে এ জিহ্বা আমার;
এস—হের, তার পর কর যে বিচার।

[কর্ণবীর ও শক্তিধরের প্রস্থান।

বাজা জাগরণ-বাদ্য—যতেক সকলে!
হত্যা! হত্যা! রাজদ্রোহ!—ঘুমাওনা আর!
বিজয়! কেশরিসিংহ কোথায় একালে?
কোথায় বা দেবীসিংহ?—এস একবার;
মৃত্যুর সঙ্গিনী সম সুখদা নিদ্রারে
দূরে করি বিবর্জ্জিত, দেখ আঁখি মেলি—
ভীষণ মৃত্যুরে আজ এ গেহ মাঝারে!
উঠ! দগ্ধ কর দেখি সর্ব্বনাশ-কেলি!
দেবীসিংহ! হে বিজয়! উঠি নিদ্রা হ'তে
দেখ এ ঘটনা ভীমা নিজ নেত্রপথে!
বাজা জাগরণ-বাদ্য এবে বিধিমতে!

(ঘটিকার বাদ্য।)

(মলিনার প্রবেশ।)

মলি। কহ সুধী! কি ঘ'টেছে?—কহ ত্বরা করি;
ভীম জাগরণ-বাদ্য বাজিয়া যাহায়,
জাগাল নিদ্রিত জনে এ হর্ম্ম্য-উপরি।

সুধী। হে মহিলে মাননীয়া!
বলিবারে যে ঘটনা দুখ মম হায়!
এবে আজি অগ্রসর;—কি বলিব আর—
বলি যদি, দগ্ধ হবে শ্রবণ তোমার।

(বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।)

হে বিজয়! হে বিজয়! সর্ব্বনাশ হায়!
কে ক'রেছে নৃপতিরে বিনাশ নিশায়।

মলি। ওহো! হায়! একি শুনি? বিষম ব্যাপার!
কহ সুধী। এ ঘটনা এ হর্ম্ম্য মাঝার?

বিজ। যথায় ঘটুক এই শ্রুতি দগ্ধকর
ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড নিশীথে গোপনে,
বসুধার শ্রেষ্ঠতম নিষ্ঠুর পামর,
করিয়াছে এই কার্য্য—স্থির ইহা মনে!
সুধীসিংহ! এপ্রার্থনা মহেশের স্থানে;
নৃপেরে নিদ্রিত যেন দেখি সে শয়নে।

(কর্ণবীর ও শক্তিধরের পুনঃ প্রবেশ।)

কর্ণ। এক ঘণ্টা পূর্ব্বক্ষণে শমন সদরে
যদ্যপি গমন আমি করিতাম হায়;

অসুখের ভয়ঙ্কর কণ্টক-নিকরে
ব্যথিত না হ'ত হৃদি!—এ বিষম দায়।
আজি হ'তে পৃথিবীতে এ দৃশ্য সকল
অসার—গরল বোধ হইবে নিশ্চয়।
আজি হ'তে সব হবে পুত্তলীর দল!
আজি, হায়, কি বলিব,—কাঁপেরে হৃদয়—
যশঃ, স্নেহ পাদপের মূল উন্মুলিত!
সমুদ্র মন্থনোত্থিত অমৃতের প্রায়
না জানি হ'রেছে কোন্ দৈত্য পাপচিত
জীবনের সুখরাশি কালিকে নিশায়।

(দেবীসিংহ ও কেশরিসিংহের প্রবেশ।)

কেশরী। কহ, ঘটিয়াছে কিবা মহা অমঙ্গল?
কর্ণ। জাননা, কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে হেথায়?
তব জন্মদাতা—যাঁর স্নেহামৃতফল
করিতে অশন উভে—কালিকে নিশায়
নাহি জানি, পাপমতি কোন্ দুরাচার
মহান্ সে নৃপে, আহা! করেছে সংহার!
সুধী। আর এই মর্ত্ত্যধামে সে সুখ-মূর্ত্তিরে
না পাবে দেখিতে—শুধু ভাস শোকনীরে!
দেবী। বল ত্বরা, কার করে ইহা সম্পাদিত?
শক্তি। তাঁহার সে রক্ষিদ্বয়—বুঝে মম মন—
নিশীথে নৃপতি প্রাণ ক'রেছে হনন;
পাষণ্ডদ্বয়ের হস্ত বদনমণ্ডলে
দেখিলাম—রক্তভারে আপ্লুত, রঞ্জিত।

দেখিলাম, তাদের সে উপাধনস্থলে
উন্মুক্ত ছুরিকাদ্বয় রুধির মণ্ডিত।
হেরি আমাদের, তারা, চকিত-নয়ন,
চারিধারে বারে বার করিল দর্শন।
যাহারা হরিতে পারে নৃপতির প্রাণ,
সকলের পাশে তারা দনুজ সমান!

কর্ণ। যদিও তাদের আমি করেছি সংহার,
তথাপিও হৃদি মম বহে ক্লেশ ভার।

সুধী। মহামাত্র! কেন হেন করিলে সাধন?

কর্ণ। সুধীসিংহ!
জানিনা, জগতে কেবা আছে হেন জন,
যেই জনে ধৈর্য্য, ক্রোধ প্রভুভক্তি, জ্ঞান,
এককালে সমাবেশ পাই দেখিবারে;
রাজভক্তি মম সনে করি অভিযান,
হরি জ্ঞান শক্তি মত্ত ক'রেছিল মোরে।
এই মৃতরাজ—আহা সুন্দর শরীর
রুধিরে রঞ্জিত হেরি বহেঁ নেত্রনীর!
উষ্ণ-রুধিরের উৎস দেখ দেখ হায়
সবেগে উদ্গীর্ণ—গেহে বহিয়া যে যায়!
অগ্নিগিরি মুখে যথা অগ্নি ভস্মরাশ,
বহায় উদ্গত হ'য়ে, প্রলয়ের শ্বাস!
আবার এদিকে এই—বলিতেও হিয়া
শোক-ক্রোধ-বজ্রাঘাতে যায় যে ফাটিয়া!
এই হত্যাকারিদ্বয় রুধির রঞ্জিত;

এই তাহাদের দুই ছুরিকা ভীষণ
রক্তময়— গেহে রক্ত শুধু উদ্ভাবিত!
রাজভক্তিরসে মত্ত যে জনার মন,
যে জনার বাহুবল আছে বিদ্যামান,
দেখাইতে রাজভক্তি হবে সে পাষাণ?

মলি। না পারি দেখিতে এই কুদৃশ্য আবার!
ধর মোরে——

(মলিনার মূর্চ্ছা।)

সুধী। দেখ কিবা ঘটে অবলার?

দেবী। (কেশরি সিংহের প্রতি)
কেনবা নিস্তব্ধ ভাবে করি অবস্থান?
এই নিস্তব্ধতা দেখি বিপক্ষ-নিকরে,
ঘোষণা করিতে পারে,—জনকের প্রাণ
বিনির্গত রাজ্যলোভী সন্তানের করে।

কেশরী। (দেবী সিংহের প্রতি)
এখানে ইহার কিছু নাহি প্রতীকার।
নিভৃত গহ্বরে যদি, অন্ধকার ময়,
লুকাই আমরা উভে,—এ স্থির ব্যাপার;
আমাদের অগ্নিচক্ষু বিপক্ষ নিশ্চয়
—ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড যাহাদের করে
আঁখির আড়ালে সদা হয় সম্পাদিত—
হায় রে, সে গুহাতলে সন্ধানের তরে,
করিবেক আক্রমণ মোদের নিশ্চিত।

আর সে কথায় ভাই নাহি প্রয়োজন ;
বিহ্বল করেনি দোঁহে এখনো রোদন।

দেবী। মহাশোকে উন্মাদিত নহি দুইজন।

বিজ। দেখহ অবলাপ্রতি প্রায় অচেতন।

[মলিনারে লইয়া বাহিকাগণের প্রস্থান।

দুঃসহ এ শীতে সর্ব্ব-শরীর কম্পিত !
এশ—পরিচ্ছদে দেহ করি আচ্ছাদিত ;
সকলে একত্রে মিলি সমাজ-আসনে,
সন্ধানিব—দুরাচার কোন্ দুর্ব্বিনীত
আনিয়াছে বসুধায় নরক ভীষণে !
সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের করুনার বলে,
অবশ্য প্রকাশ পাবে সেই অভাজন,
দুষ্টমতি যে পাপিষ্ঠ গোপনে কৌশলে
ঘটায়েছে রাজ দ্রোহ—নৃপতি সংহতি।

সুধী। উত্তম মন্ত্রনা !

সকলে। ইথে সবার সম্মতি।

কর্ণ। শৈত্য-সংহারক বস্ত্রে শরীর আবরি,
সভ্যগণ, ত্বরা সবে এস সভা'পরি।

সকলে। এই মন্ত্রে সবে সুখী হৃদয় ভিতরি।

[দেবী ও কেশরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

দেবী। অকালে করাল কাল হরিল পিতায়।
কেশরি !
কি ভাবিছ মনে মনে ?—কি হবে উপায় ?

মম পরামর্শ মতে উহাদের সনে
বসতি বিহিত নয়—অতি দুষ্টজনে
সহজে বাহ্যিক শোক করিয়া প্রকাশ,
পারে করিবারে ভাই শেষে সর্ব্বনাশ!
চিন্তিয়া অন্তরে তাই করিলাম স্থির,
আশ্রয় লইব আমি রাজা শিবজীর।

কেশরী। আমিও আশ্রয় লব দিল্লীশ্বর পাশে,
ত্যজি জন্মস্থান, হায়! উভে উভ দেশে
করিব যে অবস্থিতি—আমরা দুজন
নিশ্চয় নির্ব্বিঘ্ন তবে হইব তখন।
জানি, জানি আমি ভাল—মনুষ্যের হাসি,
হাসি নয় তাহা,—তাহা ছুরিকা ভীষণ!
সে হাসিতে উদ্গারয়ে রুধিরের রাশি!
সে মনুষ্য ভীম দস্যু—বিপক্ষ বিষম!

দেবী। সেই শর—পিতা, হায়! তীক্ষ্ণতায় যার
বিদ্ধ, হত—এখনও শূন্যে বিঘূর্ণিত!
এবার মোদের প্রতি সুলক্ষ্য তাহার;
সংহারিবে সুনিশ্চয়—যদি ভীতচিত
মোরা না পলাই ত্যজি নিজ জন্মস্থান।
আজই তুরগে আমি করিব প্রস্থান।
কি কাজ বিদায়ভিক্ষা সকলের পাশ?
চৌরজনে ধরে মনে নির্ব্বিঘ্নতা-আশ,
যখন নির্দ্দোষ বলি হয় সুপ্রকাশ।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ণবীরের দুর্গের বহির্ভাগ।

(মল্লরায় ও একজন বৃদ্ধের প্রবেশ।)

বৃদ্ধ। সত্তর বৎসর গত আজি এ জগতে,
আমার জীবন পান্থ এই দেহপথে
নিয়ত কতই রঙ্গে ক'রেছে ভ্রমণ।
এইকালে কত শত ঘটনা ভীষণ
করিয়াছি বিলোকন হৃদি দগ্ধকর,
কিন্তু এই ক্লেশময় মহাভয়ঙ্কর
ঘটনা স্মরিলে পূর্ব্ব-ঘটনা-নিচয়
অতীব সামান্য বলি বিবেচিত হয়।

মল্ল। নির্ব্বুদ্ধি-মানব-কার্য্য-প্রপীড়িত হায়!
স্বর্গ এই রক্তময় কার্য্য-বিলোকনে
ভয় দেখাইছে যেন উন্মত্তের প্রায়।
দিন এবে,—কিন্তু যবে উদে এই মনে
তমোময়ী যামিনীর ঘটনা ভীষণ,
সমুদয় তমোময় করি দরশন;
ধরা দীপ্তিময়ী যবে দিবাকর করে,
তখন তমস যেন জগতে আবরে।

বৃদ্ধ। সংঘটিত ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সম
ইহাও অতীব হায় আশ্চর্য্য বিষয়!
আশ্চর্য্য আবার আমি ক'রেছি দর্শন,

সুশিক্ষিত শ্যেনপক্ষী—ভাবিতে বিস্ময়—
পেচক-সমরে প্রাণ ক'রেছে বর্জ্জন।

মল্ল। নৃপতির অশ্বগণ প্রশান্ত সুন্দর,
সেদিন উন্মত্ত প্রায় রশ্মি ছিন্ন করি,
—স্ফীত কেশরাশ—সবে মত্তবেশ ধরি,
উদ্যত মানবে যেন করিতে সমর!
অতীব আশ্চর্য্য ইহা, বুঝে এ অন্তর!

বৃদ্ধ। শুনিনু, করেছে তারা রণ পরস্পর।

মল্ল। নহে জনশ্রুতি ইহা—এ যুগনয়ন
আশ্চর্য্য ঘটনা এই ক'রেছে দর্শন।

(সুধীসিংহের প্রবেশ।)

এস—সুধীসিংহ! প্রিয় বান্ধব আমার।
রাজ্য-জগতের দশা কিরূপ এখন?

সুধী। কেন?
অজ্ঞাত কি তব পাশে সকল ব্যাপার?

মল্ল। হ'য়েছে কি প্রকাশিত, কোন্ নরাধম
নৃপতি-সংহতি কার্য্য ক'রেছে সাধন?

সুধী। জনশ্রুতি—কর্ণবীর ক'রেছে হনন?

মল্ল। এ হেন কহিছে যারা—আশঙ্কিত মনে
তারা কি ঘোষিছে ইহা সাম্রাজ্য ভবনে?

সুধী। আশঙ্কিত মনে? তারা কহিছে গোপনে।
যুবরাজ দেবীসিংহ কনিষ্ঠ কেশরী,
নৃমণি-নন্দনদ্বয়, ছদ্মবেশ ধরি,

করিয়াছে পলায়ন ত্যজি জন্মস্থানে ;
তাহাতে অনেকে হায় ! তাদের উপর
নিক্ষেপিছে হত্যাকাণ্ড—সন্দিহান-শর ।

মল্ল । এ জগতে মনুষ্যত্ব আছে যে জনার,
সে কি পারে জীবনের প্রধান কারণ
জনকে করিতে গ্রাস,—চর্ব্বনিতে হায় ?
যা হ'ক, নিশ্চয় হবে ছুদিনে সে জন,
যার কর মহারাজে ক'রেছে হনন ।
এবে কর্ণবীর তবে পাবে সিংহাসন ?

সুধী । কর্ণবীর 'মহারাজা' হ'য়েছে ঘোষিত ।

মল্ল । আনন্দ-আহত-দেহ কোথায় এখন ?

সুধী । গিয়াছে আত্মীয়গণ, বিষাদিত চিত,
লইয়া নৃপতি-দেহ সে পুণ্য-শ্মশানে,
যথায় তাঁহার পূর্ব্ব—পিতৃদেবগণে
হইয়া সৎকৃত স্বর্গে এবে অবস্থিত ;
করিবে সংকার তথা পবিত্র অনলে ।

মল্ল । যাইবে কি হে বান্ধব ! ধরাপুর স্থলে ?

সুধী । না বন্ধো ! যাব আমি নিশাগড়ধামে ।

মল্ল । আমিও যাইব সেই প্রিয়তর স্থানে ।

সুধী । যে আশে সে দেশে আমি করিব গমন,
ফলিবারে পারে সেই আশে সুধাফল ;
নচেৎ পূর্ব্বের মান, থাকে যেন বিদ্যমান,
এ প্রার্থনা ঈশস্থানে—বিদায় এখন ।

মল্ল । বিদায় হে মহোদার ! মম তব স্থলে ।

বৃদ্ধ বিধাতার শুভাশীষ তোমাদের প্রতি
থাকে যেন বর্ত্তমান, পাপাশয়গণে
চেষ্টিত তোমরা সবে করিতে সংহতি।
বিঘ্নরাশ হ'ক নাশ পাপিগণ সনে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

(বিজয়চন্দ্রের প্রবেশ।)

বিজ। সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আজ!
ভৈরবী-ভবিষ্য-বাণী, এবে বর্ত্তমান গণি,
সেনাপতি, মহামাত্র হ'লে মহারাজ।
মম মনে হেন লয়, যেন অধর্ম্মের জয়,
তুমি যেন পাপপথে বিচরি গোপনে,
স্বতরে করিলে মুক্ত রাজ-সিংহাসনে!
সাম্রাজ্যের সুখময় সম্ভোগ-রতন
তোমাতেই শেষ হবে, তোমার সন্তান সবে,
মনে জেনো—নাহি পাবে তব সিংহাসন!
কিন্তু বিজয়ের বংশ, হবে রাজ্য-অবতংশ,
বিজয় রাজার পিতা ঘোষিবে সকলে।

ভৈরবী-ভবিষ্য ভাষে—তব ভাগ্যবলে
ফলিয়াছে এই ফল সত্য প্রসাদিত,
তবে কেন না ফলিবে ?—কেন সত্য নাহি হবে,
সেই বাক্য—মম প্রতি যাহা প্রযুজিত !
কেন না সফলা হবে আশা অধিষ্ঠিত ?

(বাদ্যধ্বনি।)

(রাজবেশে কর্ণবীর, রাজ্ঞীবেশে মলিনা,
শক্তিধর, মল্লরায়, সভাসদ্‌গণ ও
অনুচরগণের প্রবেশ।)

কর্ণ। এই যে আগত প্রিয় সেনানী বিজয়।

মলি। যদ্যপি এ মহোৎসবে, ইঁহারে এ সভাভবে,
আসিবারে নিমন্ত্রণ না করা হইত,
তবে এ উৎসব হায়, দেখাইত হীন কায়,
আনন্দের বস্তু দেখি দুঃখ উপজিত।

কর্ণ। বিজয়, রজনীকালে, আজি এই সভাতলে,
যে উৎসবে মত্ত হবে আমাদের মন,
এ বাসনা—পাই যেন তব দরশন।

বিজ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব—যাহা পালিবারে
সতত মোদের মন আদরে বিচরে।

কর্ণ। বিজয় ! শুনিনু নাকি, দিবা অবসানে
অশ্বারোহে যাবে তুমি আজি কোন স্থানে ?

[বিজ]। আছে প্রয়োজন মম সন্ধ্যা-আগমনে।

কর্ণ। আজিকার অধিষ্ঠিত এ মহাসভায়
একটী বিষয় ছিল প্রকাশ করিতে,
গুরুতর সে বিষয়—সুগাঢ় চিন্তায়
হইব সক্ষম কিনা তাহারে নির্ণীতে!
বিপুল সময় তাহে হবে অপব্যয়।
যা হ'ক, আজি এ মহা আনন্দের দিন,
কাল সভা অধিবেশে হবে সে বিষয়।
বিজয়!
কতদূর যাবে তব তুরগ প্রবীণ?

বিজ। নহে বহুদূর প্রভো, নগর ছাড়িয়া,
আসিতে পারিব আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে
সভাদেশে, যদি অশ্বে নাহি আরোহিয়া,
পদ-পর্য্যটনে যাই সে জ্ঞাতি-আলয়ে।

কর্ণ। স্মরণে রাখিও যেন উৎসব বিষয়।

বিজ। সময়ে এ সভাদেশে আসিব নিশ্চয়।

কর্ণ। শুনিলাম, পিতৃঘাতী নৃপপুত্রদ্বয়
দিল্লী, মহারাষ্ট্রধামে করি পলায়ন,
কৃতহত্যা কথা হায় করিছে গোপন।
গরবে কহিছে তারা;—নৃপতি-সংহতি,
সাধিয়াছে কর্ণবীর, মহা পাপমতি।
কাল সভা অধিবেশে সে মন্ত্রণা সনে,
এই যে অভাগাগণ করিছে প্রচার,
ইহারেও বিচারিব মোরা সর্ব্বজনে।
যা হ'ক, বিজয় এস, বিলম্ব না আর;

দ্রুতগতি অশ্ব পৃষ্ঠে করি আরোহণ,
ত্বরায় সাধিয়া কার্য্য আনন্দে নিশায়
আসিও এ সভাতলে করিতে ভোজন।
বিলাস তোমার সাথে যাবে কি সেথায়?

বিজ। আছে প্রয়োজন তার—তাই মম সনে
যাইবে সেস্থানে, প্রভো, সময় আগত!

কর্ণ। হে বিজয়! ত্বরাগতি অশ্ব-আরোহণে
যেও তথা—নিমন্ত্রণ তব প্রিয় ব্রত।

বিজ। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব আবদ্ধ স্মরণে।

[প্রস্থান

কর্ণ। সপ্তম ঘটিকা যবে—এস সভ্যগণ,
এ উৎসবে হইবারে সবে মত্তমন।
আমি এই সভাদেশে থাকিব এখন,
আজি আনন্দের হবে বন্ধু-সমাগম।

[কর্ণবীর ও একজন অনুচর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জানতুমি, আসিয়াছে তাহারা দুজন?

অনু। রহিয়াছে তারা উভে বাহির দুয়ারে।

কর্ণ। আন তাহাদের ত্বরা এ সভামাঝারে।

[অনুচরের প্রস্থান।

রাজ্যের অধিপ-পদে আজি অধিষ্ঠান।
কিন্তু, যাঁর চারিদিকে বিপক্ষ বেষ্টিত
সে নৃপের রাজ্যপদ কণ্টক সমান!
কণ্টক এ সুখে,—যদি থাকি শত্রুভীত!

আমার ভয়ের মূলপাদপ বিজয়,
বিজয়ের সুতগণ সাম্রাজ্য সংসারে
হইবেক অধিষ্ঠিত—শুধু সেই ভয়,
কম্পিত ব্যাকুল করে নিয়ত আমারে।
যে হেন সাহসী সেই সেনানী প্রধান,
যে হেন নির্ভীক, জ্ঞানী—পরাক্রম তার
হয়ত করিবে তাহে কার্য্য সমাধান,
বিঘ্ন দূরে পলাইবে—নাহবে সন্ধান।
আর কাহারেও আমি এ রাজ্য মাঝারে
নাহি করি ভয়—শুধু বিজয়ে আমার।
জগৎ হইতে তারে দূরে রাখিবারে
করিতেছি যে কৌশল আজিকে বিস্তার,
কি হয়—না জানি, কিছু বুঝিনা অন্তরে,
হয়ত আমার আশা ফলিবেনা আর!
সেইদিন—সেই, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে
ভীষণা ভৈরবীগণ যখন আমায়
অধিপতি-অভিধানে ডাকিল আদরে,
বিজয় তাদের ভৎসি নিজ বচসায়
জিজ্ঞাসিল ;—ভাবীভাগ্য কিরূপ তাহার!
অমনি ডাকিনীগণ সম্বোধিল তায় ;—
'রাজ্যসুখ সম্ভোগিবে সন্তান তোমার।'
বিফল এ নৃকিরীট দিয়াছে আমায়—
এই রাজদণ্ড দেখি কোন্ সুখকর?
যদিনা সন্তান মোর রাজ্য সিংহাসন

না পাইল—না রহিল আনন্দ-অন্তর ?
এই যদি হয়,—যদি তাহারি নন্দন
পায় রাজদণ্ড মম, তাহা হ'লে হায়,
বিজয়ের তরে আমি অন্তরে আমার
করিলাম কলুষিত !—একি মহাদায় !
পুণ্যবীর আনন্দেরে করিনু সংহার !
শান্তিপাত্রে বিষ ঢালি বৃথা আপনারে
মজাইনু হায়রে, কি তাদের কারণে !
তাদের কারণে আমি এ মম আত্মারে
ডুবানু কি পাপপঙ্কে—কাঁদাইনু মনে !
না ! কখন না !
যা থাকে আমার ভাগ্যে—ঘটুক্ এখন,
সহজেতে না ছাড়িব রাজসিংহাসন।
কে ওখানে ?—

(দুজন ঘাতক সমেত অনুচরের পুনঃ প্রবেশ।)

দ্বারদেশে, তিষ্ঠহ সত্বর,
যে অবধি না আহ্বানি ওহে অনুচর।

[অনুচরের প্রস্থান।

কহিয়াছি তোমাদের কাল যে বিষয়,
বুঝিতে পেরেছে তাহা অন্তর ভিতর ?
জেনো ইহা—সেইজন এ দীর্ঘ সময়
রেখেছিলো তোমাদের ভাগ্যহীন করি ;
ভেবেছিলে,—তোমাদের নিষ্পাপ এ মনে

সমাধিতে এই কার্য্য ; বিশেষ বিবরি
সকলি ক'রেছি জ্ঞাত তোমাদের স্থানে।
কেমনে তোমরা উভে খর্পরের করে
হ'য়েছিলে নিপতিত—কেমনে রক্ষিত ;
সে সব কৌশল—হায়, সে পাপ-অন্তরে
ছিল যাহা এতদিন গুপ্ত নিবেশিত—
এবে প্রকাশিত প্রায় ; উচ্চারিছে যেন ;
সে জন বিজয়, যেই করিয়াছে হেন।

প্র-খা। মহারাজ! আপনিই এই দাসগণে
জানাইলা এ বিষয় আনায়ে গোপনে।

কর্ণ। আমিই বলেছি বটে বিশেষ বিষয়!
কিন্তু জিজ্ঞাসি এখন,—তোমাদের মনে
ধৈর্য্য কি প্রবল এত, যাহার কারণে
এ অন্যায় তোমাদের হৃদি মাঝে সয়?
জিজ্ঞাসি আবার—হায়! যেই দুরাশয়
নিরয়—কারায় দহি মহাক্লেশানলে
রেখেছিলো এতদিন ; উভের হৃদয়
এত কি দুর্ব্বল, হায়! এপাপ কৌশলে
যার মন এত দিন ছিল প্রজ্জ্বলিত,
হইবে কি সেই জন আজি উপাসিত?

প্র-খা। মহারাজ!
মানব আমরা,—নহি পশু ভীতচিত!

কর্ণ। দেখ দস্যুগণ!
মনুষ্যে পশুত্ব যদি করে অবস্থান,

সে জনে মানুষ নাহি বলে কোন' জন ;
যে জনে মনুষ্য-গুণ আছে বর্ত্তমান,
নর-তালিকায় করে তাহারে গ্রহণ।
যদ্যপি তোমরা উভে মনুষ্যের মত
পার কার্য্য সমাপিতে উন্নত-অন্তরে,
করি বিবেচনা যদি হও একমত,
নিয়োগিব তোমাদের মহাকার্য্যতরে,
সেই কার্য্য—সে জনার জীবন-সংহার ;
তাহাহ'লে তোমাদের বিপক্ষ বিষম
দূরে যাবে—না জ্বলাবে পৃথিবীমাঝার !
সুস্থির হইবে তবে উভয়ের মন,
রাজভক্তি উভমনে হবে জাগরিত !
আমাদের মনোদুঃখ হবে অপসৃত।

দ্বি-ঘা। মহারাজ !
এ মতে সম্মত আমি—বিপক্ষে যাহার
সমস্ত সংসার দেখি এবে উত্তেজিত ;
যদিও সামান্য আমি, কি বলিব আর,
প্রাণপণে প্রতিফল লইব তাহার।

প্র-ঘা। আমিও সম্মত ইথে—হায় এতদিন
ভুঞ্জিয়াছি মহাক্লেশ সেই কারাগারে
যার তরে, হ'য়েছিনু দীন ভাগ্যহীন—
এপ্রতিজ্ঞা তব স্থানে—হয় সে জনারে
নিপাতিব, নয়, প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

কর্ণ। জান ত, বিজয় উভ-বিপক্ষ বিষম।

উভয়ে। সত্য ইহা, জানি মনে হে মহারাজন্!

কর্ণ। আমারও মহাশত্রু সে পাপিষ্ঠ জন।
তাহার প্রাণের প্রতি মুহূর্ত্ত সময়
উদ্যত জীবনে মম করিতে বিলয়।
সিংহ-পরাক্রম সহ নিজেই তাহারে,
পারিতাম দৃষ্টি হ'তে দূর করিবারে;
হইত আদেশ মম ত্বরিতে পালন,

স্বহস্তে নারিব তাহা করিতে সাধন।
শুধু কতিপয় বন্ধু তার ও আমার
নিবারিছে মোরে, নিজে সাধিতে ইহায়।
'অপরের তরবারে হউক্ সংহার',
প্রকাশিছে বন্ধুগণ এই অভিপ্রায়।
তাই, ওহে দস্যুগণ! তোমাদের করে
যদ্যপি সেজন আজি হয় নিপাতিত,
গুপ্ত রবে, লোকে কবে তবে পরস্পরে,—
পথিমাঝে দস্যুহস্তে বুঝি বিনাশিত।
তাহা হ'লে, কি বলিব, ওহে দস্যুগণ!
জীবনের ভালবাসা পাইবে দুজন।

দ্বি, ঘা। সাধিব সে কার্য্য—তারে করিব হনন।

প্র, ঘা। করিব হনন—নয় যাবে এ জীবন।

কর্ণ। তোমাদের তেজোবীর্য্য, এবে প্রকাশিত।
এইবার তোমাদের দিব নিরূপিয়া
যে স্থানে উভয়ে আজি হবে লুক্কায়িত।

চল,—মম চর জনে হবে পরিচিত;
সেই জন বিজয়েরে দিবে দেখাইয়া।
আজি নিশাকালে ইহা হইবে সাধিতে
সেই স্থানে—দূর নহে নগর হইতে।
দেখ ওহে দস্যুগণ!—বিজয়ের সনে
যাবে সুত তার, শুন, তাহার' হননে
হইওনা সঙ্কোচিত—রাখিও স্মরণে।
সর্পসুত কখনও নহে অন্যমত।
কর স্থির ধীরভাবে—ইহা গুরুব্রত।

উভয়ে। বুঝেছি আমরা,—যাহা হবে নিষ্পাদিত।

কর্ণ। তিষ্ঠ বহির্দ্বারে—আমি যাইছি ত্বরিত।

[ঘাতকদ্বয়ের প্রস্থান।

কর্ণ। বিজয়! তোমার আত্মা হউক্ কম্পিত;
যদি স্বর্গে যায়—যাবে নিশীথে নিশ্চিত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-গৃহ।

(মলিনা ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

মলি। বিজয় কি সভা হ'তে করে'ছে প্রস্থান?

ভৃত্য। হাঁ মাতঃ! আবার তিনি রজনী মাঝার
আসিবেন নিমন্ত্রণে।

মলি। রাজসন্নিধান
যাও তুমি, নিবেদহ—মহিষী তাঁহার
চাহিতেছে দৃষ্টি ভিক্ষা ক্ষণকাল তরে।

[ভৃতের প্রস্থান।

মনে ভেবেছিনু যাহা কিছুই হ'লনা,
সর্ব্বস্ব ধ্বংসের পথে এবে ধাবমান;
অন্তরের সুখ, হর্ষ, কৌতুক, করুণা
নষ্ট সবে; হলাহল অমৃতে সন্ধান।
অস্থির আনন্দ যবে, মৃত্যু ভাল তায়;
নাশি, ক্লেশ ভোগ করা উন্মাদের দায়।

(কর্ণবীরের প্রবেশ।)

কেমন আছরে প্রভো! বলহ ত্বরায়?
নিয়ত একাকী থাকি, স্বামিন্ আমার
কেন দুশ্চিন্তার স্রোতে সদা ভাসমান?
ওই কুচিন্তারে সব—কি বলিব আর,—.

তোমা সম পরাক্রমী হেন বীর্য্যবান
যেই জন—অবশ্যই উচিত তাহার,
কার্য্যাসনে একেবারে দূর করিবারে।
নাহি যার প্রতীকার—চিন্তা কিসে তার?
যা হবার হইয়াছে—নৃপতি সংহার।

কর্ণ। প্রিয়তমে!
উত্তেজিতা কালফণী যষ্টির প্রহারে,—
নহে বিনাশিতা—হায় দ্বিগুণ গর্জ্জনে,
বিষময়ী ফণাতার দ্বিগুণ বিস্তারে
অগ্রসর আমাদের এ দেহ দংশনে।
জগতের সমুদয় বস্তু সুখহীন,
শান্তি-কথা নহে, প্রিয়ে! জগতজনীন্।
যখন নিদ্রার ক্রোড়ে থাকি সুশায়িত,
ভীষণ স্বপন এসে করে জাগরিত।—
তাই কহি, প্রিয়তমে! তাই কহি হায়!
অশনে শয়নে ভয় হবে না বিলয়,
যদিন জীবন লয় না হবে নিশ্চয়।
জীবনের রোগ শোক পাশরি এক্ষণে
আনন্দ আনন্দময় ত্রিদিব আলয়ে
নিরাপদে শান্তি ভাবে করিছে যাপন,
বিদ্রোহিতা অধম্মর আক্রোশে ধাইয়ে
হায়রে তথায় শান্তি করিবে না লয়;
শাণিত কৃপাণ কিম্বা গরল বিষমে,
অথবা গৃহস্থ নাশি বিদ্বেষনিচয়,

তাহার পবিত্র ময় জীবন সদনে
স্পর্শিবারে না পারিবে কোন কালে আর;
শুধুরে এ হৃদিসুখ হইল সংহার।

মলি। এস এস প্রিয়তম!—হৃদয়েশ মম;
শান্ত হও, দূর কর ভ্রান্ত দরশন;
প্রমোদে উজলী তব ও কান্তি বরণ
বিপুল হরিষে ভাসি আজিকা নিশায়
চল, প্রভো! নিমন্ত্রিত জনের সদন।

কর্ণ। মলিনে! পালিব আমি তোমার কথায়,—
কিন্তু,
এ মিনতি তব প্রতি তেমতি আমার
স্মরণে রাখিও প্রিয়ে! বিজয় চন্দ্রেরে;
নয়নে,—বচনে উভে সুখ্যাতি তাহার
করিবারে ভুলিওনা কখন অন্তরে।
যে হেতু এক্ষণে মোরা বিপদ সাগরে
হইতেছি ভাসমান;—শঠতা-জীবন
তাই প্রয়োজন,জানি সম্মানমজ্জনে;
আর মোরা আমাদের হৃদি ব্যতিক্রম
বদনে কৃত্রিমবেশে আচ্ছাদি যতনে—
গোপনে হৃদয় পাশে করিব ধারণ,
যাহাতে প্রকৃত ভাব থাকিবে গোপন।

মলি। প্রিয়তম!
হৃদি হ'তে এ ভাবনা কর সম্বরণ!
প্রিয়তমে! প্রিয়তমে!—দয়িতা জীবন!

সহস্র বৃশ্চিক হায় দংশিছে অন্তর !
বিজয়, নন্দন তার হর্ষ পারাবার
আজো ভুঞ্জিতেছে হের অবনি মাঝার !
কিন্তু তারা, প্রাণনাথ নহে চিরজীবি !
অদ্য বা দুদিন পরে, প্রকৃতি বিকৃতি ভরে
যাইবে নির্দ্দিষ্ট স্থলে ত্যজিয়া পৃথিবী !

কর্ণ। এখনো সুখের গর্ভে সন্দেহ বিস্তর !
এখনো আক্রান্ত তারা বিষম সংশয় !
তাই বলি শুন এবে :—মলিনে আমার
বাতলী মাতিয়া যবে বেগে বাহিরায়
দেউল আবাস হ'তে গগণমণ্ডলে ;
কালীময়ী ভৈরবীর আদেশ তর্জ্জনে
গোময় আবাসী কীট হরষবিহ্বলে
অলসে তন্দ্রায় ধ্বনি গুণ গুণ স্বরে
নিশীথের স্থৈর্য্য যবে করে তিরোহিত ;
পূর্ব্বে তার ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিবে !
যা শুনি হৃদয় তব হইবে কম্পিত।

মলি। কি ঘটনা প্রিয়তম ! বলহ ঘটিবে ?

কর্ণ। কেন কলুষিব তব নিষ্পাপ অন্তর,
কহিয়া সে পাপকথা তোমার গোচরে,—
যে অবধি সেই বৃত্তি শ্রবণে তোমার
প্রশংসা নিকণে নাহি পসে সুখ-স্বরে,
সে অবধি বলিব না, অয়ি সুবচনে !
সে অবধি শুনিও না ও তব শ্রবণে !—

এস! অন্ধকার-ময়ী ভীষণা রজনী;
দিবসের অনুশোচী সদয় ব্যভার
দূর হ'ক, অস্তাচলে যাও দিনমণি!
এস নিশি! প্রকাশিয়া অনন্ত আঁধার!
রক্তময়—অদৃশ্যোয় তব ওই করে
তাড়িত,—নিহত কর খণ্ড খণ্ড করি,
হৃদয় নিহিত মম গুরু ভাবনারে,—
হায়! যাহা দিবানিশি হৃদয়ে আবরি
বিষাদ-পঙ্কিলরাশি করিছে সঞ্চয়!—
আলোক আঁধারময় হ'তেছে এখন;
বায়স পশিছে শৈল-কানন আলয়,
দিবসের পরিশ্রান্ত শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজন
অলস তন্দ্রায় এবে হ'তেছে কাতর,
নিশীথিনী চিত্তমণি হিংস্র প্রাণী যত
শীকার অন্বেষে, সবে হ'তেছে বাহির!—
প্রিয়তমে! মম বাক্যে হ'য়েছ বিস্মিত!
কিন্তু—কিন্তু, হে মলিনে! কহি পুনর্ব্বার,
ধর এখনও তব বিস্ময়ভাবনা;
অধর্ম্ম প্রয়াসে যাহা—হইল সাধন,
পাপের প্রাবল্যে তাহা হইবে বর্দ্ধন;—
এস ত্বরা প্রিয়ে, মোরা করিহে গমন!

[প্রস্থা

তৃতীয় দৃশ্য।

সিংহদ্বারের সন্নিহিত উপবন বা ক্ষেত্র।

(তিনজন ঘাতকের প্রবেশ।)

১ম ঘাত। কে তোমারে আজ্ঞাদিলা করহ উত্তর,
আমাদের সহ হেথা মিলিবার তরে ?

৩য় ঘাত। কর্ণবীর।

২য় ঘাত। অবিশ্বাস আবশ্যক নহেক ইহারে ;
যেহেতু কথায় ইনি মোদের ব্যাপারে
যথার্থ কহিলা, যাহা হবে সম্পাদিত।—

১ম ঘাত। দাড়াও এক্ষণে তবে মোদের সহিত।
এখনো পশ্চিম নভে রক্তিম নীরদ
দিবসের কিয়দংশ করিছে প্রচার !
পথিকেরা পান্থবাসে করিতে প্রয়াণ
দ্রুতপদ নিক্ষেপিয়া হয় অগ্রসর।
আমাদের নিরূপিত সতর্ক বিষয়
ঘটিবারে, সমুদিত প্রায় সে সময়।

২য় ঘাত। দেখ দেখি ! শুনি বুঝি অশ্ব আগমন।

বিজয়। (নেপথ্যে) আলোক ধরহ হোথা করিয়া যতন !

২য় ঘাত। ওই সেই—ওই সেই ! অবশিষ্ট জন
রাজভোজে নিমন্ত্রিত—যাইছে তথায়।

১ম ঘাত। হের তার অশ্বগণ—করিছে গমন।

৩য় ঘাত। হের ভাই, অৰ্দ্ধক্রোশ যাইয়াছে প্রায়।

কিন্তু সে প্রাসাদদ্বার করি অতিক্রম
অপরের মত যাবে, পদ প্রক্ষেপণে ;
যেহেতু সতত তার অভ্যাস এমন।

(বিজয়চন্দ্র, বিলাসচন্দ্র ও আগে আগে মশাল হস্তে একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

২য় ঘাত। ওই আগে, আলো ওই!

৩য় ঘাত। ওই দেখ, ওই সেই।

১ম ঘাত। দাঁড়াও সতর্কে সবে হ'য়ে একত্রিত।

বিজয়। অদ্য এ নিশায় শীঘ্র হ'বে বৃষ্টিপাত!

১ম ঘাত। এস এস, কার্য্য এবে করি সম্পাদিত।

(বিজয়চন্দ্রকে আক্রমণ।)

বিজয়। বিলাস—বিলাস! প্রিয়জীবন রতন!
পলারে—পলারে ত্বরা—বিশ্বাস হনন!
প্রতিশোধ!—পার যদি করিও গ্রহণ!—
ধিক্‌রে ঘাতকগণ!—

(বিজয়ের মৃত্যু।)

[বিলাসচন্দ্র ও ভৃত্যের পলায়ন।

৩য় ঘাত। আলোক তোমরা কেবা করিলে নির্ব্বাণ?

১ম ঘাত। স্বভাবে ইহা কি বল হয়নি নির্ব্বাণ?

২য় ঘাত। কার্য্যের অর্দ্ধেক অংশ হইল হরণ।

২য় ঘাত। জনক নিহত, কিন্তু পুত্র পলায়িত!

১ম ঘাত। ভাল,—চল যাই এবে নৃমণিসদন,
কহিবারে যতদূর হৈল সমাহিত।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজভবন।

(ভোজের আয়োজন।—কর্ণবীর, মলিনা, মল্লরায়, শক্তিধর, অমাত্য ও সভ্যগণের প্রবেশ।)

কর্ণ। হে প্রিয় সুহৃদ্‌গণ, তব পদ সুসম্মান
জান সবে, বোস এবে নিজ নিজাসনে।
হৃদয়ের হর্ষনদী, দিয়াছেন আজি বিধি,
হেরিয়া সকলে এবে মম নিমন্ত্রণে।

অমাত্যগণ। শত শত ধন্যবাদ ও নৃপচরণে।

কর্ণ। আজি এই মহোৎসবে, আনন্দে মিলিয়া সবে,
আতিথ্য সেবন মোরা করিব যতনে।
আমাদের আতিথেয়া, সাম্রাজ্যের হৃদিপ্রিয়া,
আহ্বানিবে সর্ব্বজনে অতি হৃষ্টমনে;
কিন্তু সুসময় এলে, আমরা সকলে মিলে,
তাঁহারে তুষিব হৃষ্টে শিষ্ট আবাহনে।

মলি। বল নাথ, কি বলিবে আমার গোচর;
হৃদয়ের অভ্যর্থনা, বাসে শুধু এ বাসনা,
চিত্ত কহে, সর্ব্বে ইহা—হউক দোসর।

(১ম ঘাতকের দ্বারের নিকট প্রবেশ।)

কর্ণ। দেখ, দেখ। আতিথেয়া মহিষী আমার।
তব প্রতি সর্ব্বজনে, হৃদি-ধন্যবাদ দা।

হরষে বরষে, হের—আনন্দ আসার।—
উভস্থল সুসমান, করিবারে পরিমাণ,
বসিব হেথায় মোরা সর্ব্বজন মাঝে!
অনন্ত আনন্দে এবে, হও নিমর্জ্জিত সবে;—
চল প্রিয়ে, পার্শ্বদেশে পানীয় পরশে।—
(পার্শ্বে যাইয়া)
রুধিরে বদন তব হেরি উদ্ভাসিত।

ঘাত। নৃপমণি!
বিজয় শোণিতে তবে হইবে নিশ্চিত।

কর্ণ। বিজয়ের বক্রগতি হৃদয়ের ধারে—
জানি আমি, তদপেক্ষা তোমার বদন
অকপট সমভাব প্রকাশে অন্তরে!
কিন্তু সত্য করি কহ, তস্কর-ভূষণ!
সত্য কি জীবন তার শমন ভবনে?

ঘাত। সত্য ওহে নৃপমণি! তার কণ্ঠনলী
বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে মম এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে।

কর্ণ। জানিলাম সত্য তুমি হন্তু মহাবলী।—
বিজয় গিয়াছে সে ত আছিল উত্তম,
কিন্তু তার প্রিয়তম সুত নরাধমে,
যদ্যপি করিয়া থাক কৃপাণে নিধন,
অগ্রগণ্য গণ্য তুমি এ মম জীবনে।

ঘাত। মহারাজ!
বিলাস বিনাস পাস করিয়া ছেদন,
প্রাণ ল'য়ে করিয়াছে সুখে পলায়ন।

(বিজয়চন্দ্রের প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও কর্ণবীরের আসনে উপবেশন।)

কর্ণ। যদ্যপি, অমাত্যগণ! মহাত্মা বিজয়
আসিতেন—এই স্থানে—মম নিমন্ত্রণে,
তাহা হ'লে আজিকায় নিশ্চয় হেথায়
বিভূষিত উপযুক্ত সম্মান ভূষণে।
হায়, যাঁর না আসায়, কুঘটন হ'তে—
এ নিদয় ব্যবহারে হইব দুঃখিত।

মল্ল। না আশায় দোষ তাঁর সেই অঙ্গিকারে।—
মহারাজ!
যদি এবে অনুগ্রহ করি বিতরিত,
বসেন আপন ওই সুখদ আসনে—
আমরা হইব সবে অতি আনন্দিত।

কর্ণ। আসন ত পরিপূর্ণ হ'য়েছে এক্ষণে।

শক্তি। মহারাজ! শূন্যাসন র'য়েছে হেথায়।

কর্ণ। কোথায়?—

শক্তি। হেথায়, হের ওহে নরমণি।
চঞ্চল হৃদয় তব কি হেতু না জানি?

কর্ণ। তোমাদের কেবা এই করেছে সাধন?

অমাত্য। কিবা কাজ, মহারাজ!

কর্ণ। পারিবে না—পারিবে না—কভু বলিবারে,
সেই কার্য্য করিয়াছি আমি সম্পাদন:—
নাড়িওনা—নাড়িওনা! বলি হে তোমারে—
রক্তময় রক্তাপ্লুত! কেশ সমুদয়!

মল্ল। সভ্যগণ! গাত্রোত্থান করহ সকলে,
মহারাজ নহে এবে সুস্থির হৃদয়।

মলি। বোস, প্রিয় সভ্যগণ! আসনে সকলে।
স্বামী মোর সততই হন এ প্রকার ;—
হায়রে শৈশব হ'তে এ ব্যাধি উঁহারে
আবরিয়া, নিপীড়িছে নৃপে নিরন্তর।
যদ্যপি নৃপাল হ'তে, ইচ্ছ জানিবারে,
যাহা কহিলাম সবে—অধিক ইহার,
তোমরা তা হ'লে ওঁরে করিবে ক্ষুভিত ;
এ ব্যাধি আধিক্য তাহে হইবে সঞ্চার।
তাই হে মিনতি করি না হ'য়ে চিন্তিত ;—
বোস এবে সর্ব্বজনে—আনন্দ ভোজনে।
ক্ষণস্থায়ী এই ব্যাধি, এখনি রাজনে
করিবেক ত্যাগ।—নাথ! হ'য়েছ সুস্থির ?

কর্ণ। ওহো! কি বিকটতর দৃশ্য প্রদর্শন!!!
বলিষ্ঠ,—সামান্য সে'ত,—পিশাচ নিকর
দেখিলে আতঙ্কে—প্রাণে হয় বিকম্পন!

মলি। রে জড় হৃদয়!
ত্রাসচিত্রে চিত্তভাল করিছ চিত্রিত!
যে কৃপাণে আনন্দের জীবন প্রয়াণ,
পবন প্রবাহে বহি সেই আন্দোলিত
কৃপাণ, এখনো নেত্রে করিছ ধারণ,
(যাহা তুমি মম পাশে করেছ বর্ণন)।
ছি ছি ছি! এই কি—তব বীরত্ব জীবন!

ওই ভীতভাব, আর দেহ প্রকম্পন,
যথার্থ ত্রাসের যাহা (ঘোর প্রতারক,)
বৃদ্ধা পিতৃঠাকুরাণী বচন নিঃসৃত
উপাখ্যান মত,—শীতে অনল নিকট,
রমণীরি উপযুক্ত—করিতে ধারণ।
ছি ছি! বীর তুমি তব একি আচরণ!
কেন হেন অপভাব হেরি ও আননে?—
যখন সকল কার্য্য হৈল সম্পাদন,
তখনো কি মন্দ শুধু হেরিবে নয়নে।

কর্ণ। প্রিয়সি! মিনতি করি, কর বিলোকন!
চেয়ে দেখ! চেয়ে দেখ!—কি ভীম মূরতি!
বল—বল কি দেখিলে!—কেমন কেমন!!-
কেনরে—কি ভয় তোরে? যদ্যপি শকতি
থাকে তোর কহিবারে, উত্তর সত্বর।—
একি দেখি! যাহে মোরে করিল বিস্ময়,
যদি শব প্রপূরিত অস্থির আলয়,
অথবা শ্মশানস্থিত মনুজ নিকর
যাহারে আমরা হায় করেছি সৎকার,
যদ্যপি ফিরিয়া পুনঃ আসে ভবধামে,
শ্মশানে পূর্ণিত হ'বে গৃধিনী জঠরে!

প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান।)

মণি। একি! নাথ!

সাহস ভঞ্জন!—একি হতাশ-সঙ্গমে
সম্পূর্ণ কি নিবেসিলে অবোধ-অন্তরে?

কর্ণ। মলিনে—মলিনে! আমি কি কব বচনে;
যদ্যপি দাঁড়ায়ে থাকি সত্য এই স্থানে,
প্রিয়সি! তাহারে নেত্রে দেখিছি নিশ্চয়!

মলি। ধিক্ তোমা!—ধিক্ তব লজ্জা হীন হৃদে!

কর্ণ। পূর্ব্বতন কাল হ'তে প্রিয়সি! আমার,
যখন মানব-হিত করিতে বিধান
সামাজিক-সুনিয়ম-সুভ-শিষ্টাচার
হয় নাই প্রচারিত, "রক্ত নিপাতন"
তখন হইতে—আজো হ'তেছে ধ্বনিত;
কিন্তু,
তখন হইতে—আর আজিকা অবধি
হত্যাকাণ্ড—লোমহর্ষ, বিশদ ভাষায়
সকলের নেত্রে, কর্ণে করিছে বসতি।
কি বলিব, য দিন না সময় প্লাবনে,
জ্ঞানহারা মানবেরা হইয়া মগন,
উদ্ভ্রান্ত-জীবন-পাখী শরীর-বিপিনে
আঁধারিয়া করিবেক সুখে পলায়ন,
ততদিন,—জীবনের সেই সীমা বধি,
"হত্যা" এই চমকিত—ভয়ঙ্কর নাম
ধ্বনিতেছে অন্তস্তলে,—কাঁপাইয়া হৃদি!
সেই মৃত্যু নাহি যার আর পরিণাম,
কিন্তু সেই "হত্যা" [illegible]

নৃকীরিট সুশোভিত বিংশতি হত্যায়
—হৃদয়ের অন্তহ্রদি করিয়া কম্পিত,—
এবে সমুদিত হ'য়ে হায় পুনরায়,
আসন হইতে মোরে করিল বিচ্যুত!
হত্যা হ'তে এই কাণ্ড আরো ভয়ঙ্কর!!

মলি। প্রিয়তম! স্বামিন আমার।
তোমার বান্ধবগণ বিরহে তোমার,
দুঃখিত অন্তরে হের করিছে যাপন!

কর্ণ। এতক্ষণ সর্ব্বজনে ছিনু বিস্মরণ।—
প্রিয়তম বন্ধুগণ! হ'য়না বিস্মিত,
অদ্ভুত ব্যাধিতে মম আচ্ছন্ন জীবন,
এই ব্যাধি—যাহে মোরে করিল পীড়িত,
জানে যারা কিছুই না তাদের সদন।
এস সবে—পুন হই আনন্দে মগন,
সর্ব্ব সুখ সুস্থতায় ভাবি সুবিধান।
আইলে সকলে তবে বসিব আসনে;—
দাও সুরা,—মহানন্দে করি আমি পান
আর সেই প্রিয়তম বিজয় এ স্থানে
থাকিত যদ্যপি, যার অভাবি আমরা;
তিনি, আর সর্ব্বজনে অনন্ত আমোদে
হইতে মগন, সর্ব্ব সুখে সুখ-সুরা
পিইতাম আমি,—বাসনা প্রমোদে
মাতিতাম মোরা সবে—সে সুখ অ
সৎ ইচ্ছা সুখময়ী হইত সবার!

কিন্তু হায়, বিনা তায় সকলি অসার!

অমাত্য। সকলের সুখ ইচ্ছা করিতে বিধান,
আমরাও ঈশ সাক্ষ্যে করি অঙ্গিকার!

(প্রেতাত্মার আবির্ভাব।)

কর্ণ। দূর হও! দূর হও! পিশাচ অধম!
নেত্র পথ হ'তে তুই যারে দুরাচার!
বসুন্ধরা—পাপভরা তোর ও শরীর
লুকায়ে রাখুক যেন চিরকাল তরে!
মজ্জা শূন্য অস্থি! রক্ত শূন্য দেহ তোর!!
তারা শূন্য চক্ষু তুই!—তবু ভীমাকারে—
একদৃষ্টে ভীম দৃষ্টি করিস্ প্রয়োগ!

মলি। মহামান্য অমাত্য সকল।
আবার—আবার হায় আসিয়াছে রোগ,
শুনিয়াছ—যেই রোগ ঘটে অবিরল।
ভার ইহা কিছু নয়, কেবল আজিকে হায়
আমাদের এ আনন্দে করিল বিকল।

কর্ণ। মনুষ্য সাহসে যাহা পারে সাধিবারে,
অবশ্যই সে সাহসে করিব ধারণ!
যদ্যপি সম্মুখ হোস্ ভল্লুক আকারে,
কিম্বা গণ্ডারের মত আকৃতি ভীষণ,
অথবা মরুভূস্থিত শার্দ্দুল মতন,—
যে আকারে ইচ্ছা তব ধরিয়া পামর,
আমার সম্মুখে তুই হইলে উদয়,

তবুও আমার দৃঢ় ধমনী ভিতর—
কম্পিবে না লেশমাত্র জানিও নিশ্চয়।
কিম্বা তুই পুনরায় হইয়া জীবিত,
তরবারি সঙ্গে ল'য়ে, সাহসে সুদৃঢ় হ'য়ে
মরুভূমে মম সহ করিতে সমর,
হৃদয় বাঁধিয়া যদি হইস্ উদ্যত,
তথাপি কম্পিত নাহি হবে এ অন্তর!—
কিন্তু,—
যদ্যপি কম্পিত হয়, কহি তোরে নীচাশয়,
আমারে বালিকা-শিশু বলিয়া জগতে
দিস্‌রে নিন্দার বাদ—হরষিত চিতে।—
চলে যা—চলে যা! ওরে ছায়া বিভীষিকা!

[প্রেতাত্মার অন্তর্দ্ধান

অসম্ভব উপহাস! যা চলি ত্বরায়!—
কেন, হেন?—রোগ গেল, মানব জীবিকা
জাগরিত এ হৃদয়ে হ'ল পুনরায়।—
বোস সবে, এ মিনতি ওহে সভ্যগণ!

মলি ভাল আজি, মহারাজ! যাপিলে হেথায়,
আনন্দের দিনে ভাল করিলে ক্ষেপণ!

কর্ণ। বিশেষ বিস্ময় কোন না করি উদয়,
নিদাঘ নীরদ মত একাগুনিচয়
পারিবে কি যাইবারে,—সমীর সঞ্চারে
নিজস্ব প্রকৃতি মোর বিকৃত হেরিয়া

জানি সবে চমৎকৃত হ'য়েছ অন্তরে ;—
আমিও আশ্চর্য্য এবে অন্তরে ভাবিয়া,
যখন আতঙ্কে সিত অন্তর আমার
হেরিয়া নয়নে সেই মূর্ত্তি ভীমাকার,
তখনো তোমরা কিনা দেখিয়াও তারে—
তোমাদের রক্তময় ওই গণ্ডদেশ—
নহে বিচলিত! এবে স্থিরভাব ধরে!

মন্ত্র। কি কুদৃশ্য মহারাজ! করুন্ নির্দ্দেশ?

মলি। মিনতি, অমাত্যবুধ! করিহে তোমায়,
নৃপতিরে বলিও না কোনও বচন ;
দেখিতেছি নৃপমণি ক্রমশঃ আবার
সাতিশয় মন্দভাব করিছে ধারণ ;
জিজ্ঞাসা করিলে পর নৃপাল অন্তর
রোষের বিষম বহ্নি হ'বে প্রজ্বলিত।
তাই বলি, কৃপা করি হও হে বিদায় ;—
যাহ সবে, একেবারে হইয়া ত্বরিত,
দাঁড়াই(ও)না কহি পুনঃ প্রস্থান সময়।

শক্তি। চলিলাম এবে মোরা আপন ভবনে।
এ বাসনা শিব কাছে রক্ষুন রাজনে।

মলি। এ কৃপায় বড় প্রীতি পাইলাম মনে,
সুখে থাক সর্ব্বজনে মহেশ কল্যানে।

কর্ণ। রক্তপাতে রক্তপাত, হত্যার বিষমাঘাত,
অবশ্যই প্রতিফলে কহে সর্ব্বজন :—
[illegible] পাষাণও পার যথা তথা চলিবারে,

অটল বিটপী শ্রেণী কহিতে সক্ষম ;
উলুক, অরিষ্ট আর কলিঙ্গ নিকর,
দৈবভাষী—স্বভাবের জ্ঞাতার মতন
ভবিষ্য নিয়তী যেন করিছে প্রচার!
হত্যা রক্তপাত মম আয়তি লিখন!—
প্রিয়তমে! নিশি কত?—বলহ আমায়!
প্রভাত সন্ধান্ধকারে যথা দেখি প্রায়!

কর্ণ। প্রিয়তমে! সুধীসিংহ হায় আজিকায়!
প্রত্যাখিল আসিবারে মম নিমন্ত্রণে ;—
কি বল, কি বল তুমি এ দুরঘটনে!

মলি। স্বামিন্ আমার,
অনুচরে প্রেরিলা কি তার সন্নিধানে?

কর্ণ। শুনিলাম প্রত্যাখ্যান, করিল আমার মান,
লোক মুখে, কোনক্রমে মলিনে আমার ;
কিন্তু এবে অনুচরে করিব প্রয়াণ?
আমার বেতন ভুখ কোন অনুচর
যে তার আবাসে বাস করিছে এখন,—
অন্য কেহ নয়, সেই কহিল আমারে!—
কাল দিনমনি যবে হইবে উদয়,
কাল প্রত্যুষেই আমি ভৈরবী গোচরে
যাইব, বিশেষ তারা কহিবে আমায়।
যে হেতু মলিনে! মম মানস ভিতরে
পাপে উৎপাটিতে—পাপে করিব আশ্র[illegible]
আমার আপন কোন হিত সংসাধ[illegible]

সর্ব্ব ক্লেশে অনায়াসে—বহিবে হৃদয়।
কি কব, তোমারে আর এক্ষণে মলিনে!
রক্তাবহ সুবিস্তার শোণিত সাগরে
হইতেছি অগ্রসর, যদ্যপি তাহাতে
জল ভাঙ্গি পদদ্বয় না যাইতে পারে,
আমার আয়ুর বায়ু থাকিতে জগতে
ফিরিব না, সুআয়াসে চেষ্টিব আবার,
কথন আতঙ্ক বাঁধে কাঁপিব না আর।—
মলিনে! আমার এই শিরোকেশোপরি—
আমার এ করযুগ-মুষ্টি-মধ্যস্থলে
অভিনয় কাণ্ডাবলী অতি ভয়ঙ্করী
নিবেসিছে,—হায় যাহা এই বাহুবলে,
না হইতে সেই কাণ্ড নেত্রে পরীক্ষিত,
অবশ্যই, প্রিয়ে! তাহা হ'বে সম্পাদিত।

মলি। আর্য্যপুত্র! হেরি তব প্রকৃতি পদ্ধতি
বিচলিত হইয়াছে,—হও নিদ্রাগত।

কর্ণ। চল তবে শয়নেতে করি এবে গতি;—
আমার অদ্ভুত, এই আত্ম অনাদর
হে মলিনে! দুর্ব্বিসহ আশঙ্কা নিদান,
কিন্তু তাহা ঘোররূপে করিলে ব্যভার,
না থাকিবে তত আর আতঙ্ক কারণ।—
সেই কার্য্যে প্রিয়ে! মোরা তরুণ এখন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ক্ষুদ্র চারাযুক্ত মাঠ।

(বজ্রনাদ।—কালভৈরবী ও তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ ও পরস্পরে সাক্ষাৎ।)

১ম ভৈর। কেমন্ আছেন্ বলুন্, দেবি!
মুখে কেন রাগের ছবি?

কালভৈর। আমাকে কি আর বোল্‌তে হবে?
ডাইনে থাকি তোরা সবে,
ধিক্‌রে সব তোদের জাঁকে
ধিক্‌রে অসম সাহস বুকে!
কোন্ সাহসে রঙ্গে মোজে,
মরণ—বাচন—ধরণ কাজে,
কর্ণ সঙ্গে করিস্ কার্‌বার্?
(ওরে) অবাক্ হলুম দেখে এ আচার!
আমি তোদের মায়ার সার,
আমি হলুম মূলাধার,
মায়ার সৃষ্টির কুষ্ঠী হলুম্ আমি;
(আর) আমি হলুম্ তোদের মায়ার প্রাণী।
আমাকে কিনা না ডাকিয়ে
(ওরে) আমার মায়া না দেখায়ে?

ভাল কীর্ত্তি রাখ্‌লি ওরে তোরা,
(তোদের) কাণ্ড দেখে হলুম্ জ্ঞানহারা।
পথের পাকাছেলের মতন,
যে কাজ তোরা করলি সাধন,
তার মন্দামন্দ কি বলি বল,
রাগে হিংসেয় জ্বালায় মনস্থল।
সেই দুরন্ত ছেলে যেমন,
ভাবে শুধু নিজের আপন,
ভাবেনা যেমন তোর্ আমার তরে ;
তোরাও তার রাখ্‌লি কীর্ত্তি, বুদ্ধি গেল হরে!
তোদের এখন বল্‌চি যা' তা' শোন্
যারে সেই গুহার মাঝে মিলে তিন বোন্।
সেখানে গিয়ে আমার সাথে
দেখা যেন করিস্ প্রাতে।
যাবে কর্ণ সে ঘোর ধামে,
জান্‌তে লো তার কপাল গুণে।
(তোদের) মায়া, মন্ত্র, পাত্র যত,
রাখিস্ করে' নিয়োজিত।
আমিও সেথা থাক্‌বো বাতাস বোয়ে ;—
এ রাত পানে শ্মশানে শুয়ে
কাল কাটাব মনের সুখে ;—
শোন্‌লো আবার বলি সবে,
কাজে শেষ চাই দুপরের আগে।—
(এখন) চেয়ে দেখ্‌লো আকাশ ভাগে

মাঝে ওই চাঁদের কোনা—
ধোঁয়ায় শিশির যাচ্চে জানা,
ধর্‌বো আমি আমার করে
না পড়্‌তে ভূমির’পরে।
মায়ার জ্বালে কল্লে রান্না
উঠ্‌বে তাতে অদ্ভুত ফেণা;
যাহার মায়ার প্রবল তেজে,
কর্ণ যাবে ভ্রমে ভিজে,—
তখন সেই মায়ার ভ্রমে,
নিন্দিবে তার কপাল গুণে,
গাল দেবে তার আপন যমে—
আশা তুল্‌বে আকাশ পানে;—
মান্‌বে না সে আপন মনে
ধর্ম্ম ভয়, আর দয়ার গুণে;—
আর এওত জান সকল জনে
এই সব শত্রু মর্ত্তাগণে—
নেযায় টেনে যমের পানে।

(অন্তরীক্ষ্যে বাদ্যধ্বনি)

(গীত।)

আয়! আয়, আয় প্রাণ স্বজনী আয়!
সমীরণে দেখ্ নয়নে সোহাগের মেঘ ভেসে যায়
নীরদের চপল্ হাঁসি,
দেখ্‌বি যদি সুখে ভাসি,

বিতরি আদর রাশি, বসি আয় মায়ার ছায়!
আদরে সুধাকরে, বারিদে আঁধার ক'রে,
চপলে কোলে ল'য়ে, খেল্‌বো নিয়ে চপলায়।

[illegible]াল। শোনলো ওই! ডাক্‌ছে আমায়
কুয়াসার মেঘে হোয়ে উদয়,
হৃদয়ের সোহাগ—আত্মমণি!
আমার আশায়, রহে হোথায়,
হোথায় শীগ্‌গির যাচ্ছি আমি।

[কালভৈরবীর প্রস্থান।

[illegible]ম ভৈরব। যাই, চল বোণ! আম্‌রা ত্বরায়,
এখুনি তিনি যাবেন সেথায়।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাসাদস্থিত একটি কক্ষ।

(শক্তিধর ও একজন অমাত্যের প্রবেশ।)

[illegible] পূর্ব্ব বাক্যাবলী, জানি তব হৃদিস্থলী
[illegible]শিয়াছে, সামান্যতঃ হে অমাত্য বর!
[illegible]রক। [illegible]

যাহারে সুন্দর করি, আরো বলিবারে পারি,—
এখনো বিশেষ তব আছে শুনিবার।
শুধু বলিতেছি মাত্র, আশ্চর্য্য এ বাক্য-সূত্র,
আশ্চর্য্যই আজিকার কথা-মূলাধার!
মহাত্মা আনন্দ হায়, ছাড়িলেন ধরা কায়,
কর্ণ চিত্তে শোক-নীর হইল সঞ্চার!
ভালই, তিনিই যেন হলেন নিহত।—
আর সে বিজয় চন্দ্র, বীরত্ব-আখ্যান-মন্ত্র,
তিনি ও হলেন কি হে কালে মৃত্যুগত?—
যার মৃত্যু ইচ্ছ যদি, ও তব বচন-নদী
প্রবাহিয়া অনায়াসে পারে বলিবারে,
বিজয় নিহত সেই বিলাসের করে।
যেহেতু বিলাস(ও) মন্ত্রি! এবে পলায়িত;—
মর্ত্যবাসী চিরদিন(ও) রহেনা জীবিত।—
কে না ভাবে মনে মনে?—রাক্ষসিক আচরণে,
কি কার্য্য সাধিল সেই দেবী ও কেশরী!
মারিয়া আপন পিতা, সাম্রাজ্যের শান্তিদাতা,
হায়রে যাঁহার তরে কাঁদে এ নগরী!
ধিক্! এই পাপসত্য—হত্যা সমাচারী!
কেমনে তা কর্ণবীরে করিল যন্ত্রিত?
আনন্দ শয়নালয়ে, তিনিই না রক্ষিদ্বয়ে
ধর্ম্ম-রোষে অনায়াসে করিল শাসিত?
হায়! যারা পানরসে, আছিল নিদ্রার [illegible]
না জানিত কিবা আছে অদৃষ্টে ঘটি[illegible]

এ কার্য্যে কৌশল তাঁর নহে প্রকাশিত ?
হাঁ ! এই কার্য্য হইয়াছে সত্য বিজ্ঞোচিত !
মানবের অস্বীকৃত, বাক্য-রাশি বিনির্গত
শুনিয়া, হে সভ্যবর ! শ্রবণ বিবরে।
পাছে কোন জীব মনে, রোষরূপী হুতাশনে,
উত্তেজিত করে কভু জগতী মাঝারে
তাই বলি, কর্ণবীর কার্য্য সমুদায়
ভাল চালাইয়াছেন,—উত্তম বিধায়।
এও ভাবি মনে মনে, আনন্দ-নন্দনগণে,
যেমতি আনিতে বসে আছেন চেষ্টিত,
(ঈশ্বর না করে যেন, তিনি নাহি হন হেন,)
তাঁহারা দেখিবে ভাবি, কহিনু নিশ্চিত
পিতৃহত্যা কি প্রকারে আছিল বিহিত !
বিলাসেরও ভাবা হেন ছিল সমুচিত।—
কিন্তু, বন্ধো ! শোণ এবে সুস্থির অন্তরে।
শুনিলাম, সুধীসিংহ পাপী-নিমন্ত্রনে
না থাকায় উপস্থিত, হইয়া অবমানিত,
অসুখে যাপিছে হায় জীবন ভুবনে !
কিন্তু, মিত্র ! এইক্ষণে, সেই প্রিয়তম জনে,
কোথায় করিছে বাস, পার কি বলিতে ?

অমাত্য। আনন্দ-নন্দন,
যাঁহার প্রকৃত এই রাজসিংহাসন
অত্যাচারি-নৃপতির হ'ল হস্তগত,—
...লক... মাহাট্টা-সভায় সুখে করিছে যাপন ;

সমুচ্চ সম্মান-পদ, অনুকম্পা-কোকনদ,
মহাত্মা শিবজী তাঁরে করিয়া মণ্ডিত,
বদান্যের পরাকাষ্ঠা করিলা বিদিত;
অর্থের বিষম লিপ্সা—ভীষণ বিদ্বেষ,
এমন কি তাঁর সেই সমুচ্চ সম্মানে
স্পর্শিবারে পারিবে না কভু অনুলেশ;—
সেই মহানৃপতিরে অর্চ্চনা ভূষণে
ভূষিবারে, সুধীসিংহ গিয়াছে তথায়।
যে নৃপ—সাহায্য বলে, মহারাষ্ট্র সৈন্যদলে
বীর বিক্রমজী সহ সমর সাগরে
জাগরিত করিবারে,—উদার অন্তরে
সুধারূপী সুধীসিংহ বাসিছে সেথায়।
যাঁদের সাহায্যে, শক্তি! আমরা আবার,
(মহেশ্বর করুণায় হউক সাধিত,)
হেরিব সকল হৃদে শান্তির উদয়!
আবার আমরা, সখে! অশনে বসনে সুখে,
চিত্তানন্দ শান্তি-রাশি করিব সঞ্চয়,—
পুনরায় পাত্রে মোরা করিব আহার;
পানামোদে কভু হায়, রক্তময়ী ছুরিকায়,
অন্তরের স্বাধীনতা নাশিবে না আর;
স্বাধীন-সম্মান আর আতিথ্য সৎকার
আবার এ রাজ্যধামে, মোদের সুহৃদগণে
করিব, যাঁদের তরে হৃদি দুখময়!—
এ সংবাদে কর্ণবীরে, (ঘৃতাহুতি

করিলে যেমতি জলে উজ্জল প্রভায়,)
রোষ-অগ্নি জ্বালাইয়া, দলিয়া সে কর্ণ হিয়া
অধিক যন্ত্রিত তাঁরে করিছে নিশ্চয় ;—
যাহে রণ আয়োজন চেষ্টিছে অপার !

শক্তি। প্রেরিলা কি দূতে কর্ণ তাঁর সন্নিধানে ?

অমাত্য। পাঠাইয়া ছিলা দূত তাঁহার সদনে ;
সুধীসিংহ দৃঢ়ভাবে কহিলা তাহায়,
"দূতবর ! না যাইব সেই রাজ্য ধামে।"
বদন বিষণ্ন করি আসিয়া হেথায়,
ক্ষুণ্নভাবে অনুচর কহিলা আমায়,
কহিলেন সুধীসিংহ,—"বোল, কর্ণবীরে,
সময়েরে দোষী তিনি করেন যেমন,
যেই কাল বিঘ্ন এবে এ মোর উত্তরে।"

শক্তি। কতদূর প্রধাবিত তাঁর সেই জ্ঞান,—
কর্ণবীরে কতদূর শিক্ষা দিতে পারে,—
কর্ণবীরে করিবারে আত্ম-সাবধান,
উত্তম উত্তর তিনি দিছেন তাঁহারে ;—
যেন কোন সৌরদূত কৃপালু হইয়া,
সৌরাষ্ট্র সভায় পসি, বায়ুর গতিতে,
জানাতেছে এ পীড়িত নগরে চাহিয়া,
ইঁহার উদ্ধার কার্য্য সাধিবে ত্বরিতে !
এই আশু সুভাশীষে, পীড়িত এ জন্ম-দেশে,
অত্যাচারী হস্ত হ'তে করিবে উদ্ধার,
প্রবাহিবে সুনিশ্চয় শান্তি—সুধাসার।

অমাত্য। আমিও সে প্রিয়তম ধার্ম্মিকের সনে,
মহেশে সতত পূজি, হৃদয় মাঝারে ভজি,—
জন্ম-ভূমি হোক ত্রাণ—এ কামনা মনে।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্ধকার গহ্বর। মধ্যস্থলে অনলোপরি তৈলপূর্ণ কটাহ।

(বজ্রনাদ।—তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ।)

১ম ভৈর। তিন ডাক্ দেছে রঙিন্ মেণি—মিউ মিউ মিউ ক'রে!

২য় ভৈর। তিন আর একবার ডেকেছেল সজারুটাও জোরে!

৩য় ভৈর। বাজপাখী ঐ চেঁচাচ্চে লো। শোন্‌লো ওলো শোন
"এই সময়" "এই সময়" বলেলো ওই বোন্!

১ম ভৈর। কড়াটার চতুর্ধারে গিয়ে ওলো সব,
বিষমাখান নাড়িভূঁড়ি ফেল্‌লো ঝপ্ ঝপ্।—
ঘামে জরা বিষে ভরা ঠাণ্ডা পাথার জাত
একত্রিশ দিন অনুদিন কষ্টে ছিল মাত,
সেই ঘুমন্ত বেঙ্‌টাতে লো আগে দিয়ে
(ওই) মায়ার পাতে আগে বেটে কর্‌লে

সকলে। দ্বিগুণ আ'সে,* দ্বিগুণ ক্লেশে,
জ্বলুক্ আগুন,—ধরুক্ তেজে,
ফুট্‌চে কড়া, হ'চ্চে সাড়া
টগ্ বগ্ ক'রে আগুন মাঝে!

২য় ভৈর। জলার সাপের মাথার খোলে
ভাজ্‌রে কড়ায় হেলে দুলে;
বুনোজ্যেঠীর ডারা দুটো;
সোনাবেঙের পায়ের চেটো;
বাদুড়ের লোম; কুকুরের জীবে;
ময়াল সাপের কাঁটার দাবে;
কানাপোকার শুক্‌নো হুলে;
টিক্‌টিকির ঠ্যাং, আর পেঁচার পালে, †
বহু আ'সের ভেল্কীর তরে
মড়ার মতন খুঁচিয়ে জোরে,
(খুব) ফুট্‌তে দেলো টগ্‌বগ্ কোরে।

সকল। দ্বিগুন আ'সে, দ্বিগুন ক্লেশে,
জ্বলুক আগুন,—ধরুক্ তেজে;
ফুটেছে কড়া, হোচ্ছে সাড়া
টগ্ বগ্ কোরে আগুন মাঝে!

৩য় ভৈর। কেঁউটের আঁষ, নেক্‌ড়ের দাঁতে,
ডাইনে জিয়োন মড়ার মাথে;
লোনাজলের হাঙ্গর ধরা—

---

* আ'সে—আয়াসে।

† [illegible]লে—পালকে।

(তার) গলা আর পেট্‌টা নিয়ে
মিশিয়ে সব সাবধান হ'য়ে;—
আঁধার রাতে খুঁড়ে বার
বিষলতার শেকড় আর;
ঠাকুর নিন্দুক যবন বেটার
ক্ষিদেয় জরা ভয়ঙ্করা,
পেটের পীলে কোরে জোগাড়,
চাঁদের গেরোণের দেবদারুকড়,
ছাগল পিত্তি—ভেল্কীর বল;
তুর্কীর নাক, তাতারের ঠোঁটে;
বেশ্যাহ'তে গাঁয়ের খাতে
'শ্মসান পুত্তের আঙ্গুল কেটে;
যোগ ক'রে তায় বাগের গলা
আদত জিনিসে মিশিয়ে কড়া,
ঘন আর চট্‌চোটে মাড়
তোয়ের কর্‌লো ভেল্কীর সার।

সকলে। দ্বিগুন আ'সে, দ্বিগুন ক্লেশে,
জ্বলুক্ আগুন,—ধরুক্ তেজে;
ফুট্‌চে কড়া, হোচ্চে সাড়া
টগ্‌বগ্ ক'রে আগুন মাঝে!

২য় ভৈর। বোন্ মানুষের রক্ত তাতে
মিশিয়ে ফেল্‌লো একত্রেতে,
তবেত ভেল্কী হ'য়ে জারি
যারে হেরি, ধর্‌বে তারি।

(কালভৈরবী ও অপর তিনজন ভৈরবীর প্রবেশ।)

কালভৈর। বেশ হ'য়েছে! সাবাস দিই তোদের এই কাজে;
লাভের ভাগ পাবি সবে—এখন আয়লো মোজে,
দানাপরি যেম্নি ঘুরি ফেলে সবায় ফাঁদে
গোল হোয়ে, কড়ার ধারে গাইলো আয় সাধে!

(গীত।)

কাল সাদা নীল কটা,
আয়রে ভূত সবে হেথা,
আয়রে আয়রে আয়!
একে একে মিশে মিশে,
গুটী গুটী পাশে পাশে,
মিশ্‌তে হেথা আয় সবায়!
পারিস্ এমন্ জানি তোরা
আয়রে, আয়রে হেথা ত্বরা,
ব্যাজে বৃথায় কাল বয়ে যায়।

২য় ভৈর। বুড়ো আঙুল বিঁধ্‌লো মোর,
আস্‌চে কোন মানুষ ঘোর;—
খোল্‌রে তালা,
ঠেলুক্ শালা!

(কর্ণবীরের প্রবেশ।)

ঋক্ষরূপী! ভয়ঙ্করী! ভৈরবী নিকর!

নিভৃত বাসিনী ধনী, কেমন আছলো শুনি,
কি করিছ—কিবা ইহা ? কহলো উত্তর।

সকলে। নাম নেই, কাজ এই, ওহে নৃপবর!

কর্ণ। মিনতি হে বামাগণ, কহলো আমায়!
যেই মায়া ছায়া করি, প্রকাশ আপন জারি,
সেই মায়া দিব্য করি মিনতি আমার,
(যাহা জান বল সবে)—উত্তর ত্বরায়।
যদিও হে বামাগণ! তোমরা সকলে,
সদাগতি গতি ছাড়ি, মায়ামন্ত্র করি জারি,
মারুতেরে আজ্ঞা দেহ যুঝিতে দেউলে;
যদিও সময়ে হায়, ফেণারাশি সমুদায়
তরঙ্গে সংযমি রঙ্গে পোতবাহিগণে
করিয়া উদ্ভ্রান্ত মতি, হইয়া বিপথ গতি,
বিস্মৃত—গ্রাসিত করে বারিধি জীবনে;
যদিও জগত-প্রাণ, শস্য-সুরতন ধান,
বৃষ্টি আর বায়ু ভরে হয় বিদ্রাবিত!
তরুবর শুষ্ক হয়ে হয় নিপাতিত!
যদিও দুর্ভেদ্য দুর্গ, দৃঢ় যথা শৈলবর্গ,
প্রহরী শিরসে হয় সঘন কম্পিত;
যদিও প্রাসাদ আর, মন্দির-শিখর ধার
আপনার কাঁথ হাতে হয় বক্রস্থিত!
যদিও স্বভাব-বীজ রতন-ভাণ্ডার,
মন্বন্তর না আসিতে বিশাল ধরায়,
বিনাসিত—উন্মূলিত হয় একেবার;

জানি এই কাণ্ডাবলী অদ্ভুত বিষয় !
এই সব মায়া কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া,
মিনতি—মিনতি করি, ভৈরবী নিকর !
জিজ্ঞাসিব তোমা সবে যা কিছু বলিয়া।
উত্তরহ এজনারে—করিয়া সত্বর।

১ম ভৈর। বল, বল কর্ণবীর !

২য় ভৈর। জিজ্ঞেস্ কর রাজ্ ধীর !

৩য় ভৈর। আম্‌রা তা তোমার কাছে
উত্তর দেব মাঝে মাঝে !

১ম ভৈর। বল কর্ণ কি চাও শুনি,
শুন্‌তে তব আশার বাণী,—
আমাদের সবার বদন থেকে
কিম্বা মোদের মনিব মুখে !

কর্ণ। ডাক প্রভুগণে তব, হেরিব নয়নে !

১ম ভৈর। রক্ত ! রক্ত ! সেই রক্ত—
শূয়ারটার মস্ত রক্ত—
নটা বেটা খেকো সেই
নগ্ন ক'রে অগ্নি দেই
ঢাল্ আগুনে জ্বল্‌ছে ওই ;
আর শোন্‌লো তোদের কই,
হাঁড়িকাটের মড়ার ঘি
ঘেমে পোড়েছে, সেইটী নি—
ত্বরা—ত্বরা—ক'রে ত্বরা
[illegible] আগুনে ওলো তোরা।

ভীম নাদে নিক্ষেপিত অশনি মাঝার,
হ'তে পারি অনায়াসে নিদ্রিত এখন।—
একি! এ,—

(বজ্রনাদ।—বৃক্ষহস্তে রাজশিশুমূর্ত্তির আবির্ভাব।)

আবির্ভূত হইতেছে নৃপতির মত!
প্রশান্ত ললাট দেশে, প্রকাশে দামিনী হাসে,
রাজটীকা! রাজদণ্ড সাম্রাজ্য-শাসিত?

সকলে। কহিও না কথা কর্ণ,
মন দিয়ে ওঁর কথা শোন!

মূর্ত্তি। পরাক্রমী হও বীর, কেশরী সমান,
অহঙ্কারে জগতেরে কর তুচ্ছ জ্ঞান;
রাগান্বিত, উত্তেজিত করে কোন জন,
কিম্বা ষড়যন্ত্রী কোথা করিছে যাপন,—
কাহার(ও) কারণে, বীর! ক'রনা চিন্তন।
যাবৎ না নেত্রকোণা—অরণ্য ভীষণ—
সমুচ্চ পাষাণময়ী আরাবলী শিরে
কর্ণের বিপক্ষে আসে রোষে যুঝিবারে,
ততদিন কর্ণপ্রাণ বিশাল ধরায়
বিধ্বংসিত—বিনাসিত হবে না নিশ্চয়!

[নিম্নে অন্তর্দ্ধান।

কর্ণ। না—না, তাহা কথনই হইবে না জানি
এ সংসারে কেবা আছে, অরণ্যের শোভা,
পারিবেক আজ্ঞা দিতে, যথা অনীকি

অসম্ভব কার্য্যাবলী!—অসম্ভব বাণী!
আজ্ঞা দিবে বিটপীরে, মূল উৎপাটন তরে?
সদুত্তম নিদর্শন! উত্তম শকুন!!
যতদিন নেত্রকোণা—অরণ্যানী বিভীষণা,
না উঠিবে বৈরীরূপে এ মর্ত্যভুবনে;
যতদিন কর্ণবীর, ধরিয়া নৃপতি-শির,
প্রকৃতির গতিক্রমে রহিবে জীবিত,
যতদিন শ্বাস তাঁর, থাকিবে এ বসুধার,
তাঁহার মানবাচার হ'বে সম্পাদিত;
রাজদ্রোহি ব্যক্তিগণে, ততদিন কোনক্রমে,
পারিবেনা নিজ শিরঃ করিতে উন্নত।—
তথাচ আমার মন, হে ভীমারমণীগণ,
জানিবারে এক বস্তু হ'তেছে ব্যথিত।
বল মোরে ত্বরা ক'রে, (যবে পার বলিবারে
তোমাদের মায়াবলে এত বিস্তারিত,)
বিজয় বংশীয়গণ, জয়পুর রাজাধন,
পাইবে কি—চিরকাল করিবে শাসিত?

সকলে। নাহি কর ইচ্ছে আর,
জান্‌তে ফের এ ব্যাপার।

কর্ণ। সন্তোষিত হব আমি, জানাও আমারে ধনী,
জানাও,—শীতল কর অন্তর আমার,
নতুবা যদ্যপি লবে কর অস্বীকার,
ঘোর অভিলাপ, দারুণ—অনন্ত সাঁপ
[illegible] নিক্ষেপিত হবে, বামা! সবার উপর।—

জানাও—জানাও মোরে—জানাও সত্বর!

ওকি!

জলন্ত কটাহ কেন, হ'ল ওই নিমগন,

একি এ! কিসের ওই শব্দ ভয়ঙ্কর?

(নেপথ্যে নহবত বাদ্য।)

১ম ভৈর। দেখ!

২য় ভৈর। দেখ!

৩য় ভৈর। দেখ!

সকলে। দেখা দাও ওর নয়ন পাসে

মনের ভেতর জ্বালাও ক্লেশে।

ছায়ার মতন এস হেথা,

ছায়া হ'য়ে যেও যেথা সেথা!

(আটজন রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব ও রঙ্গমঞ্চে শেষ মূর্ত্তির দর্পণ হস্তে পরিভ্রমণ;—বিজয়ের প্রেতমূর্ত্তির সর্ব্বপশ্চাৎ ধাবমান।)

কর্ণ। একি এ! বিজয়চন্দ্র! প্রেতআত্মা তোর!

দূর হও, দূর হও! নামি যা ভূতলে!

জলন্ত অনল-সম নৃকীরিট তোর

পোড়ায় যে মম নেত্র-তারকা যুগলে।

একি রে আবার!

ভ্রূযুগল হেরি তোর স্বর্ণ বিমণ্ডিত!

শিরোধার তোরও হায় প্রথম মতন

একি রে—তৃতীয় মূর্ত্তি! পূর্ব্বকার মত !!!
পাপীয়সী বামাগণ! কিসের কারণ
দেখালি বল্‌রে হেন দৃশ্য নিদারুণ?—
এই রে চতুর্থ মূর্ত্তি!—চলে যা সত্বর,—
ভয় হতে পরিত্রাণ হও দুনয়ন!—
একি! একি! বজ্র হ'তে তূর্য্য ভয়ঙ্কর?
সপ্তম মূরতি! ওহো!—না দেখিব আর;
একি! দেখি!
তবু আসে ভীমবেশে অষ্টম আকার,
ধরিয়া দর্পণ করে, প্রকাশিছে বিভৎসারে,
যাহে দেখাতেছে ওই অসঙ্খ্য—অপার!
দ্বিমুকুট কার' দেখি! ত্রিদণ্ড কাহার!
ভীষণ দর্শন! ওহো! নেত্র বিদারণ!
দেখিলাম সত্য এবে আমার জীবনে!
রক্তাক্ত বিজয় করি ভয় প্রদর্শন
অটহাস্তে কাঁপাইছে মানস-বিজনে!
ওই যেন! ওই যেন, অপর সকলে
নির্দ্দেশিছে, ওর হ'য়ে ভ্রূকুটী করিতে!!!

[প্রেতমূর্ত্তিগণের অন্তর্দ্ধান।

একি! একি! একি হ'লো! কোথা গেল চলে!
বিস্ময় কি আবরিল উদ্দিপিত চিতে?
উহাকি—উহাকি তবে এ প্রকারি হায়?
হাঁ—
ক। এটা সত্য বটে, এই রকমই হয়;—

কিন্তু কর্ণ অমন্ ক'রে
দাঁড়িয়ে কেন অবাক্ হ'য়ে ?
আয়লো বোন আমরা মিলে !
খুসী করি, ওঁর, মান্ষে মনে ;
দেখাই সাধে মোদের কলে
হেথায় সবাই নেচে দুলে !—
বাতাসে আমি ভেল্‌কী ক'রে
বাজাব বাঁশি মোহন সুরে ;—
তোরাও সব চতুরধারে
ভেল্‌কী দেখা ঘুরে ঘুরে ;
যাতে লো এই রাজবীরে
বল্‌বেন সবে দয়া করে,
মোদের কাজে ওঁনার হ'তে
সাবাস্ পেয়েছে ওঁর খুসিতে !

[অন্তরীক্ষে বংশীধ্বনি।—ভৈরবীগণের নৃত্য ও
কালভৈরবীর সহিত সর্কলের অন্তর্দ্ধান।

কর্ণ। কোথা তারা—ভীমাকারা ? চলে গেল কোথা ত্বরা ?
একি ! চারিদিক্ দেখি ! !—শুধু ধূম্রাকার ! ! !
পঞ্জিকায় যেন হায়, এই ঘোর দুঃসময়,
ঘৃণ্য—অভিসপ্ত্য বলি হয় সুপ্রচার !—
(নেপথ্যে চাহিয়া) ·
কেন এলে ! না আসিয়া ওই স্থান দিয়া ?

(শক্তিধরের প্রবেশ।

শক্তি। নৃপমণি ! বলুন কি তব অভিপ্রায়

কর্ণ। কুহকিনী ভগিত্রয়ে ক'রেছ দর্শন ?

শক্তি। হেরি নাই তাহাদের ওহে নৃপবর।

কর্ণ। তোমার সম্মুখ দিয়া করেনি গমন?

শক্তি। না প্রভো! যায়নি তারা কহিনু নিশ্চয়।

কর্ণ। যে প্রদেশ দিয়া যায় সে পাপিনীগণ,
সে স্থানের সমীরণ হয় কলুষিত।
আর তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন
করে যারা অনায়াসে, মন্দ সংঘটিত
হউক তাদের এই প্রার্থনা আমার!—
(নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া)
অশ্ব ক্ষুরধ্বনি ওই পাই শুনিবারে!
কে আসিছে দ্রুতগতি নগর মাঝার ?

শক্তি। দুই কিম্বা তিনজন তব অনুচরে
আসিতেছে, মহারাজ! লয়ে সমাচার,
সুধীসিংহ পলায়েছে নিশাগড় ধামে!

কর্ণ। কি বলিলে, পলায়েছে নিশাগড় ধামে!

শক্তি। হাঁ মহারাজ!

কর্ণ। (স্বগত) ওরে কাল!
কেন বল এজনার কাণ্ড ভীমময়
রোধিয়া রেখেছ! মোরে করিয়া বঞ্চিত ?—
হৃদয়ের শীঘ্রগামি নিহিত বাসনা,
(সময়ের সম যার গমন নিশ্চিত,)
কোন জন কোনক্রমে নারে রোধিবারে—
যদি না কার্য্যেতে হয় তাহা সম্পাদিত ;

এই দণ্ডে এ হৃদির উদ্ভব-চিন্তারে
এই করে করিবই এখনি নিহিত।
এক্ষণে চিন্তারে মম মানস-শিরসে
করিবারে সমুকুটে শোভা বিস্তারিত,
চিন্তা সমুদিত যবে হইবে মানসে,
তখনই কার্য্যে তাহা করিব সাধিত।—
সুধীর দুর্ভেদ্য দুর্গ করি চমকিত,
ফতেপুর বাহুবলে, আক্রমিয়া সুকৌশলে,
তার দারা, সুত, আর সবান্ধবগণে,
(যাহারা সুধীর বংশ করিছে রঞ্জিত.)—
সকলেই খণ্ড খণ্ড করিব কৃপাণে!
বৃথা নির্ব্বোধের মত নাহি দম্ভে কাজ,
অভিপ্রায় না উদিতে, এই কার্য্য সম্পাদিতে,
অগ্রসর হ'ব আমি নাহি করি ব্যাজ।
কিন্তু, বৃথা দৃষ্টিপাত করিব না আর!—
(প্রকাশ্যে)
কোথায় সে ব্যক্তিগণ? চল, শক্তিধর,
লয়ে চল সেই স্থানে হইয়া সত্বর।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফতেপুর।—সুধীসিংহের দুর্গ।

(পদ্মিনী, বালক ও মল্লরায়ের প্রবেশ।)

পদ্মিনী। কিবা হেন কার্য্য হায় ক'রেছেন তিনি
পলালেন, ত্যজি যাহে স্বদেশ ভবন ?

মল্ল। ধৈর্য্য ধর, জননীরূপিণি !

পদ্মি। নাহি দোষ তাঁর,—হায় উন্মাদ মতন
আছিল সে পলায়ন;—যথন সাধিত
নহে কোন কার্য্য হায় ! শুধু আশঙ্কায়,
রাজদ্রোহী বলি মোরা হই যে গণিত !

মল্ল। না জান আপনি দেবি ! পলায়ন তাঁর
বুদ্ধি কিম্বা ভয়ে হেন হ'ল সংঘটিত !

পদ্মি। কি বলিলে, বুদ্ধি তাঁর ? বুদ্ধি, মল্লরায় ?
দারা সুত পরিবার, মান পদ গৃহ দ্বার,
ত্যজিয়া যাওয়া কি হায় বুদ্ধি কার্য্য তাঁর ?
ভালবাসা নাহি তাঁর আমাদের প্রতি !
প্রকৃত প্রণয় তাঁর অভাব হৃদয়ে !
ক্ষুদ্র যে 'মোনিয়া'পাখী অজ্ঞান প্রকৃতি,
তারাও শাবক তরে নিশীথ সময়ে
পেচকের সহ যুঝে সম্মুখ সমরে।
তাঁহার অন্তর শুধু আতঙ্ক জড়িত,
ভালবাসা লেশমাত্র নাহিক সঞ্চরে।—

যেই পলায়ন হয় ন্যায় বহির্ভূত
বিজ্ঞতার লেশ(ও) তাহে নহে প্রবর্ত্তিত।

মল্ল। হে সুভগে! পতিব্রতে, জননীরূপিণি!
এ মিনতী করি সতি! নিবেদি তোমারে,
এই বলি সুশিক্ষিত হও হে আপনি ;—
তব পতি, মানী, জ্ঞানী, পণ্ডিত বিচারে,
কালপারদর্শী তিনি, ভারত ভিতরে!
সমধিক বলিবারে, নাহি ধরি সাহসেরে ;
সময়ের গতি হায় নিষ্ঠুর এক্ষণে।
যেহেতু, যখন মোরা, রাজদ্রোহি হই ত্বরা,
মোদের প্রকৃত দোষ পারি না জানিতে ;
যবে জনরবে, মোরা আশঙ্কা-কারণ,
জানিবারে সমুৎসুকে হই সমুদ্যত,
তখনো আশঙ্কা কিসে আমাদের হায়,
জানিবারে কোনক্রমে না পারি নিশ্চিত,
সন্দেহের অজ্ঞানতা-অকূল-পাথারে
এধারে ওধারে মোরা হই ভাসমান,
তথাচ উপায় তার পারি না নির্ণিতে!—
ক্ষণতরে কর এবে বিদায় প্রদান,
আসিব আবার হেথা, সতীত্ব আধার!
বৃথা আর চিন্তিওনা পতিরে তোমার।—
মন্দ জন্য সমুদয়, ক্রমশই মন্দ হয়,
অতি মন্দে গিয়া তবে ক্ষান্ত দেয় তার,
নতুবা পূর্ব্বের হ'তে, সৌভাগ্য সোপানে

সে বিষয় সুনিশ্চয় ধাবমান হয়।—
(বালকের প্রতি)
ভাই মোর! হৃদয়ের আনন্দবৰ্দ্ধন!
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে করহ যাপন!

পদ্ম। পিতা থাকিতেও বৎস, হায় পিতৃহীন!

মল্ল। যদি আমি এইস্থান থাকি বেশীক্ষণ
মম সম জ্ঞানহীন নাহিক ধরায়,
অসন্তোষ হবে ইথে তাহ'লে তোমার,
আমারো হইবে শুভে! লজ্জার বিষয়;—
লইনু বিদায়, যাই—যাই একবার।

[প্রস্থান।

পদ্মি। বাছা! তোর বাপ্ মরেছে; তুই এখন কি কর্‌বি? কেমন ক'রে থাক্‌বি?

বালক। পাখীরা যেমন ক'রে থাকে মা!

পদ্মি! কি, পোকা মাকড় খেয়ে?

বালক। যা'পাব তাই খাব; পাখীরাও তাই করে মা!

পদ্মি। অভাগা পাখি! জাল আঁটা, চোরা গর্ত্ত, আর ফাঁসে কি তোর ভয় নেই?

বালক। কেন থাক্‌বে মা? সে সব পাখীর জন্যেতো পাতা হয়নি। তুমি যাই বল, আমার বাবাতো মরেননি।

পদ্মি। হাঁ, তিনি মরেছেন, তুই তাঁর জন্যে কেমন ক'রে

[illegible]লক। তুমি বল দেখি, তুমি কেমন ক'রে থাকবে?

পদ্মি। কেন, আমিতো আমার জন্যে বাজার থে
কুড়িটে কিনে আন্‌তে পারি।

বালক। কেন, তুমিও তা' বিক্রি ক'রে, আবার কি
আন্‌বে।

পদ্মি। বেশ বুদ্ধিতে কথা বল্‌ছিস্‌ যা' হ'ক, এও তো
পক্ষে তবু যথেষ্ট বটে।

বালক। মা! বাবা কি রাজদ্রোহী?

পদ্মি। হ্যাঁ! তিনি রাজদ্রোহী।

বালক। রাজদ্রোহী কি মা?

পদ্মি। কেন, যে দিব্যি ক'রে, আর মিথ্যে কথা কয়।

বালক। সকল রাজদ্রোহীই কি এমন করে মা?

পদ্মি। যে এমন ক'রে সেই রাজদ্রোহী, আর তাকে
ফাঁসি দেয়।

বালক। যারা দিব্যি করে, আর মিথ্যে কথা বলে, তাদে
সকলকেই তবে ফাঁসি দেয়?

পদ্মি। সকলকেই।

বালক। কে তাদের ফাঁসি দেয়?

পদ্মি। কেন, ভাল লোকেরা।

বালক। তবে যারা দিব্যি করে আর মিথ্যে বলে, তারাতে
ভারি নির্ব্বোধ, তারাতো অনেক আছে, তারা কেন ভাল
লোককে মাত্তে আর ফাঁসি দিতে পারে না?

পদ্মি। আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর তোকে রক্ষা করুন।—
কিন্তু তুই তোর বাপের জন্যে কি কর্‌বি বল?

বালক। যদি তিনি ম'রে থাকেন, তুমি তাঁর জন্যে কাঁ

যদি না কাঁদো, তা হ'লেতো এক রকম ভালই,—আমি শীগ্গির—

পদ্মি। দূর্ হতভাগা বড়্‌বড়ে, কি বল্‌ছিস্!

(একজন দূতের প্রবেশ।)

দূত। আশীষ করুন শিব, তোমায় সুন্দরী!
যদিও অপরিচিত তব সন্নিধানে
তথাপি আপন পদ—রাজ্য শুভকারী,
জ্ঞাত আছে ভালরূপে এই হীনজনে।
তাই আসিয়াছি আমি কহিতে চরণে,—
ভীষণ বিপদ উর্ম্মি, অতিক্রমী বেলাভূমি,
প্রায় সমাগত এবে আপন ভবনে;
ভয় বাসি কহিবারে সেই বিবরণে;
দীনের মন্ত্রণা যদি করহ গ্রহণ,
চাহিওনা ফিরে আর এ ভবন পানে,
শিশুপুত্রে লয়ে ত্বরা কর পলায়ন।
এ ভীতি সংবাদ দানে, আমারে বর্ব্বর গনে,
করিবে নিশ্চয় জানি, তুমি সুভাবিনী!
কিন্তু ইহা হ'তে যদি, ঘোরতর হৃদিভেদী,
নিষ্ঠুরতা ঘটিবেক—থাক অনুমানি,
তাহা হ'লে জেনো তাহা তব সন্নিকট।
ঈশ্বর রক্ষুন তোমা এ বাসনা চিতে!
না ধরি সাহস আর এ স্থানে রহিতে।

[প্রস্থান।

পদ্মি। কোথায়—কোথায় আমি পলাব এখন?
আমিতো কাহার' কভু মন্দ করি নাই।—
কিন্তু এবে হায় মম হইল স্মরণ
এই পাপ-পরিপূর্ণ সংসারেতে রই,
যে স্থানে মন্দই সদা হয় প্রশংসিত,
পর-উপকার-রূপ-সৎকার্য্য-সাধন
জ্ঞানহীন বিপত্তিতে হয় সুবিদিত!
কেন তবে, হা বিধাতঃ! অবলা মতন,
"মন্দ করি নাই কা'র" করি উচ্চারণ?

(ঘাতকগণের প্রবেশ।)

একি! কাহাদের মুখ হেরি দরশনে?

১ম ঘাত। কোথা তোর স্বামি মোরে, বল্ ত্বরা করে?

পদ্মি। আশা করি, তোর মত নরাধম জনে,
হেন অপবিত্র স্থল নাহি ধরা'পরে,—
যেই স্থানে সেইজনে পারিবি দেখিতে।

১ম ঘাত। রাজদ্রোহী সেইজন বিদিত জগতে।

বালক। মিথ্যা কথা তোর, ওরে পাপী নরাধম!

২য় ঘাত। কিরে তুই সর্প ডিম্ব! এতস্পর্দ্ধা তোর,—
বিশ্বাসঘাতকতার শৈশব-প্রতিম!

(তরবারি দ্বারা আঘাত।)

বালক। মা—মা! মারিয়াছে দুরাত্মা আমায়!
পলাও,—মিনতি, মাগো, পলাও ত্বরায়!

["খুণ হ'ল" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মিনী পলায়ন ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাতকগণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(নিশাগড়।—রাজভবন সম্মুখস্থ উদ্যান।)

(দেবীসিংহ ও সুধীসিংহের প্রবেশ।)

দেবী। সুধীসিংহ!
চল যাই অটবীর নির্জ্জন ছায়ায়,
পিতার বিরহ তরে, হৃদয়ের শোকভারে,
লাঘব করিব মোরা কাঁদিয়া তথায়।

সুধী। যুবরাজ! অনুতাপে কিবা প্রয়োজন?
বরঞ্চ কৃপাণ করে, ধরহ বিক্রম ভরে,
অধর্ম্ম-করস্থ হায় স্বদেশ-ভবন—
চল উদ্ধারিতে যাই বীরের মতন!
যুবরাজ! নব রবি পূর্ব্বাসার গলে,
বিতরি কিরণ-কণা হায় প্রতিদিন,
যেমতি উদিত হন বিমানের চূড়ে,
কত নব নারী হায় হারাইয়া পতি,—
কত নব দীনহীন অনাথা—রোদন,
কত নব শোকরাজি কম্পি' বসুমতি,
আঘাতিত করি হায় অম্বর ভুবন,
প্রতিধ্বনি পরিব্যাপি জয়পুর ধামে—
কাঁপাইয়া অন্তস্থল হয় অবধৃত!
যেন শ্রুবে প্রবেশিয়া হায় মাতৃভূমে,

সে শোকে বিশদ শোক করে প্রকাশিত !

দেবী। সুধীসিংহ ! আছে মোর যাহাতে বিশ্বাস,
করিব তাহার তরে দুঃখ পরকাশ,
যাহা করিবারে পারি আমি উদ্ধারিত
সময়ের আনুকূল্যে সে সব বিষয়,
প্রতিবিধানিতে আমি চেষ্টিব নিয়ত।
সুধীসিংহ ! যাহা তুমি কহিলে আমারে,
হ'তে পারে হেন কাণ্ড সত্য বিঘটিত।
সেই পাপী, যার নাম উচ্চারিলে পরে
মোদের জীহ্বায় হয় ক্ষত-প্রজ্জ্বলিত।
একদিন তুমি যারে অন্তর ভিতর
ভালবাসিয়াছ হায় সুজন বলিয়া,
যেই ঘোর শত্রুরূপী ভীম বিষধর—
বিষময়ী ফনা যার বলে বিস্তারিয়া,
এখনো তোমায়, সুধী ! করেনি স্পর্শন,
একদিন ছিল সেই সৎ বিবেচিত !
শুন, সুধী ! যদ্যপিও বালক এজন,
কিন্তু তথাপিও তুমি হইবে অৰ্জ্জিত
এজনার হ'তে, তার বিপদজনন
শুভপ্রদা সহায়তা কহিনু তোমারে ;—
দুর্ব্বল-অভাগা-হীন মেষের মতন
বলি দিয়া সন্তোষিতে ক্রুদ্ধ দেবতারে,
দিব্যজ্ঞান লভিবেক হ'তে এইজন।

সুধী। কুমার ! বিশ্বাসহন্তৃ নহি কভু আমি।

দেবী। কিন্তু সেই কর্ণবীর বিশ্বাসঘাতক।
সদাশয় ধার্ম্মিকেও এ নিশ্চয় জানি,
নৃপতির অনুমতি—অধর্ম্ম জনক
অনায়াসে ক্লেশেতেও পারে সাধিবারে।
কিন্তু, সুধী! কহি আমি, ক্ষমা কর মোরে;
যেহেতু এজন নাহি পারে বলিবারে,
কি ভাব বিরাজে এবে তোমার অন্তরে;—
যদিও সৌন্দর্য্য যায় হয়ে অবসিত,
ত্রিদিবের সুন্দরতা বিরাজে তথাপি,
যদিও নির্দ্দয় হয় দয়া সুশোভিত
তথাপিও দয়া—যিনি সুনির্ম্মলা দেবী,
এক(ই) ভাব সততই করে প্রকাশিত।—

সুধী। যত আশা ছিল মনে হ'ল বিসর্জ্জিত!

দেবী। সুধীসিংহ! যে অবধি সন্দেহ আসিয়া
আমার হৃদয়স্থলে হ'য়েছে স্থাপিত,
সে অবধি তব আশা তোমারে ত্যজিয়া
গিয়াছে, জেনেছি আমি অন্তরে নিশ্চিত।
বল, সুধী! কেন তুমি, ত্যজি দারাসুত,—
সে সব অমূল্য নিধি দিয়া বিসর্জ্জন,—
সেই দৃঢ়-ভালবাসা করিয়া ছেদন,
বিদায় না লয়ে হায় তাদের সদন,
কেন তুমি ত্বরা করি আসিলে হেথায়?
জেনো, সুধীসিংহ! এই সন্দেহ আমার
শুধু আত্মরক্ষা তরে জিজ্ঞাসি তোমায়,

বল নাই করিবারে অমান্য তোমার।
যাহাই ভাবিনা কেন, ন্যায়পরায়ণ
হ'তে পার তুমি সুধী প্রকৃত বিধানে;—

সুধী। মাগো, জন্মভূমি! হায়রে হতভাগিনী!
রক্তময়—রক্তময় হওগো এক্ষণে!
এস ঘোর অত্যাচার! এস শীঘ্রগামি!
জানাও জগতজনে নির্ঘোষি প্রতানে—
তোমার উৎপত্তি কিবা ভীষণা ধারিনী!
এস ত্বরা! হিতৈষিতা নাহি এ ভুবনে
বাধিবারে তব শক্তি—ভীতি-প্রচারিণী।
কর পরিধান তব অধর্ম্ম-বসন,
যেহেতু তোমার নামে সেই জন্মভূমে
সিংহাসন দৃঢ়রূপে হয়েছে স্থাপন!—
যুবরাজ!
বিদায়—বিদায় মম তব সন্নিধানে;
জেনো স্থির, যুবরাজ! তোমার অন্তরে,
সেই মাতৃভূমি, যাহে সেই পাপাশয়
করিতেছে আধিপত্য পাই যদি করে,—
সমগ্র ভারতবর্ষ—বিশাল ধরায়
পাই যদি অধিকারে—সুখ ভুঞ্জিবারে,—
বিশ্বাসঘাতক নাম তথাপি আমার
শোভিবারে নাপারিবে বসুধা মাঝারে;—
তথাপি জানিও স্থির হৃদয়ে তোমার,
বিশ্বাসঘাতক-পদ—করিবনা ক্রয়।

দেবী। সুধীসিংহ! হইও না ক্রোধিত বৃথায়,
বলি নাই আমি, দৃঢ়-ভয়েতে তোমার।
ভাবি যেন, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি
পাপের পয়োধি-নীরে হয় নিমজ্জিত,—
কাঁদিতেছে,—রক্তপাতে রঞ্জিত সে ভূমি!
ভাবি যেন, প্রতিদিন হায়রে নিয়ত
নব নব শোকরাশি হইয়া উদিত
আহত অন্তরে তাঁর হতেছে মিলিত,—
আরো ভাবি, তথাকার প্রজা সমুদয়
আমার সপক্ষে যেন করিল সমর,
আমিও এস্থানে যেন বিজ্ঞ সদাশয়
শিবজী নৃপাল হ'তে সেনানী অপার
পাইলাম, উপস্থিত সমর কারণে;
আমি যেন, অত্যাচারী বিদলিত করি
বসিলাম অশি-বলে পিতৃসিংহাসনে,
কিন্তু যদি তাহাতেও স্বদেশ উপরি
পূর্ব্বাপেক্ষা পাপকার্য্য হয় সংঘটিত,
সেই অধিকারী যদি হ'য়ে অত্যাচারী
সর্ব্ব প্রজাগণে হায় করে নিপীড়িত,
যে পীড়ন এজগতে দেহে প্রাণ ধরি
কোনজনে করে নাই সহ্য কভু হায়!—
ধী। সে জনের কি কর্ত্তব্য বলহ ত্বরায়?
রী। শুন, সুধীসিংহ! আমি নিজে সেইজন,
যাহার হৃদয় মাঝে আছি অবগত,

পাপরূপী কলমের মহীরুহগণ
দৃঢ়রূপে আছে হায় পর্য্যপ্ত—জড়িত,
যখন তাহারা সবে হ'বে মুকুলিত,
তখন আমার ঘোর অধর্ম্ম সহিত,
সেই পাপী কর্ণবীরে করিলে তুলনা,
তুষার আকার যথা অতি পরিষ্কৃত—
করিবে নির্ম্মল বলি তারে বিবেচনা।
তখন অভাগা হায়! রাজ্য-বাসী যত
ভাবিবে সে কর্ণবীরে তুচ্ছ মেষ মত।

সুধী। ভীষণ চৌরাসি-কুণ্ড নরক হইতে
আসে যদি ভূতযোনি ঘোর পাপাশয়,
তথাপি সে কোনমতে ধ্রুব এ জগতে,
বিষময় পাপকার্য্য করিয়া উদয়,
কর্ণ পাপ'পরি নাহি পারে আরোহীতে!

দেবী। মানি আমি, কর্ণবীর শোণিত পাতক?
পাপী অতি, অর্থলোভী, ঘোর প্রবঞ্চক,
মিথ্যাবাদী, দয়াহীন, বিশ্বাসঘাতক,
দুরাত্মা মানব-দ্বেষী ঘোর জিঘাংসক,
যাহা কিছু আছে বিশ্বে পাপী-সম্বোধিত,
যেন হ'ল কর্ণবীর সে সব আকর,

মম সম ঔদরিক বিশ্বম্ভরা' পর
নাহি কোনজন হেন জানিও নিশ্চয়;
তব পত্নী তব কন্যা, তব যত মাতৃসমা,

সুন্দরী রমণী আর অনূঢ়া সকলে,
মম কাম-পিপাসিত-অন্তর-প্রদেশ
নাহি পারে পূরাবারে দানি প্রেম-জলে
আর এই কাম-রিপু শাসিতে বিশেষ
আছে যত জগতের রিপু-নিসূদন,
আসে যদি সবিক্রমে বিষম রোধিয়া,
তাহ'লে নিশ্চয় এই কামের সদন
পরাস্ত হইবে তারা,—দুর্দম্য এ হিয়া!

সুধী। অসীম অমিতাচারই মানব স্বভাবে—
নিষ্ঠুরতা—অত্যাচার করে উৎপাদিত,
অকালে নৃপতিগণে করিয়া সংহার
ইহাতেই, নৃপতির বিভব-আকর,—
সুখ-সিংহাসন হায়! করে রিক্তস্থিত।
তাই বলি, যুবরাজ! নিজ রাজাসন
লইবারে হইওনা ভয়ে বিচলন;
যদিও আমোদ তুমি প্রচুর প্রকারে
পার করিবারে—আছে যত অভিলাষ,
কিন্তু, যুবরাজ! যদি সে সব আচারে
অন্তরে গোপন করি, সর্ব্বজন পাস
নিষ্কাম বলিয়া নিজে করহে প্রকাশ,
তব সাময়িকগণে তাহে কোনক্রমে
জানিতে নারিবে তব কাম অভিলাষ;
ধূলি প্রদানিবে তাহে সকল নয়নে।
যুবরাজ!

তব অভিলাষ মত সুন্দরী রমণী
যত চাহ আছে তত জয়পুর ধামে ;
তব মধ্যে নাহি হেন পেটুক শকুনি,
তাহাদের সর্ব্বজনে তব কামাগুণে
গ্রাসিবারে, হে কুমার ! হইবে সক্ষম ;
বিশেষতঃ নৃপ-ইচ্ছা শুনিলে তাহারা,
স্বইচ্ছায় আসিবেক তোমার সদন।

দেবী। এই কামরসপানে হ'লে মাতোয়ারা,
সুধীসিংহ ! পাপপূর্ণ আমার প্রকৃতি
অতিশয় অর্থলোভে হ'বে আকাঙ্খিত।
জয়পুরে বিশেষতঃ হ'লে নরপতি,
তথাকার নিবেসিত—বিভব প্রভৃত
ভূমীন্দ্র মহাত্মগণে ভূমির কারণে—
কা'র রত্ন, কাহার বা প্রাসাদের তরে,
হয়তো নাসিব সবে আপন কৃপাণে ;
অধিক পাইলে, সুধী ! মম উচ্চাশয়ে
ততোধিক পাইবারে হইব তৃষিত,
যাহে ন্যায় বহির্গত ভুষিত আচারে
তাঁহাদের রত্নরাজি করিতে গ্রহণ—
নাসিতে তাদের সবে অন্যায় সমরে,—
সুধার্ম্মিক, প্রভুভক্ত জনগণ সনে,
হয়তো বিবাদ-জাল করিব পাতিত।

সুধী। এই ঘোর বুবুক্ষায় সমগ্র ভুবনে,
অতীব ভীষণ কাণ্ড করে সংযোজিত ;

নিদাঘ অঙ্কুরোত্থিত পুষ্পদাম মত
এই লালসার পুষ্প সংহারক-মূলে
জানিও, হে যুবরাজ! হয় উৎপাদিত,
এই লোভ আমাদের মৃত রাজাদের
করের কৃপাণ সম হয়েছে বর্ত্তিত;
তাই বলি, যুবরাজ! হ'য়না শঙ্কিত;
জয়পুর তব ভূমি, প্রচুর রতন খনি,
ধরে জানি, যাতে তব বাসনা পূর্ণিতে
পারিবেক অনায়াসে, প্রাচুর্য্যে তাঁহার।
আর তব শুভকর অপর গুণেতে,
সহিবে সকলে তব দূষিত আচার।

দেবী। কিন্তু সুধী! কোন গুণ নাহিতো আমার।
ন্যায়, সত্য, দার্ঢ্য, ভক্তি, আত্মানুশাসন,
বদান্যতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা-জ্ঞান,
সুশীলতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, বীর্য্য, স্থৈর্য্য,
প্রভৃতি নৃপতি যোগ্য গুণ সমুদায়,
আমার অন্তরে, সুধী! কভু ভাবি নাই,
অথবা কিরূপ স্বাদ জানিনা ইহার;
কিন্তু, এই হৃদয়ের নিভৃত-প্রদেশে,
কত'গুলি পাপশ্রেণী আছে নিবেসিত,
সেগুলি প্রবল এত, শুনহ নিবেশে,
প্রত্যেকটী পুনরায় হ'লে বিকাশিত,
সহস্র সহস্র রূপ পাপের আকারে
করিয়া ধারণ, করে অনিষ্ট সাধিত।

তাই বলি, যদি পাই রাজ্য অধিকারে,
সামাজিক শান্তি-সুখ করি উৎপাটিত,
বিষম নিরয় মাঝে দিব বিসর্জ্জন;
প্রত্যেকের সৌম্য ভাবে করিয়া দলিত,
দুর্নিবার বিপর্য্যয় করিব সাধন;
সাম্যভাব একতারে করি চমকিত
নিশ্চয় জগত হ'তে করিব তাড়িত।

সুধী। জয়পুর! জয়পুর! হা জনম ভূমি!

দেবী। যদ্যপি এ হেন ব্যক্তি সাম্রাজ্য শাসিতে
উপযুক্ত হয়, সুধী! বলহ আমায়;
যেইরূপ আমি, তাহা কহিনু সাক্ষাতে।

সুধী। উপযুক্ত শাসিবারে? না, না—নহে বাঁচিবারে;
প্রাণ তার যোগ্য নয় এ পৃথ্বি মাঝারে।—
অহো জয়পুরবাসী! হতভাগ্য জাতি!
অধার্ম্মিক দুরাত্মার ঘোর অত্যাচারে
পীড়িত—যন্ত্রিত, অহো! মানব সন্ততি!
কখন্ তোমরা হায় পাইবে আবার,
হেরিবারে নেত্রধারে পূর্ব্ব সুখ-রবি!
আবার কখন এই বসুধা মাঝার,
সুস্থকর সুদিনের মনোহর ছবি,
দেখিবে নয়ন পাসে ভাসি সুখনীরে?
যেহেতু কিকব হায়! যিনি অধিকারী
ন্যায়মতে তোমাদের সিংহাসনোপরে,
আপনার প্রতিষেধে সেই অত্যাচারী

স্বনিয়া হইল এবে দোষে আরোপিত ;
সেই জন এক্ষণেতে হায় আপনার
বিখ্যাত মহান্‌বংশে করিলা নিন্দিত !—
যুবরাজ ! তব পিতা—নৃপ মহোদার
সুবিজ্ঞ মুনীন্দ্র মত আছিল জগতে,
রাজ্ঞী যিনি আপনারে করিলা ধারণ,
পদাপেক্ষা জানুপাতি হরষিত চিতে
সততই মহেশের করিত পূজন,
হায় যিনি শ্রীরূপিণী মৃত্যুকালাবধি
মহেশের শ্রীচরণে আছিলা বিভোর।
(আর যুবরাজ তব হ'ল হেন মতি !)
চলিনু, আমার এই অন্তিম বিদায় !
এই সব পাপকাণ্ড যা' কহিলে তুমি—
এই জন্য হায় আমি ত্যজি জন্মভূমি,
এইখানে আসিলাম করি পলায়ন।—
রে হৃদি আমার ! তব আশা হ'ল অবসান !

দেবী। সুধীসিংহ !
এই শ্রেষ্ট রিপু মম—সৌজন্য-জীবন,
তব সত্য, মহিমায় আমার চিন্তারে
আজিকায় করি পুনঃ সুখ-সম্মিলন,
হৃদয়ের তমোময় সংশয়-জালেরে,
একেবারে চিত্ত হ'তে করিল মোচন।
সে পিশাচ কর্ণবীর এ হেন ছলনে,
করিবারে এজনারে নিজ আয়ত্তন,

কতবার পাইয়াছে আপন যতনে ;
কেবল আমারে, ধীর প্রজ্ঞতা-প্রকৃতি
রাখিয়াছে সযতনে, অপ্রত্যয় সত্য জ্ঞানে,
সহসা আমার পাছে বিপত্তি ঘটায়,
কিন্তু দয়াময় যিনি নিখিল ঈশ্বর,
ঘটাইলা তোমা আমা সুহৃদ-মিলন !!
এবে মম হৃদয়ের নিহিত বিষয়,
তব পাসে অনায়াসে করিব বর্ণন,
আর যাহা বলিয়াছি তোমার গোচর,
যাহা নিজ শিরে আমি ক'রেছি ধারণ,
যে সকল অজানিত স্বভাবে আমার,
এক্ষণে আনন্দ মনে সে দোষ-বর্ণন
খণ্ডন করিব, সুধী ! কর প্রণিধান !
এখনো রমণীগণে জানিনা কেমন,
মিথ্যা অঙ্গিকার(ও) আমি ক'রিনা কখন,
স্বীয় দ্রব্যে লোভ(ও) আমি করি কদাচন,
কখনও ধর্ম্ম হ'তে হইনা স্খলন,
দুষ্টের(ও) বঞ্চনা নাহি করি প্রকাশিত ;
জীবন অপেক্ষা সত্যে অল্প আনন্দিত
হইনা—জানিও, সুধী ! কহিনু তোমায়।
এই কটী মিথ্যা কথা আমার উপর,
কহিলাম প্রথমতঃ, ওহে বীরবর !
সত্য যা সাধিব—তাহা সে প্রিয় নগর,
আর তব প্রিয় আজ্ঞা পালিয়া যতনে :—

শুন, সুধীসিংহ! তব আসিবার আগে,
বীরবর বিক্রমজী বিপুল বিক্রমে,
দশ সহস্রেক সেনা লয়ে নিজ সঙ্গে
প্রস্তুত সমর আশে, আমরা এখন
মিলিব তাঁদের সনে, যাইয়া ত্বরায়।—
এ বিবাদ যুক্তি-সিদ্ধ নিশ্চয় যেমন,
আমাদের পুনরায়, শিব-করুণায়,
তেমতি বিজয়-ভাগ্য পারে বরিবারে।—
কহ সুধী! কেন তবু রহ নিরুত্তর?

সুধী। এই রূপ শুভাশুভ সমাচার হায়
এক কালে, সম্মিলন কঠিন বিষয়!

(একজন চিকিৎসকের প্রবেশ।)

দেবী। সত্য, সুধী!
হেন মত কত শত ঘটিবে ত্বরায়।—
(চিকিৎসকের প্রতি)
মহাশয়! আপনারে করি হে জিজ্ঞাসা,
নৃপতি প্রাসাদ হ'তে হ'লেন বাহির?

চিকিৎ। হাঁ কুমার! পথ মাঝে করিয়া প্রত্যাশা,
হতভাগ্য ব্যক্তিবৃন্দ, তাঁহার স্পর্শনে
আরোগ্য হইবা'তরে, আছে দাঁড়াইয়া,
তারা সব ভুঞ্জিতেছে যে রোগ বিষমে,
সুবিজ্ঞ চিকিৎসকে(ও) নানা কৌশলিয়া,
আরোগ্য করিতে তাহা হ'ন পরাজিত,—

ব্যর্থ হয় তাঁহাদের ভৈষজ নিচয় ;
কিন্তু নৃমণির দ্বারা হইলে স্পর্শিত,
ঐশ্বরীক পবিত্রতা কেমন তাহায়
দিয়াছেন কৃপাকর পরম ঈশ্বর !
তথনি তাদের রোগ হয় উপসম।

দেবী বৈদ্যবর ! ধন্যবাদ প্রদানি তোমায়।

[চিকিৎসকের প্রস্থান।

সুধী। কি রোগ—নামকি তার বলিল এখন ?

দেবী। 'গণ্ডমালা' বলি তাহা হয় অভিহিত ;
দৈবকার্য্য নৃমণির বলি গণ্য তাহা,
যাহা তাঁরে করিবারে সদা সম্পাদিত
হেরিতেছি যে অবধি বসতি হেথায় !
নৃপবর—কি প্রকারে মহেশঅর্চনা
করিবারে হয় (ঈশে সন্তুষ্ট করিতে)
জানেন তা' ভালমতে ; যেই আরাধনা
সদয় হৃদয় তাঁর ভবে প্রকাশিতে,
মুহূর্ত্তেও জানি সুধী ! নহে বিচলিত।
অজানিত-দুর্ব্বিবহ-রোগ-প্রপীড়িত,
স্ফীত, ক্ষয়গ্রস্ত যত অভাগানিচয়,
(যাহাদের নেত্রপাসে করিলে দর্শন
হৃদয়ে যাতনা আসি সমুদ্ভব হয়,)
হায় ! যারা সুবৈদ্যের নৈপুণ্য-রতন
নানা মত ঔষধেও নহে অনামিত,—

কিন্তু, সুধী! নরপতি তাহাদের গলে
সুবর্ণ মোহর-রত্ন করি ঝুলায়িত,
ঈশ স্থানে প্রীত মনে করিয়া প্রার্থনা,
তাহাদের রোগ হ'তে করেন রক্ষিত।
আরো শুনিবারে পাই সতত শ্রবণে,
রোগ আরোগ্যের এই সদয়-ক্ষমতা
নৃপবর আপনার নন্দন রতনে
(এ রাজ্যের অধিপতি হইবেন যিনি)
শিখাইতে যত্নবান আছেন এক্ষণে।
এ অদ্ভুত ধর্ম্ম জন্য, সর্ব্ব গুণমণি
জগদীশ নৃপতিরে দৈবভাষী জ্ঞান
দিয়াছেন, সুধীসিংহ! সুপ্রীত হইয়া,
যাঁর আশীর্ব্বাদে তাঁর রাজসিংহাসন
অটুট অক্ষয় হ'য়ে, সুছত্র ধরিয়া
মহাপরাক্রমী সম করিছে যাপন,—
যার তরে সুখে তাঁরে অধিবাসিগণ
"দয়াময়" অভিধানে করে সম্বোধন।

(মল্লরায়ের প্রবেশ।)

সুধী। দেখ, দেখ কে আসিছে এই দিক্ পানে ?
দেবী। আমার স্বদেশী, কিন্তু নাহি চিনি ওরে।
সুধী। চির-প্রিয়তম-নম্র-সুহৃদ আমার,
এস হেথা, বড় প্রীত হেরিয়া তোমারে।
দেবী। এক্ষণে উত্তম আমি চিনেছি উহার।

হা বিধাতঃ! কবে পুন এ অজ্ঞতা ভাব,
দূর হবে, পাব সবে জাতি-সমন্বয়!

মল্ল। যুবরাজ! হোক তাই পুনঃ সমুদ্ভাব!

সুধী। মল্লরায়, বল, বল, বলহ ত্বরায়,
মাতৃভূমি দুরাবস্থা কিরূপ এক্ষণে?

মল্ল। হা! হা! জন্মভূমি!
স্মরিতে যাহার নাম বুক ফেটে যায়!
হায়! সেই পুণ্যভূমি! জননী রূপিণী!
আজি কিনা—আজি কিনা! শ্মশানের সম—
চিতা ক্রোড়ে করি হায় জ্বলে অবিরত!
আমাদের মৃত্যু রূপী হয়েছে এখন!
জননী শমন সম হয়েছে বরিত!!—
হা জননী! মরুভূমি সম এবে তুমি!
যে জানেনা তব দশা, স্বদেশ আমার?
একবার দেখিলেই হাসে সেই প্রাণী!
হায়রে! তোমার ক্রোড় করিয়া আঁধার,
গগনের অন্তর্দেশ ভেদিয়া নিয়ত,
হাহাকার—মর্ম্মভেদি শোক দুর্নিবার,
উঠিতেছে সর্ব্বহৃদি করি আলোড়িত!
কিন্তু কেহ নাহি দেখে সে দুঃখ ব্যাপার!
নহিলে শোকের হায়! ভৈরবীলহরী,
অশ্রুনীরে নিরঝরে যাহা প্রবাহিত,
উন্মত্ত-প্রলাপ বলি হতেছে গণিত!
নহিলে শমন-পাসে জড়িত মনুজে,

কেহনা জিজ্ঞাসা করে কেবা সেই জন!
মহাত্মন্ সুবিজ্ঞের জীবন-পঙ্কজে
অকালে মুকুলে হায় হতেছে ছেদন!

সুধী। সত্য তাহা হায় যাহা কহিলে এখন!

দেবী। অভিনব শোক কিবা বল মল্লরায়?

মল্ল। প্রতি মুহূর্ত্তের কষ্ট করিতে বর্ণন,
এক ঘণ্টা কথকের বাক্য বাহিরায়!

সুধী। বল, মল্ল! পত্নী মম আছে কি প্রকার?

মল্ল। ভালই আছেন তিনি।

সুধী। আর পুত্রগণ?

মল্ল। ভা—লো।

সুধী। তবে সে নৃশংস কর্ণ শান্তি তাহাদের
এখনো কি অত্যাচারে করেনি ভগন?

মল্ল। না;
যখন তাঁদের কাছে লইনু বিদায়,
শান্তিতে আছিল তাঁরা, নাহিক সংশয়!

সুধী। অসভ্যের মত মল্ল! দিওনা উত্তর,
কেমন তাহারা আছে বলহ সত্বর?

মল্ল। বীরবর! এইস্থানে সংবাদ দানিতে
আসিলাম যে সময়,—যে সংবাদ হৃদে
দৃঢ়-শোকে রহিয়াছে গুরু আরোপিত,—
সেকালে শুনিনু আমি জন্মভূমি মাঝে,
কতিপয় স্বদেশের বীর-বিবেচিত
উপযুক্ত বাসী মিলি, নৃপতি বিপক্ষে

যুঝিবারে প্রাণপণে হ'য়েছে উদ্যত;
আমিও অন্তরে তাহা করি সুপ্রত্যয়,—
যেহেতু স্বচক্ষে আমি দেখিয়াছি, যত
অত্যাচারী দলবল করিতে সমর,
বহির্গত হইয়াছে তাঁদের সহিত!
এবে বীর! সাহায্যের প্রকৃত সময়;
হের ফিরে একবার স্বদেশ উপর;
আমাদের স্বদেশীয়া রমণীনিকর
তাহাদের নিদারুণ ক্লেশ তারিবারে,
তোমারে দেখিলে পরে মাতৃভূমি পর,
ধরি মাতঙ্গিনী বেশ, তরবারি করে
নাশিবারে কর্ণবীরে হবে অগ্রসর।

দেবী আমরাও তাহাদের স্বচ্ছন্দের তরে
যাইব ত্বরায় তথা, শুন মল্লরায়!
মহারাষ্ট্র মহামতি শিবজী ভূপতি,
আমাদের সহ এই আহব-অর্ণবে
সন্তরিতে, দিয়াছেন আঁমা সবাকায়—
বীরবিক্রমজী সহ শতশত সেনা,
যাহাদের সম মল্ল! কৌশলী সুধীর,
সর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে না যায় গণনা।

মল্ল। এ সংবাদে পারিতাম দিতে সদুত্তর!
কিন্তু হায়! কি বলিব, দারুণ বচন
নিবদ্ধ রয়েছে দৃঢ় অন্তরে আমার,
সেগুলি, মরুভূস্থিত সমীরণ সম,

কাহার(ও) উচিত নয় করিতে শ্রবণ।

সুধী। কি সংস্রব তায়? তাহা সাধারণ তরে?
অথবা সে ঘোর শোক একের হৃদয়
করিবারে শোকান্বিত, কহ যোগ্য হয়?

মল্ল। যদিও সে বাক্য শুধু তোমারে বর্ত্তয়;
কিন্তু, ধীর! এ জগতে নাহি হেনজন,
সদয় হৃদয় যার সে বাক্য শুনিয়া,
শোকের সামান্য নীরে না হয় মগন।

সুধী। বল, মল্ল! বল তবে শীঘ্র প্রকাশিয়া,
যদি তাহা শুধু হয় আমারি কারণ,
গুপ্ত রাখিওনা তবে আমার নিকটে।

মল্ল। বীরবর!
তোমার শ্রবণদ্বয় যেন এ জগতে,
চিরকাল তরে হায় আমার জীহ্বায়
না করে অবজ্ঞা জ্ঞানে কথন দূষিত,
সেই বাক্য তব কর্ণে, শুন মহোদয়!
সুগম্ভীর হুঙ্কারেতে হইবে নাদিত,
সে রূপ ভীষণ শব্দ তব শ্রুতিদেশ
কথন জীবনাবধি করেনি শ্রবণ!

সুধী। ওহো! বুঝিয়াছি আমি তাহা সবিশেষ!

মল্ল। মহোদয়!
তব ফতেপুর দুর্গ শত্রু হস্তগত;—
যেমন শিকারীগণ মৃগয়া সময়,
হতভাগ্য মৃগপুঞ্জে করে বিনাসিত,

তেমতি কি কব হায় তোমার সদন,
তব পত্নীপুত্রগণে—ক্রুর অত্যাচারে,
নাশিয়াছে কর্ণবীর পাপী নরাধম;
এক্ষণে উদ্যত হায় বধিতে তোমারে!

দেবী। হা দয়াল ভগবন্!
কৃপা-নেত্রে হের দেব! জন্মভূমি পানে!—
রে স্বদেশি! করজোড়ে কর আরাধন,
নিবেদ দারুণ শোক তাঁর শ্রীচরণে;
যে হেতু যে শোক হায় না যায় প্রকাশ,
ভস্মস্থিত বহ্নি সম জ্বলে চিত্ত-ভূমে,
ক্রমশঃ তাহার চিত্ত-চঞ্চল-আভাস
ভগ্ন করে অন্তরের সুরম্য-কাননে।

সুধী। আমার সন্তানগণ(ও) হয়েছে নিহত?

মল্ল। পত্নী, পুত্র দাস দাসী যে ছিল যথায়
সকলি শমন-ঘরে হয়েছে প্রেরিত!

সুধী। আর আমি সেথা হ'তে রহিনু হেথায়!—
আমার পত্নীও সত্য হ'য়েছে নিধন?

মল্ল। বলিয়াছি তব পাসে, করি নিবেদন।

দেবী। শান্ত হও, সুধীসিংহ! এ দারুণ শোকে;
এ দুর্বার শোক-জ্বালা আরোগ্য করিতে
প্রতিশোধ মহৌষধ ধরি এস বুকে!

সুধী। যুবরাজ! সে পাপীর নাহি যে সন্তান!—
কি বলিলে মল্লরায়! প্রিয় শিশু সমুদায়—
সমুদায়—হায়! হায়! হ'য়েছে নিধন?

হৃদয়ের সর্ব্ব রত্ন হ'য়েছে হরণ ?—
নরক-আতায়ি !—আরে—আরে দুরাত্মন্ !
সর্ব্বজনে কি প্রকারে করিলি হনন ?
হায় ! হায় ! কোন প্রাণে ? সুন্দর শাবকগণে,—
পক্ষিণীর সহ এক নিষ্ঠুর আঘাতে,—
ওহো ! তাড়াইলি তুই এ জগত হ'তে ?—

দেবী। সম্বর—সম্বর শোক মানবের মত !

সুধী। যুবরাজ ! এই শোক করিব সংযত ;
কিন্তু মানবের মত, এই মনোদুখ যত,
হইবে অবশ্য মম মনে অনুভূত,
সে অমূল্য নিধি সবে, স্মরিতে মানসভবে,
দণ্ডেকেও ক্ষান্ত নাহি র'ব কোনমতে।
তাদের সে সুধানাম, ধ্বনিবেক অবিশ্রাম,
আমার শ্রবণ মাঝে স্নেহের সংগীতে !—
হায় ! এ কাহিনী শুনে, নির্দ্দয় মানব মনে,
দুঃখভাব সমুদ্ভব হয় যে নিশ্চয় ;
তবে দয়াময় হ'য়ে হায় ভগবান্ !
তাহাদের প্রতি কেন হ'লেন নিদয় !—
রে পাষণ্ড সুধীসিংহ ! জান্‌রে এখন,
তোর(ই) তরে তাহাদের জীবন বিলয় !
তোর দোষে পুণ্যবতী দয়িতা, নন্দন,
পাপী হস্তে পাইল না এ ভবে আশ্রয় !—
হে বিধাতঃ ! দেহ শাস্তি তাদের এখন !

দেবী। সুধীসিংহ !

শাণপাষাণের সম ও শোক তোমার
করুক্ কৃপাণে তব অতীব শানিত ;
করিও না হৃদি তব নিস্তেজ আধার,
রোষানলে শোক তব কর উদ্দীপিত।

সুধী। ওহো! স্ত্রীলোকের মত, আঁখিতেই করি যত,
বৃথা বাক্য ব্যয় হায় পারি করিবারে!
কার্য্যেতে দেখাতে কিছু নাহি পারি করে!—
কিন্তু, হে করুণাময় ত্রিদিবনিকর!
ত্বরা করি কর ছেদ হৃদয়বন্ধন।—
যুবরাজ! চল, চল, চলহে সত্বর ;
মাতৃভুমি-অত্যাচারী নৃপের সদন
সম্মুখীন্ কর মোরে! জ্বলিছে অন্তর!
আমার কৃপাণ ধারে, পাপাচারী কর্ণবীরে,
দাঁড়াইতে দাও—দাও নাহি সহে আর,
নিপাতিব, নহে হ'ব সমূলে সংহার!
কিন্তু যদি দুরাশয়, তাতেও নিস্তার হয়,
স্বর্গ যেন ক্ষমা করে সেই পাপাত্মায়!—

দেবী। যথার্থ বীরের মত এ বাক্য তোমার।
এস মোরা যাই এবে নৃপতি সদনে,
আমাদের সৈন্যগণ, প্রস্তুত করিতে রণ ;
কেবল যাইতে বাকী সমর প্রাঙ্গনে।
পক শস্য কর্ণশিরঃ, মোদের কৃপাণে, বীর,
ত্বরায় জানিও স্থির হইবে খণ্ডিত।
কর্ণবীর পাপমূল হবে উৎপাটিত।—

এ আনন্দে ইচ্ছ' যদি হও ভাসমান,
কিন্তু যতদিন নিশি, সুপ্রভাত পরকাশ,
উদিত নাহিক হবে হৃদয়-বিমান—
ততদিন সুখরবি না হেরিব আর।
ততদিন আমাদের সকলি আঁধার।)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আরাবলী শিখর। রাজ অন্তঃপুর।

(বৈদ্য ও প্রধানাসখীর প্রবেশ।)

বৈদ্য। দুরাত্রি তোমার সঙ্গে দেখ্‌লেম, কিন্তু কই—তোমার কথাতে ত কিছুই সত্য নিরূপণ কত্তে পাল্লেম না। আচ্ছা! গতবার কখন তিনি বেড়িয়েছিলেন বল্‌তে পার?

প্র, সখী। যুদ্ধ কর্‌বার জন্যে মহারাজ যে পর্য্যন্ত এখান থেকে গিয়েছেন, আমি দেখিছি, রাণী বিছানা থেকে উঠে, রাতকাপড় প'রে—দরজা খুলে এখানে আসেন। কাগজ নিয়ে ভাঁজ করেন, চিঠি লিখেন—পড়েন—পরে মোহর করেন, আবার বিছানায় গিয়ে শোন। কিন্তু বেশ বোধ হ'চ্চে, এ সব কাণ্ড খুব ঘুমন্ততেই করে থাকেন।

বৈদ্য। প্রকৃতির কি দুর্দ্দর বৈকল্য! একবার নিদ্রার উপকার

পেয়েও জাগ্রতের মতন কার্য্য! উঃ! আশ্চর্য্য ব্যাপার!—ভাল, এই বেড়ান আর অন্যান্য কাজ সওয়ায়, ঘুমন্ত গতিকে তিনি কি কোন কথা ক'ন?

প্র, সখী। তা—তা, মশাই! বল্‌তে পার্‌ব না।

বৈদ্য। তোমাকে এটী বল্‌তে হ'চ্চে, হাজার হোক বৈদ্যর কাছে এসব খুলে বলা খুব আবশ্যক ক'চ্চে।

প্র, সখী। কে বা আমার কথা সত্য ভাব্‌বে? যখন এখানে কেহই নেই, তখন আপ্‌নাকেও বল্‌তে পাচ্চি না, কিম্বা আর কারুর কাছেও বল্‌তে পার্‌ব না।

(জলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে মলিনার প্রবেশ।)

ওই দেখুন! রাণী এ দিক্‌পানে আস্‌চেন! এই রকম ক'রেই বরাবর এসে থাকেন। আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি, উনি এখন ঘুমন্ত। ওঁরে ভাল ক'রে দেখুন!—এই দিকে সোরে দাঁড়ান।

বৈদ্য। ওঁর কাছে আলো কেমন ক'রে এল?

প্র, সখী। কেন, ওঁর কাছেই যে থাকে; সমস্ত রাত্র ওঁর কাছে আলো জ্বলে, এটী ওঁর আদেশ।

বৈদ্য। দেখ, দেখ! ওঁর চোখ দুটী খোলা!

প্র, সখী। কিন্তু, ও চোকের জ্ঞান এখন ঢাকা।

বৈদ্য। এখন উনি কি কর্‌বেন?—দেখো, দেখো, আলো রেখে হাত রগ্‌ড়াচ্চেন!

প্র, সখী। এমন ক'রে হাত ধোয়া ওঁর অভ্যাস। আমি জানি, উনি পোয়া ঘণ্টা ভোর এরূপ করে থাকেন।

বৈদ্য। শোন—শোন, উনি কি বল্‌চেন;—ওঁর কথা মনে রাখ্‌বার জন্য আমি খুব ভাল ক'রে শুন্‌বো, না শুন্‌লে ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া কঠিন।

মলিনা। রে পাপ দাগ্‌! উঠে যা, আমি বল্‌চি উঠে যা!! এক—দুই, কেন নাথ! কাজ শেষ কর, এই ত সময়!—নরক!! তমসাচ্ছন্ন ভয়ানক নরক!! ছি! ছি! নাথ! বীর তুমি, তোমার এত ভয়? কে জান্‌বে, কেন আমরা ভয় কর্ব্বো, কার সাধ্য আমাদের ক্ষমতার উপর কথা কয়?—একি! একি! উঃ! কে জানে যে বুড়টার গায়ে এত রক্ত থাক্‌বে?

বৈদ্য। তুমি ও সব দেখ্‌চো?

মলি। ফতেপুর সেনাপতির মহিষী ছিল; কোথায় এখন তিনি?—তবে কি এ হাতের রক্ত আর পরিষ্কার হ'বে না!—নাথ!—না—আর না! ওরূপ ক'রে আর কেঁপোনা,—তোমার কাঁপুনিতেই বুঝি সব নষ্ট হয়!

বৈদ্য। ছিছি, সোরে যাও; শুনেচ—যা তোমার শোনা উচিত নয়।

প্র, সখী। হাঁ! আমি জানি, যা বল্‌বার নয়, তাই উনি বল্‌চেন। তা' উনিও যা জেনেছেন, ঈশ্বরও তাই জানেন।

মলি। এখনো—এখনো রক্তের দুর্গন্ধ! ওহো! আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত গন্ধ দ্রব্যেও কি এ ক্ষুদ্র হাত সুগন্ধ হবে না? হায়! হায়!

বৈদ্য। উঃ কি দীর্ঘনিশ্বাস! অন্তঃকরণ বোধ হ'চ্ছে—বিকৃত হ'য়ে ভয়ানক যাতনা ভোগ কচ্চে!

প্র, সখী। সমস্ত শরীর বজায় রাখ্‌বার হ'লেও—আমার বুকে এ রকম অন্তঃকরণের ইচ্ছা করি না!

বৈদ্য। ভাল,—ভাল,—

প্র, সখী। এখন ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করুন।

বৈদ্য। এ রোগ আমার ক্ষমতার বার ;—তবে আমি বল্‌তে পারি—যাঁরা ঘুমন্ত বেড়িয়ে বেড়ান, তাঁরা বিছানাতে পবিত্র ভাবে মৃত্যুর মুখ দেখেন।

মলি। তোমার হাত ধুয়ে ফেল, ভাল ক'রে কাপ পর, অত দুঃখভাব প্রকাশ ক'রনা।—আমি আবার বোল্‌চি বিজয় আর বেঁচে নেই, এখন সে শ্মশানে, শ্মশান থেকে আর আস্‌তে পারবে না।

বৈদ্য। হাঁ! তাই কি?

মলি। শুইগে চল, শুইগে চল,—ওই শোন! দরজা কে ঘা মাচ্ছে! এস, শীগ্‌গির এস, তোমার হাতটা আমা কাছে দাও। যা হ'য়ে গেছে, তার আর "নাই" ক পার্ব্বে না। বিছানায় চল, বিছানায় চল, শীগ্‌গির চল।

[প্রস্থান

বৈদ্য। এখন কি উনি বিছানায় গেলেন?

সখী। হাঁ, বরাবর শুতে গেলেন।

বৈদ্য। মন্দ কথা চারদিকে বলাবলি হ'চ্চে;—অস্বাভা বিক কাজের জন্যেই অত্যন্ত কষ্ট হ'য়ে থাকে,—পাপী মন যদি চতুরতার দৃঢ় শয্যায় শয়িত থাকে, তা হলে তার পাপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।—ঈশ্বর ভিন্ন এ রোগে বৈদ্যের হাত নাই।—বিধাতঃ! আমাদের দোষ থাকে মার্জ্জনা করুন।—যা চোগ্যে, ওঁর উপর খুব চোখ রেখ আর যাতে ওর মন থেকে এ সব দূর হয় তার বিশেষ চেষ্ট

করগে। এখন আমি চল্লেম, দেখে শুনে আমার মন কি রকম হ'য়ে গেছে! চোকে ধাঁদা লেগেছে,—যা মনে আস্‌চে, তা আর বল্‌তে সাহস হ'চ্চে না।

প্র, সখী। প্রণাম বৈদ্যরাজ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরাবলী নিকটস্থ প্রদেশ।

(বাদ্যধ্বনি।)

(পতাকা হস্তে বীরবল, মৃত্যুঞ্জয়, নয়নপাল, শক্তিধর ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বীর। মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ এসেছে নিকটে,
দেবীসিংহ, বিক্রমজী, সুধীসিংহ আর,
চালাতেছে সৈন্যগণে বিপুল বিক্রমে;
প্রতিহিংসা প্রজ্বলিত অন্তরে সবার।
শুনিলে তাদের এই প্রিয় সদাচার,
মৃত চিত উদ্দীপিত করিয়া, সমরে
অসি করে, রক্তপাতে করে আগুসার।

নয়ন। নেত্রকোণা অরণ্যের নিকটে আমরা
সাক্ষাৎ করিব সবে তাদের সহিত;
সেই পথি মধ্য দিয়া নিশ্চয় তাহারা
আসিছেন, চল যাই হ'য়ে হরষিত।

মৃত্যু। কে জানে কেশরীসিংহ আসে ভ্রাতৃ সহ?

শক্তি। আসে'নি নিশ্চয় তিনি জানি মহাশয়!
তাঁদের তালিকা এক আছে মম সহ,
বিক্রম নন্দন আদি যুবক নিচয়
(শ্মশ্রুহীন যুবা সম দেখিতে যাদের)
আসিতেছে বীরদর্পে করিবারে রণ।

বীর। সে দুর্বৃত্ত কর্ণবীর কি করে এখন?

মৃত্যু। আরাবলী দৃঢ়ভাবে করিছে রক্ষণ;
কেহ বলে উন্মত্ত সে, অপর যেজন
অল্প ঘৃণে—কহে তাহা আক্রোশ তাহার।
মূল কথা, এবে সেই পাপী নরাধম,
নিভৃত কৌশল-বর্ম্মে চিত্ত-ব্যভিচার,
না পারে রোধিতে, তাই ঘটেছে এমন!

নয়ন। এক্ষণে জানিছে পাপী গুপ্ত-হত্যা তার,
তাহার(ই) যুগল করে, করিছে রঞ্জিত!
এক্ষণেতে প্রতিক্ষণে বিদ্রোহ নিকর,
বিশ্বাস-হত্যায় তার করিছে নিন্দিত।
এক্ষণে যাদের পাপী করিছে আদেশ,
আদেশে চলিছে শুধু, প্রকৃত আদরে
কেহ নাহি চলে আর, জানি সবিশেষ।
এক্ষণে ভাবিছে তার নৃপতি উপাধি,
খর্ব্ব-দস্যু অঙ্গে যথা কর্ব্বুর-বসন,
রিক্ত ভাবে আরোপিত; ব্যর্থ স্বযতন।

বীর। যখন অন্তরে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়চয়

আপনারে অহর্নিশি অবহেলা করে,
চকিত—ত্রাসিত তবে করিতে তাহায়,
কে বল দূষিবে তার তুখদ বুদ্ধিরে ?

মৃত্যু। ভাল, চল ত্বরা করি, হে বীরমণ্ডল !
ন্যায় যোগ্য সম্মানীরে সম্মানে ভূষিতে ;
পাব তথা বৈদ্যরাজে—রোগীর মঙ্গল ;
তাঁর কাছে আমাদের শরীর শোণিতে
ঢালিব, পাইব তাহে ঔষধী উত্তম—
কর্ণ-বিসূচিকা হ'তে তারিতে স্বদেশে।

শক্তি। অথবা ইহাও যদি হয় প্রয়োজন,
শান্তিব শিশির দিয়া শ্রীরাজ-কুসুমে,
ডুবায়ে সমর স্রোতে বন্যতরুগণ।—
নেত্রকোণা বন মুখে চল সর্ব্বজন।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

আরাবলী প্রদেশ। শিবিরস্থ কক্ষ।

(কর্ণবীর, বৈদ্য ও পারিষদগণের প্রবেশ।)

কর্ণ। আনিওনা কেহ আর পাপ সমাচার ;—
যাক্ তারা, যাক্ সবে করি পলায়ন।
(স্বগত)—
যাবৎ না নেত্রকোণা অরণ্য দুস্তার

আরাবলী শিরোপরি করে আগমন,
ভীতিভাব দীপ্ত হয়ে মানসে আমার,
পারিবে না করিবারে কালিমা লেপন;
ততদিন ত্রাস-চিন্তা হায় কি প্রকার,
কখনই জানিবেনা চিত্ত-নিকেতন!—
দুগ্ধ-পোষা দেবীসিংহ কি করিবে মোর?
রমণীর গর্ভজাত নহে কি সেজন?
মানব ভবিষ্য-ভাষী দানবনিকর,
আমারে কি বলে নাই করি সম্বোধন,
"কর্ণবীর! আতঙ্কেরে ভেবনা অন্তরে,
স্ত্রী-প্রসূত ব্যক্তি কেহ তোমার উপরে,
না পারিবে করিবারে ক্ষমতা প্রকাশ।"
পলাইয়া যাক্ তারা—যাক্ ঊর্দ্ধশ্বাস,
ঔদরিক মার্হাট্টার সহ মিলিবারে
পলাক্ সে দুরাচার সামন্তনিকর।
যে হৃদয় সুশাসিত মম বীর্য্যভরে,
যে অন্তর মম দেহে বিরাজিত রয়,
কখন সংশয়ে তাহা হবে না অঙ্কিত,
কখন আতঙ্কে তাহা হবে না কম্পিত।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

হতভাগ্য ভয়াকুল আরেরে কিঙ্কর!
প্রেত বুঝি কালি দিয়া লেপিয়াছে তোরে!
কোথা হ'তে পেলি হেন হংসের আকার?

ভৃত্য। মহারাজ! আসিয়াছে দশ সহস্রেক!

কর্ণ। কি পামর! এত হংস?—

ভৃত্য। আসিয়াছে সৈন্যকুল!

কর্ণ। আরে ভয়াকুল!
ফিরায়ে লইয়া যারে ও তোর বদন;
করিগে য়া উহা এবে আতঙ্কে মগন।
কোথাকার সেনা তারা বল্‌রে বালক?
সত্যই কি আয়ুঃ তোর শমন ভবনে!
তাই তোর গণ্ডদেশে রাখিলে পলক,
ভীতিভাব অবগত হয় সর্ব্বজনে?
বল, ননীমুখো! তারা কাহাদের সেনা?

ভৃত্য। মহারাজ!
মহারাষ্ট্র সেনা তারা আসিছে যুঝিতে।

কর্ণ। দূর হ, দূর হ তুই সম্মুখ হইতে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(স্বগত) যখন নয়ন মম করি উন্মীলন
হায় রে অন্তরে ব্যথা জাগেরে তখনি!
(প্রকাশ্যে) সভ্যপাল! শুনে যাও আমার বচন।—
(স্বগত) অহো!
এই যে আবর্ত্ত এবে হতেছে উদিত,
জানি আমি, হয় ইহা মোরে চিরন্তরে,
পার্থিব পবিত্রসুখে করিবে ভূষিত!
নতুবা নিশ্চয় জানি হায় রে আমারে,
ভীষণ সম্বর্ত্ত বেগে করি বিচলিত,

নিদারুণ দুখার্ণবে করিবে মজ্জিত।
হয় ত জীবন মম র'বে বহুদিন,
জীবন-বসন্ত কিম্বা কাল অত্যাচারে,
শুষ্ক প্রসূনের মত ক্রমে হয়ে ক্ষীণ,
হয় তরে শুষ্ক হয়ে পড়িবে অচিরে।
আর এই জীবনের মহিমা-প্রবাহ,—
মান্য, প্রেম, সুহৃদতা, বশ্যতাপ্রকৃতি,
বার্দ্ধক্যের সহচর হায় যে সকল,
শান্তিবেনা কোনকালে এই শ্রান্তমতি ;
নয়ন সমীপে তারা হ'য়ে সমুদিত,
এজনার হইবে না চিত্ত-অধিকৃত।
কিন্তু তাহাদের স্থানে ঘোর অভিশাপ—
(নহে উচ্চভাষী—কিন্তু হৃদয় নিহিত,)
পশিবে জীবনে মম দিতে অনুতাপ ;
দীন হীন অর্থিগণ হায়রে যাহায়
অস্বীকার পায় সদা করিতে প্রকাশ,
প্রকাশিতে মম পাসে সদা ভীত হয় ;
হেরি বাঁধা তাহে মম অদৃষ্ট-আকাশ।
(প্রকাশ্যে) সভ্যপাল !

(সভ্যপালের প্রবেশ)

সভ্য। কি আদেশ মোরে মহারাজ !
কর্ণ। কি আছে সংবাদ আর ?
সভ্য। আজ্ঞামত সম্পাদিত হ'য়েছে সকলি।

কর্ণ। যতক্ষণ অস্থি হ'তে মাংসপিণ্ড মম,
খণ্ড বিখণ্ডিত হ'য়ে না হ'বে পতন,
ততক্ষণ প্রাণপণ করিয়া নিশ্চয়,
দেখিব তাদের আমি করি ঘোর রণ।—
দাও শীঘ্র, বিলম্ব'না কবচ আমার।

সভ্য। এখনো উহার প্রভো! নাহি প্রয়োজন।

কর্ণ। এখুনি পরিব, দাও বিলম্ব'না আর।
প্রের অশ্বে, দেখ গিয়া সৈনিকনিকরে;
ভয় পাবে যেই, শুন, ফাঁসি দিবে তারে।
দাও অসি,—দাও শীঘ্র কবচ আমার।—
বৈদ্যরাজ!
রোগীর অবস্থা তব কিরূপ এক্ষণে।

বৈদ্য। মহারাজ!
নহে রোগ তত, তাঁরে প্রগাঢ় স্বপনে
বিরক্ত করিয়া হায় পীড়িছে কেবল!

কর্ণ। ও রোগ ত্বরায় তাঁর করহ আরাম।—
বৈদ্যরাজ!
পার না কি সাহায্যিতে পীড়িত হৃদয়ে
স্মৃতি হ'তে দুঃখ-মূল করি উৎপাটন?
মস্তিষ্ক-নিহিত ঘোর যন্ত্রণানিলয়ে
পার না কি করিবারে সমগ্র মোচন?
সুস্বাদু বিস্মৃতিকর ঔষধ প্রদানি,
শোকদ, সঙ্কটাপন্ন যন্ত্রিত অন্তরে,
(যাহার বহনে সদা ব্যাকুল পরাণী,)

কহ শুনি, পার না কি ধৌত করিবারে?

বৈদ্য। মহারাজ!

সে রোগ রোগীই নিজে নিবারিতে পারে।

কর্ণ। দাও বৈদ্য! ও ঔষধ কুক্কুরে শৃগালে,

না চাই ব্যবস্থা তব।—আন তরবার,—

যাও—যাও—সভ্যপাল, দেখ সৈন্যদল,

পলাল—পলাল, দেখ, সামন্ত নিকর!

দাও অস্ত্র—আন বর্ম্ম—যাওরে সত্বরে;—

যা'ক্ তারা, যা'ক্ ভীরু কাপুরুষগণ।—

কিন্তু বৈদ্য পার যদি—বলহ ত্বরায়—

সিঞ্চিয়া সলিলরাশি এ রাজ্য ভিতর,

নির্ণয়িতে কোনক্রমে কি রোগ তাঁহার?

পার যদি করিবারে সবল শরীর

পূর্ব্বেকার মত; জেনো তাহ'লে তোমায়

করিব কত যে সুখী,—হৃদয়-নিলয়

তোমার প্রশংসা শুধু কহিবে নিশ্চয়।—

পারিবে না?—দাও শীঘ্র, আন তরবার।

জয়পাল,* সোণামুখী পত্ররস দানে—

কিম্বা বল কি প্রকার রেচক ঔষধে,

বিদূরিবে রণ হ'তে মহারাষ্ট্রগণে?—

ভাল বৈদ্য শুনেছ কি শ্রবণে তোমার

মার্হাট্টা-মন্ত্রণা কিছু বিপক্ষে আমার?

বৈদ্য। মহারাজ! দেখি তব রণ আয়োজন,

---

* স্বনাম খ্যাত ঔষধ বৃক্ষ বিশেষ।

জেনেছি ঘটিবে ত্বরা সংগ্রাম বিষম।

কর্ণ। আন শীঘ্র তরবার—দেরে শীঘ্র ক'রে
কিসে ভয়? যাবৎ না নেত্রকোণা বন,
হেরিব এসেছে ওই আরাবলী শিরে,
মরণে গরলে আমি নাহি পাব ভয়।
ততদিন নিশঙ্ক এ প্রশস্ত হৃদয়।—
দেরে তরবার দেরে বিলম্বনা সয়।

[প্রস্থান।

বৈদ্য। (স্বগত) আরাবলী ছেড়ে যদি যেতে পারি চলে,
লাভ(ও) হলে না আসিব হেথা কোন কালে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নেত্রকোণা বন নিকটস্থ প্রদেশ।

(পতাকা হস্তে দেবীসিংহ, বিক্রমজী ও তৎপুত্র, সুধীসিংহ, বীরবল, মৃত্যুঞ্জয়, নয়নপাল, শক্তিধর, মল্লরায় এবং সৈন্যগণের রণবেশে প্রবেশ।)

দেবী। ভ্রাতৃগণ! এই রণে হেন মনে লয়,
নগর প্রাসাদ আদি হইবে উদ্ধার।

বীর। ইথে আর আমাদের কি আছে সংশয়!

বিক্রম। কোথাকার বনরাজি নেহারি নয়নে?

বীর। নেত্রকোণা বন।

দেবী। সৈন্যগণ! সর্ব্বজনে আপন কৃপাণে,
কাননের শাখারাজি করহ ছেদন,
ধর বৃক্ষশাখা স্ব স্ব বাহুযুগোপরে,
তাহ'লে মোদের সংখ্যা রবে লুক্কায়িত;
আমাদের সমাচার দানিতে কর্ণেরে,
অপরে নিশ্চয় হ'বে বিভ্রমে পতিত।

সৈন্য। যুবরাজ-আজ্ঞা মোরা করিব পালন।

বিক্রম। জানিলাম, যুবরাজ! সেই দুরাচার,
আরাবলী দুর্গ মাঝে বাসিছে এখনো;
বোধ হয়, তাবৎ সে রহিবে তথায়,
যাবৎ না আমাদের সহে আক্রমণ।

দেবী। ইহাই নিশ্চয় মুখ্য-উদ্দেশ্য তাহার;
যেহেতু জেনেছে কর্ণ সুবিধা পাইয়া,
তার ন্যূনাধিক সেনা তাঁহারে ছাড়িয়া,
বিদ্রোহী হ'য়েছে এবে করিতে সমর।
আজ্ঞাকারী এবে তার আছে যে ক'জন,
(প্রভুভক্তি যাহাদের হৃদয়ে বিরল,)
তারাও বিমুখ হবে করিবারে রণ।

সুধী। দেখিবে ফলিবে শীঘ্র শুভ অভিপ্রায়,
এস পরিধানি সবে বীরের-হৃদয়।*

বিক্রম। সময় নিকটবর্ত্তী, যাহার প্রভাবে,

* বীরের হৃদয়—বর্ম্ম।

কি আছে ভবিষ্যগ্রন্থে জানিব সত্বরে।
উত্তাল তরঙ্গাকুল ভীষণ অর্ণবে,
বাণিজ্য-তরণী-চিন্তা অন্তর-প্রান্তরে,
অনিশ্চয় আশা যথা করে উত্থাপিত;
কিন্তু অবশ্যই কোন উদ্ভব-ঘটন
যথা তার ফলাফল করে নিষ্পাদিত;
তেমতি আগত-রণ-তরঙ্গ-ভীষণ
জয় পরাজয়-ভাগ্য করিবে বিদিত।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আরাবলী দুর্গস্থ অঙ্গন।

(রণবাদ্য।—কর্ণবীর, সভ্যপাল, ও পতাকা হস্তে সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কর্ণ। সৈন্যগণ!
রণধ্বজ বাঁধি দাও প্রাচীর শিয়রে;
এখনো—এখনো শোন চিৎকার ভীষণ,
"ওই এলো, ওই এলো, তাহারা সকলে!"
আমাদের দুর্গস্থিত অভেদ্য বিক্রম,
হাসিবে ঘৃণিতে তুচ্ছ শত্রু-অবরোধ;—
আসুক তাহারা সবে করিবারে রণ,

(আমরাও অসি বলে ল'ব প্রতিশোধ)
রোধিয়া সামন্তগণে শিবির ভিতরে,
যাবৎ দুর্ভিক্ষ কিম্বা কম্পজ্বর-গ্রাসে
মর্দ্দিত না করে সেই দুর্ম্মতি নিকরে।—
সৈন্যগণ!
যদি না পাষণ্ডগণ কৌশল প্রকাশে,
মোদের প্রদেশ যত বেষ্টিত সবলে;
সম্মুখে সম্মুখে যুঝি তাহাদের সনে,
ফিরিতাম সর্ব্বজনে যে যার ভবনে।

(নেপথ্যে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ।)

একি এ! কিসের শব্দ?

সভ্য। মহারাজ! স্ত্রীলোকের রোদন নিনাদ।

[প্রস্থান।

কর্ণ। আশঙ্কার স্বাদ কিবা জানেনা যেজন;
শৈশবেও যেজনের ইন্দ্রিয়নিচয়
নিশির-বিকট-শব্দে নহে প্রকম্পিত;—
যাহার শরীর স্থিত লোমকূপচয়—
প্রত্যক্ষ মানব সম—করি প্রকাশিত
ভীতিময়ী উপকথা, তথাপি যাহায়
পারে নাই করিবারে ত্রাসিত—কম্পিত;
সেই সে মানব আমি, দেখিব এবার,
বিভীষিকা—হত্যাকাণ্ড সহচরী মম—
কি এমন সাধ্য ধরে কাঁপায় আমায়?

(সভ্যপালের প্রবেশ।)

কিহেতু সে আর্ত্তনাদ বলরে ত্বরায় ?

সভ্য। মহারাজ! রাজ্ঞী হায় পরলোক গত।

কর্ণ। রণ পরে মৃত্যু তাঁর আছিল বিহিত ;
ও সংবাদ শুনিবারে আছে সুসময়।—
আজি নহে কালি কিম্বা দুই দিন পর,
নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষী মানবনিচয়,
বিষম মৃত্যুর পথে হ'বে অগ্রসর।—
যা'রে যা'রে, নিভেঃ যা'রে, ক্ষণিক বর্ত্তিকা!
এ জীবন বিচঞ্চল প্রতিবিম্ব প্রায়,
রঙ্গভূমে হতভাগ্য নটের মতন
এই দম্ভ, ক্রোধ,—পুনঃ নাহি শুনা যায়!
এই বৃথা অর্থহীন কল্পনানিচয়
মূর্খের মুখেই শুধু ভাল শোভা পায়।

(একজন দূতের প্রবেশ।)

এসেছিস্ জানি তুই জীহ্বা নাড়িবারে,
বল তবে, কি বলিবি, বিলম্ব না সয়।

দূত। মহামতি অধিপতি নিবেদি শ্রীপদে,
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা, বলিব প্রকৃত তাহা,
কিন্তু,
না জানি কেমনে তাহা হয় বিবরিতে।—

কর্ণ। ছাড় আড়ম্বর, বৃথা না চাই শুনিতে।

দূত। মহারাজ!

প্রহরী হইয়া, ছিনু দাঁড়াইয়া,
যেমতি অচল শিরে,
করি নিরীক্ষণ, নেত্রকোণা বন,
আসিছে ক্রমশঃ স'রে ।

কর্ণ। মিথ্যাবাদি ! কাপুরুষ ! শতধিক্ তোরে

দূত। মহারাজ !
শ্রীপদে নিবেদি, মিথ্যা হয় যদি,
ভুঞ্জিব নিগ্রহ তব ;—
পাইবে দেখিতে, দেড়ক্রোশ পথে,
সচল বিটপী সব ।

কর্ণ। রে সন্দেশবহ !
যদি হয় মিথ্যা কথা, নিবদ্ধ লতিকা যথা,
বান্ধিয়া রাখিব তোরে ওই তরু'পরে
যাবৎ না তোর প্রাণ যায় অনাহারে ;
কিন্তু সত্য হয় যদি, যা পারিস্, মন্দমতি !
করিস্ তা, কর্ণবীর ভীত তাহে নয় ।—
এক্ষণে সন্দেহ-সিক্ত দানব বচন,
সত্য প্রায় বলি যাহা হৃদে গাঁথা রয়,
প্রতিজ্ঞ হ'য়েছি আমি করিতে দমন ।—
"যাবৎ না নেত্রকোণা অরণ্য ভীষণ,
আরাবলী শিরে আসে করিবারে রণ,
তাবৎ কাহারে তুমি করিও না ভয় ?"
এবে আরাবলী দিকে আসিছে কানন ।
ধর অস্ত্র, চল সবে বিলম্ব না সয় ।—

(স্বগত।) যথার্থই হয় যদি দূতের বচন,
কি কাজ বিলম্বে কিম্বা করি পলায়ন।
সংসার আতপে দগ্ধ হ'তেছে জীবন,
ভাবি যেন, অসম্পূর্ণ ভবলীলা মম!—
(প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ! কেন সবে রহ নিরুত্তর?
বাজাও ঘোষণা-বাদ্য, বাজাও সত্বর!—
বহরে মারুত!—আয় বিচঞ্চল বন!
বর্ম্ম পৃষ্ঠে প্রাণ মোরা দিব বিসর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আরাবলী শিখরস্থ শিবির সম্মুখ।

(রণবাদ্য। পতাকাহস্তে দেবীসিংহ, বিক্রমজী ও বৃক্ষশাখা শোভিত সৈন্যগণের প্রবেশ।)

দেবী। সৈন্যগণ! আসিয়াছি যথেষ্ট নিকটে;
ত্যজ নিজ বৃক্ষশাখা—অঙ্গ আবরণ,
দেখাও (এক্ষণে সবে হর্ষে অকপটে,)
তোমরা যথার্থ বটে বীরের নন্দন।—
প্রিয় খুল্লতাতঃ! তব বীর পুত্র সনে,
প্রথম সমর নীরে দিবে সন্তরণ;
বীরবর সুধী আর মোরা সর্ব্বজনে,

অবশিষ্ট যাহা কিছু রবে সম্পাদিতে,
সম্পাদিব আমাদের ক্ষত্রধারা মতে।

বিক্রম। দেখিব সে দুরাচার কত শক্তি ধরে
আমরা সকলে মিলে আজিকে নিশায়।
মরিব, যদি না পারি যুঝিতে সমরে,
(নতুবা দেখাব তারে শমন-আলয়।)
বৎস! দেহ রণে এবে, আমারে বিদায়।

দেবী। বাজুক সমর-শিঙ্গা নিনাদি ভীষণ,
অবাধে বাজুক সবে বিদারি গগন;
মৃত্যু আর রক্তপাত করিয়া প্রকাশ,
বাজুক এ শব্দবহ—সমর-নিবাস।

[তূর্য্যধ্বনি।—সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

(রণবাদ্য।—কর্ণবীরের প্রবেশ।)

কর্ণ। বিপক্ষে চৌদিকে মোরে ক'রেছে বেষ্টন;
পারিব না আর আমি পলাতে এখন,
বেষ্টিত-ভল্লুক-সম, দেখাইব পরাক্রম,
অবশ্য যুঝিব আমি করি প্রাণপণ।
(ফলুক যা' আছে মোর অদৃষ্টে লিখন।)
স্ত্রীপ্রসূত নহে কেবা মেদিনী মাঝার?

যে ব্যক্তি স্ত্রীজাত নয়, তাহারে শুধুই ভয়,
অন্ধকারে নাহি ডরে অন্তর আমার।

(শোভনজীর প্রবেশ।)

শোভ। কি নাম কহরে তোর আমারে ত্বরায় ?

কর্ণ। শুনিলে আমার নাম পাইবিরে ভয়।

শোভ। কখন না,—যদি তুই নরকনিবাসী
প্রেতাপেক্ষা পাপ নামে দিস্ পরিচয়,
তথাপি কখন আমি নাহি পাব ভয়।

কর্ণ। শোন ভীরু, কর্ণবীর নাম এজনার।

শোভ। এই ঘৃণাস্পদ নাম শ্রবণে আমার,
নারকী পিশাচ(ও) নিজে উচ্চারিতে নারে।

কর্ণ। কখন না, ভয়ঙ্কর তোর শুনিবার।

শোভ। মিথ্যাবাদী,—নরাধম ! এই তরবারে,
দেখ্ তোর মিথ্যা কথা করিরে প্রমাণ।

[উভয়ে যুদ্ধ ও শোভনজীর পতন।

কর্ণ। স্ত্রীপ্রসূত তুই ! কিন্তু মোর হাঁসি পায়,
যে স্ত্রীজাত সহ যুদ্ধ ঘৃণে তরবার,
সে কিনা করিতে রণ স্বঅসি ঘুরায় !

[প্রস্থান।

(রণবাদ্য।—সুধীসিংহের প্রবেশ।)

সুধী। এই পথে শুনিলাম রণ কোলাহল।—
রে দুর্ম্মতি ! দেখা তোর বদন ত্বরায় ;

যদি না আমার অস্ত্রে মরিয়া পামর,
হয় তোর অস্তরূপে জীবন সংক্ষয়,
স্ত্রীপুত্রের প্রেতআত্মা হায়রে নিয়ত,
রহিয়া আমার সাথে, করিবে পীড়িত।
তাই বলি, তোর ক্রীত-ধানুষ্কীনিকরে,
মারিবারে পারিব না, শোন দুরাচার!
হয় সমকক্ষ হ'য়ে আয় যুঝিবারে,
নহে এই তীক্ষ্ণধার মোর তরবার,
কোষে রবে, না করিবে রণ পুনর্ব্বার।—
ওই শুনি! ওই শুনি! অস্ত্রের ঝঞ্জনা!
ওই স্থানে থাকিস্‌রে তুই কর্ণবীর।—
রে নিয়তি! তোর কাছে এ মোর প্রার্থনা,
আমারে দেখিতে দেরে সেই দুরাচারে,
এ অভাগা অন্য কিছু করে না কামনা।

[প্রস্থান।

(দেবীসিংহ ও বিক্রমজীর প্রবেশ।)

বিক্র। যুবরাজ। এই পথে হও অগ্রসর;
এই পথে দুর্গলাভ হবে অনায়াসে।—
দুরাত্মার সৈন্যগণ দুধারে সমর,
এখনো করিছে হের অতুল প্রয়াসে;
আমাদের(ও) বীর্য্যশালী সামন্তনিকর
প্রকৃত বীরের তেজঃ প্রকাশিছে রণে।
সুদিনের সুখ-সূর্য্য সমুদিত প্রায়,

অল্প অবশিষ্ট যাহা আছে জেনো মনে,
তব ভালে পূর্ণরূপে ভাতিবে ত্বরায়

দেবী। শত্রুসেনা সম্মুখীন্ করিতে সমর,—
একণে যুঝিছে তারা পার্শ্বে আমাদের।

বিক্র। চল বৎস, চল যাই শিবির ভিতর।

[উভয়ে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(তূর্য্যধ্বনি।—কর্ণবীরের প্রবেশ।)

কর্ণ। কেন আমি বীর হ'য়ে ভীরুর মতন
করি খেলা, মরি হায় আপন কৃপাণে?
সমরে মরিতে যবে বীরের জীবন!
সমরে লভিতে খ্যাতি যবে সৈন্যগণে,
আহত শরীরে দেখি ক'রেছে শয়ন!
কেন তবে যোদ্ধা আমি করিব না রণ?—

(সুধীসিংহের প্রবেশ।)

সুধী। কোথা যাস্, ফিরে আয়, নারকী অধম!

কর্ণ। শত্রু মধ্যে তোরে সুধী, ক'রেছি বর্জ্জন,
যা'রে যা, পলারে ত্বরা মারিব না তোরে

একেত স্ত্রীপুত্রে তোর করিয়া নিধন,
কলুষিত করিয়াছি আপন আত্মারে।

সুধী। রে রক্তপিশাচ!—না না, পিশাচ-অধম!
তোর সনে নাহি চাই বৃথা বাক্য ব্যয়;
আমার বচন এই কৃপাণ ভীষণ!

[উভয়ে যুদ্ধ।

কর্ণ। রে অধম! কেন তোর বৃথা পণ্ডশ্রম?
অভেদ্য সমীরে তোর তীক্ষ্ণ তরবারে,
ভেদ করা তোর পক্ষে সহজ যেমন,
সেইমত, সুধীসিংহ! জানিস্ অন্তরে,
আমার রুধির পাত নহে সাধ্য তোর;
বিভেদ্য মস্তক যার, তোর ওই তরবার,
নিক্ষেপ করিতে যারে তাহার উপর।
শোনরে পামর!
মায়াতে জীবন মম আছেরে রক্ষিত,
স্ত্রীপ্রসূত হস্তে কভু নাহি হবে হত।

সুধী। পিশাচ! নিরাশ হয়ে তোর সে মায়ায়
যে দেবে সতত তুই দেখাস্ আদর,
বলুক্ সে তোর কর্ণে জলন্ত ভাষায়,
"সুধীসিংহ জননীর ভেদিয়া উদর,
অকালে জগত মাজে হ'য়েছে উদয়।"

কর্ণ। বলে যে আমারে হেন অশ্রাব্য বচন,
তাহার রসনা যেন গলে অচিরায়,
যাহে মম জীবনের পৌরুষ রতন,

কলঙ্কিত-চমকিত হ'ল আজিকার!
আজি হতে সেই দুষ্টা কুহকিনীগণে,
করিব না আর আমি বিশ্বাস কখন,
হায়, যারা আমাদের কপট বচনে,
ভুলাইয়া অনায়াসে করিল ছলন;
যারা অঙ্গিকার হায়, করি একবার,
করিল মোদের মনে সুআশা রোপণ,
আবার তারাই ভঙ্গ করি অঙ্গিকার;
সমূলে সুআশা-তরু করিল ছেদন।—
সুধীসিংহ! তোর সহ করিব না রণ।

সুধী। কাপুরুষ! শীঘ্র ওরে হও বন্দীভূত;
জগতে দেখাতে তোর ও পোড়া বদন,
জড়পিণ্ড সম তুই রহরে জীবিত।
দুলভ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রাক্ষস মতন,
তোরে দেখাবার তরে মোরা সর্ব্বজন,
দৃশ্যগৃহ সুরঞ্জিয়া বিচিত্র বরণে,
খোদিয়া রাখিব এই কয়টী রচন,
"হেথা দেখে যাও সবে নিষ্ঠুর অধমে।"

কর্ণ। বালক দেবীর পদ করিতে চুম্বন,
নাহি হ'ব বন্দীভূত প্রতিজ্ঞা আমার;
ইতর মানব হতে বিদ্রূপ-বচন,
শুনিতে নারিব আমি, শোন দুরাচার!
যদিও সে নেত্রকোণা আরাবলী পরে
আসিয়াছে, যদিও রে তুই নরাধম,

স্ত্রীপ্রসূত নহে তুই কহিলি আমারে,
তথাপি দেখিব শেষ করি প্রাণপণ।
এই দেখ, ঢাল মম—বীরের জীবন
নিক্ষেপিনু। সুধীসিংহ! নাহিরে নিস্তার—
ধর অস্ত্র, রক্ষ তোরে এবে প্রাণপণে।
নিশ্চয় তাহার মুক্ত শমন-আগার,
বলিবে প্রথমে যেই "ক্ষান্ত দেহ রণে।"

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(জয়বাদ্য।)

(পতাকাহস্তে দেবীসিংহ, বিক্রমজী, মল্লরায়, অপরাপর সামন্তগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

দেবী। বোধ হয় আমাদের প্রিয় বন্ধুগণ,
যাহাদের (প্রিয়মুখ) না দেখি হেথায়,
নিরাপদে পৌঁছিয়াছে স্বদেশে আপন।

বিক্রম। কিন্তু কতিপয় প্রাণ, বিসরি নিশ্বাস তান,
ক'রেছে প্রয়াণ হায় দ্যুলোক-সভায়।
দুর্লভ বিজয়-মণি, তাদেরি যতনে জানি,
অল্পমূল্যে লভিলাম মোরা আজিকায়।

দেবী। সুধীসিংহ আর তব নন্দন-রতনে,
হারাইনু বুঝি মোরা আজিকার রণে।

মল্ল। (বিক্রমজীকে) হে মহান্! আপনার পুত্র বীরবর,
শুধেছে ক্ষত্রিয়-ঋণ আজিকার রণে;

না আসিতে জীবনের যৌবন-রতন,
কিশোরে সমরানলে, বিনাশি বিপক্ষ দলে,
অভিমন্যু সম সেই বীরেন্দ্রশোভন,
লভিতে অক্ষয় খ্যাতি, ত্যজি এই বসুমতী,
সুরীশ্বরপুরে আজি ক'রেছে গমন।

বিক্র। তবে কি তাহার লীলা সাঙ্গ এত দিনে?

মল্ল। তাহার সে পূতকায়, রণাঙ্গন হ'তে হায়,
আনীত হ'য়েছে এবে পবিত্র-শ্মশানে।—
তার তরে হে প্রবীণ, কেন হও শোকে লীন,
তাহার সুযশঃ কাছে শোক আপনার
নহে তুল্য;—যশঃপ্রভা অনন্ত তাহার।

বিক্র। পূর্ব্বে সে কি কোন স্থানে পাইল আঘাত?

মল্ল। সম্মুখে সে বীরমণি হইল আহত।

বিক্র। আক্ষেপ করিয়া তবে কিবা প্রয়োজন,—
'বিধাতৃ-সৃজিত-বৎস-বীরেন্দ্র-ভূষণ!'—
যত আছে কেশরাজি মম শিরঃদেশে,
জনমিত এত যদি নন্দন আমার,
তাদের প্রমোদ-মৃত্যু বাসিনা মানসে;
(ভালবাসি রণাঙ্গনে মরণ সবার।)—
বাজুক কোমলবাদ্যে নিধন তাহার,
জানুক সকলে এই বীরের সৎকার।

দেবী। শোকঅশ্রু তার তরে অতি প্রয়োজন,
মম আঁখি হতে তাহা হইবে সিঞ্চন!

বিক্র। না চাই আক্ষেপ আর, শুন যুবরাজ!

প্রকৃত বীরের মত মরণ তাহার,
কহিলা যখন হায় ক্ষত্রিয়-সমাজ।
এস এবে সবে মিলে, শিব-পদ-শতদলে,
তাহার কল্যাণ তরে করি আরাধন!—

(বর্ষাবিদ্ধ কর্ণবীরের মস্তক লইয়া সুধীসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

হের! আসিতেছে নব-নয়ন-রঞ্জন।

সুধী। জয় নৃপমণি! তাই হে আপনি;—
হের! পাপাত্মার মুণ্ড কোথায় এখন;—
হইল স্বাধীন আজি স্বদেশ-ভবন।
আজি হেরিতেছে মম যুগল নয়ন,
সাম্রাজ্য-মুকুতা রত্নে আপনি ভূষিত;
যেই শুভ সমাচার প্রথমে এজন
জানাইলা সর্ব্ব চিত্ত করি আনন্দিত।
একটি বাসনা মম, মম সই মিলে,
জলদ-নিস্বনে নভঃ করি প্রকম্পিত,
বল এবে ভাসি সবে আনন্দ সলিলে,
জয় জয়পুর-মহারাজ!

সকলে। জয় জয়পুর-মহারাজ!

(জয়বাদ্য।)

দেবী। তোমাদের রাজভক্তি, ভালবাসা গুণে,
একতা-রতনে বদ্ধ আমরা এখন,

যথার্থই জানিলাম অদ্য শুভ দিনে
জাতীয় মিলন কিবা প্রাণ বিনোদন!
কিন্তু এ আনন্দে শুধু শুন সর্ব্বজন,
করিব না এবে সবে সময় হরণ।
হে সামন্ত! হে আত্মীয় বান্ধবনিকর!
আজি এ আনন্দ সনে তোমরা সকলে,
"জাতীয় সচিব" আখ্যা করহ গ্রহণ,
যেই পদ জয়পুর-হৃদয়-কমলে
ইতিপূর্ব্বে হয় নাই আখ্যাত কখন।
আর শুন, প্রিয়তম ক্ষত্রিয় সকল!
ভবিষ্যৎ শান্তি-বীজ রোপিতে যতনে,
এক্ষণে বিহিত বিধি অতি প্রয়োজন;—
আমাদের দেশত্যাগী প্রিয়বন্ধুগণে,
(যাহারা প্রদীপ্তময়ী নিষ্ঠুরতা-পাশ
অতিক্রমি পলায়েছে বিদেশ-বিপিনে,)
এবে আহ্বানিতে হবে স্বদেশনিবাস।
আর এই দুর্ব্বৃত্তের ক্রূর মন্ত্রিগণে,
ইহার দানবীরূপা মহিষী সহিত,
(যে রমণী নিজ হস্তে ত্যজেছে জীবন,
জনরবে শুনি এবে অলীক কল্পিত,)
স্বদেশে আনিতে হবে করিয়া বন্ধন।
ইহা ভিন্ন যাহা কিছু জন্মভূমি পায়,
ঋণী মোরা আছি সবে যাবৎ জীবন,
কৃপাময় ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায়,

। কর্ণবীর।

বিধি মতে একে একে করিব পূরণ।
লহ এবে ধন্যবাদ, হে বীরমণ্ডল!
করি নিমন্ত্রণ সবে সানন্দ অন্তরে,
রাজ্য-অভিষেক-কার্য্য হেরিতে অম্বরে।

[জয়বাদ্য।—সকলে প্রস্থান

। সমাপ্ত।